ছায়াপথ

শ্রীভুজঙ্গ-ধর রায় চৌধুরী

সন ১৩২০

ছায়াপথ

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৩২০

প্রকাশক
শ্রীদুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী, বি, এল্,
বসিরহাট।

কলিকাতা,
৯১। ২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, "নববিভাকর" যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

রাম—মম আত্মা সনে করিয়া রমণ,
কৃষ্ণ—মম মন বুদ্ধি করি' আকর্ষণ,
ওহে রামকৃষ্ণ! কোথা হইলে অন্তর?
অন্তরে বাহিরে তোমা খুঁজি নিরন্তর।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাথ! ভ্রান্ত মায়া-পথে,
সহসা হেরিনু তোমা দীপ্ত ছায়াপথে;
সেথা সৎ চিৎ আর আনন্দ নির্ঝর,
তাহে বিলসিছ তুমি হংস-কলেবর।

সে আনন্দ-সুধাকণা মিলিবে যাহার,
মরতের ধূলি-খেলা সাঙ্গ হবে তার,
ভুজঙ্গের বিষ-জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ,
আনন্দে গায়িবে হৃদি না জানি কি গান!

২০এ আশ্বিন, ১৩২০। শুক্লা সপ্তমী।

সূচি।

১। সদ্বিলাস—

২। চিদ্বিলাস—

৩। আনন্দ বিলাস—

৪। হৃদ্বিলাস—

(১) ভাব

(২) বৈরাগ্য

(৩) ভজন

---

* চিহ্নিত কবিতাগুলিতে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বর্ণের এবং ঐকার ও ঔকার যুক্ত বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ হইবে।

ভূমিকা।

[শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, মহাশয় লিখিত।]

শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী বঙ্গীয় পাঠকের অপরিচিত নহেন। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলার কাব্য-গগনে যে কয়জন জ্যোতিষ্ক দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম। তথাপি এই কাব্যগ্রন্থের বিষয়-সূচি লক্ষ্য করিলে ইহার ভূমিকা রচনা অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না।

গ্রন্থকার এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন "ছায়া-পথ", তাঁহার পূর্ব্বগ্রন্থের নাম ছিল "গোধূলি"। জীবন-সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন সংসারের দিবালোক পরকালের অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসে, যখন মধ্যাহ্নের মুখর কোলাহল অপরাহ্নের প্রশান্ত নীরবতায় ডুবিয়া যায়, ইহ পরকালের সেই গম্ভীর সন্ধি-স্থলে দাড়াইয়া কবি তাঁহার "গোধূলি" প্রণয়ন করেন। সেই জন্য ঐ গ্রন্থে সংসার ও সংসারের অতীত লোক উভয়ের সংবাদ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ যেন কবির জীবনে গোধূলির সেই তমসাচ্ছন্ন কাল কাটিয়া গিয়াছে, কবি-চক্ষু যেন ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর উর্দ্ধলোকের নক্ষত্র-দীপ্ত ছায়া-পথের সন্ধান পাইয়াছে; সেইজন্যই বুঝি এই গ্রন্থের নাম হইয়াছে "ছায়া-পথ"। এই 'ছায়া-পথের' প্রত্যেক কবিতায় যেন সংসারের সাড়া আর পাওয়া যায় না, স্বর্গ লোকের স্বপ্নালোক যেন ইহার ছত্রে ছত্রে মিশ্রিত। অতএব এ গ্রন্থের নামকরণ নিরর্থক হয় নাই।

প্রাচীনেরা গ্রন্থের প্রারম্ভে "বস্তু নির্দ্দেশ" করিতেন। ছায়া-পথের উদ্দিষ্ট বস্তু কি? কবি তাঁহার প্রথম কবিতাতেই তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"নয়ন মুদিয়া হের হে পথিক,
আপন চিত্তাকাশে,
সুধার গোলক চির ধ্রুবতারা
মরি কি মধুর হাসে !
তুমি ছুটে মর, সে যে .র অমর
সতত মরমে রয়,
নিত্য চেতন নির্ম্মল ঘন
আনন্দ-সুধাময় !" [আলেয়া]

অর্থাৎ যিনি আর্য্যঋষির ধ্যানের বিষয়, যিনি আর্য্য সাধকের সাধনার ধন, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তুই ছায়াপথের উদ্দিষ্ট, সেই জন্য "ছায়া-পথ" ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে—সদ্বিলাস, চিদ্বিলাস, আনন্দ-বিলাস ও হৃদ্বিলাস। আনন্দের যাহা ঘনীভাব, বৈরাগ্য, ভজন, তাহাই হৃদ্বিলাসের বিষয়।

অভিজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, 'ছায়া-পথে' হিন্দু শাস্ত্রের অনেক চিন্তা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, বলা বাহুল্য ঐ সকল চিন্তার উদ্ভাবক গ্রন্থকার নহেন, কিন্তু তিনি তাহার মালাকার। ঋষিদিগের ভাব-কাননে যে সকল কুসুম বিকসিত হইয়াছিল তিনি তাহা সযত্নে চয়ন করিয়া কবিতাসূত্রে মালা গাঁথিয়াছেন এবং তাহা সেই সচ্চিদানন্দ ভূমার চরণোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন—

"তব শরণদ ! পদ-কোকনদ
সাজাতে যতন করি,
এনেছি আমার এ ভকতি-হার
হৃদয়-সাজিটি ভরি"।
[শিব-মহিমা-স্তোত্র।]

তাঁহার লক্ষ্য—পাশ্চাত্য চিন্তা লইয়া যাঁহারা জীবন অতিবাহিত করেন,

তাঁহাদিগের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে এ দেশের পবিত্র স্বর্গীয় ভাব-সম্পদ উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া।

পাশ্চাত্য দেশের ঊষর মরু-ক্ষেত্রে কিছুদিন হইতে প্রাচ্য ভাব-বারি বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তৃষিত চাতক যেমন বর্ষার স্বেদবিন্দু আগ্রহে পান করে, পাশ্চাত্যেরা এদেশের ভাব-কণা সেইরূপে সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। প্রমাণস্বরূপ আইরিশ কবি ইয়েট্‌স্ সম্প্রতি প্রকাশ্য সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতে পারি।—"India is going to be the sweetener of our life and the deepner of our thought. We shall probably see something like renaissance here in the influence of the East. The west is turning away from logical thought and practical energy and asking the unifying principle which is coming to us from the wonderful, profound, miraculous East"—আশা করা যায়, তাঁহাদিগের প্রাচ্য শিষ্যেরা ঋষিদিগের ভাবোদ্ভাসিত এই 'ছায়াপথ' সাদরে গ্রহণ করিবেন।

গ্রীক্ মনীষী এরিষ্টটল্ বলিয়াছেন উদার গাম্ভীর্যাই (high seriousness) সৎকাব্যের প্রাণ। তাহা যদি হয় তবে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে 'ছায়াপথ' একখানি সৎকাব্য। কারণ ইহার প্রতি কবিতাই এই উদার গাম্ভীর্য্যে অলঙ্কৃত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মায়াবাদ' 'ব্যোম' 'ত্রিবেণী সঙ্গমে', 'রুদ্র তাণ্ডব' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করিতে পারি।

ইংরেজ কবি ব্রাউনিং যদি হিন্দু চিন্তায় পরিপুষ্ট হইতেন, হিন্দুভাবে ভাবিত হইতেন, তবে বোধ হয় তাঁহার লেখনীমুখে এইরূপ কবিতা নিঃসৃত হইত।

গ্রন্থকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপ্রবিষ্ট, বৈষ্ণব ভাবের ভাবুক। 'হ্লাদিনী' অধ্যায়ে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। সম্বিৎ শক্তির সহিত হ্লাদিনী শক্তির মিশ্রণের ফলে ঐ অধ্যায় বিরচিত।

'আত্মবিৎ', 'আনন্দ-লহর', 'সিন্ধু-বক্ষে', 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' প্রভৃতি কতিপয় কবিতার মধ্যে ষট্-চক্র সম্বন্ধায় কতকগুলি নিগূঢ় কথা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় ষট্-চক্রের রহস্যোদ্ভেদ সম্ভবপর নহে। তবে কাব্য বোধের জন্য এইটুকু জানা আবশ্যক যে—যোগ-শাস্ত্রের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে তিনটি সূক্ষ্ম প্রণালী আছে। মধ্যস্থলে সুষুম্না এবং তাহার দুই পার্শ্বে ঈড়া ও পিঙ্গলা। যোগের ভাষায় ইহাদিগকে 'নাড়ী' বলে। সুষুম্না মূলাধার হইতে মস্তিষ্ক অবধি প্রসৃত। এই সুষুম্নার সহিত মূলাধার, সাধিষ্ঠান মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক ষট্‌চক্র গ্রথিত। দেহ-বিজ্ঞানের ভাষায় চক্রের নাম plexus। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও অহংতত্ত্ব যথাক্রমে এক এক চক্রে অধিষ্ঠিত। তাহাদের উপর মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্রার চক্র। ঐ মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি (যাঁহাকে কেহ কেহ Cosmic Electricity বা serpent fire বলিয়াছেন) প্রসুপ্ত আছেন। সাধনার বলে তাঁহাকে জাগ্রত করা যায়। তখন এই কুণ্ডলিনী মূলাধারের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া একে একে চক্র হইতে চক্রান্তর ভেদ করিয়া সদাশিবের বাসস্থান সহস্রারে উপনীত হন। তখন শিবশক্তির সম্মিলনে জীব পরমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। ষট্‌চক্র ভেদের ইহাই স্থূল কথা; কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক রহস্য লুক্কায়িত আছে।

গ্রন্থকারের ভাষায়ঃ—

জাগো, জাগো কুল-কুণ্ডলিনী!
মূলাধার-চক্র-ভাগে মেদিনী-মণ্ডল আগে
ত্যজি ধীরে সাধিষ্ঠানে উরি' বিজয়িনী!
বরুণ-মণ্ডল হ'তে মণিপুর-চক্রপথে
জ্বলন্ত অনল ভেদি' ঊরধ্ব-গামিনী!

হৃদি-স্থিত বায়ুময় অনাহত-চক্রালয়
ভেদিয়া, বিশুদ্ধ-চক্রে ব্যোম-দেশ জিনি,'
ভ্রূ-যুগ-নিহিত মরি আজ্ঞা-চক্র পরিহরি'
বিহর মা ! সহস্রারে শিব-সোহাগিনী !

[আনন্দ লহর।]

* * * *

অন্যত্র—

ওই শূন্য ব্যোম হ'তে কতদূরে সে আনন্দ-ধাম ?
এ সিন্ধুর কোন পারে না জানি রে রাজে অবিরাম
সে সুধা-সাগর ?
কোথা সেই মণি-দ্বীপ, জ্যোতির্ম্ময়, রসভরপুর,
রমে যথা হংসী সনে রাজহংস ওঙ্কার-নূপুর
ক্বনি নিরন্তর ?
আগম নিগম দুটি পক্ষ তার, অমৃত ক্ষরণ
চঞ্চুপুটে, যুগ্ম নেত্র মোক্ষ-ক্ষেত্র, কণ্ঠ নিরঞ্জন,
চিন্ময় শরীর।"

[সিন্ধু-বক্ষে।]

সহস্রারের সহস্র দলে যিনি সমাসীন, সেই সচ্চিদানন্দ সদাশিব 'ছায়া পথের' ভাবুক কবিকে জয়যুক্ত করুন্।

অগ্রহায়ণ, ১৩২০ সাল
কলিকাতা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সদ্বিলাস ।

ছায়াপথ।
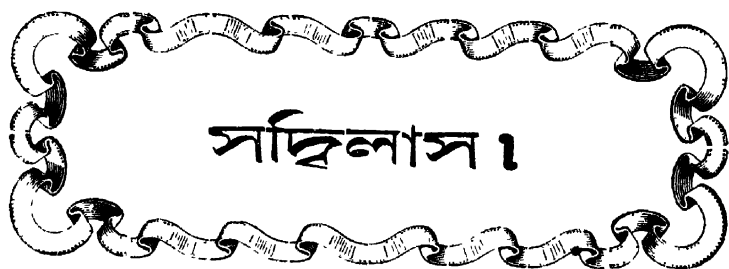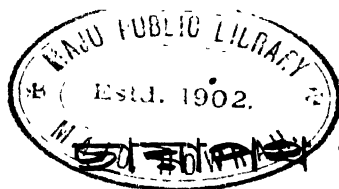
আলেয়া।

১

কে গো পথ-হারা কে গো গৃহ-হারা
চলেছ পথিক তুমি
চঞ্চল-চিত, চরণে জড়িত
কণ্টক-বন-ভূমি ?
শষ্প-শূন্য প্রান্তর কত,
নির্জ্জন নদী-তট,
ধু-ধু-ধু-ধূসর ক্ষেত্র, পলল
কর্দ্দম-লটপট,
মুণ্ডিত-শির খর্জ্জুর কোথা,
দীর্ঘিকা-তীরে তাল
ফেলি' পশ্চাতে কে তুমি ধাইছ
ঘর্ম্ম-পূরিত-ভাল ?
থরে থরে থরে চলে মন্থরে
জলদ গগনময়,
চন্দ্র তারকা- বিহীন আকাশে
তিমির-বাহিনী বয়।
এমন আঁধার, উদ্দেশে কার
পান্থ, চলেছ তুমি
চঞ্চল-চিত, চরণে জড়িত
কণ্টক-বন-ভূমি ?

২

ওকি ও সহসা ওই অতি দূরে
প্রান্তর-পরপার
প্রোজ্জ্বল অতি কাহার মূরতি
পড়ে চোখে বারবার ?
ত্রিদিব-কিরণ জমা'য়ে যেন বে
গড়িয়াছে তনুখানি,
অংশু-গোলক চন্দ্রমা যেন
ধরাতলে এল নামি' !
হেরি' সে গোলক, লখি' সে আলোক
পান্থ, কেন বা ধাও ?
ধরি ধরি করি' ধরিতে না পার,
বিস্ময়ে শুধু চাও।
এই আসে কাছে, এই যায় দূরে,
এই আছে, এই নাই ;
খেলিছে যেন রে কুহক-দণ্ডে
কুহাকনী সব ঠাঁই !
একটি গোলক আছিল পূরবে,
আঁখির পলকে মরি
ছুটিল ক্ষুদ্র শতেক গোলক
প্রান্তর-ভূমি ভরি' !
কভু অতি ধীর, কভু বা অধীর
কাঁপিছে মূরতি গুলি,
চক্রিত-গতি লাস্যে হাস্যে
ঘুরিতেছে দুলি' দুলি' !

পান্থ পাগল, চিত্ত চপল,
ছুটিছ হারা'য়ে দিশা,
ছুটিছ যত রে মরম ভিতরে
বাড়ে তত আলো-তৃষা !
কি হবে ছুটিলে ? যে দূরে, সে দূরে,
ছুটাছুটি শুধু সার,
শষ্প-শূন্য প্রান্তর ওই
কিছুতে না হবে পার !
মুণ্ডিত-শির খর্জ্জুরতরু,
দীঘিকা-তীরে তাল
ছিল পশ্চাতে, এল সাক্ষাতে,
ঘর্ম্মে পূরিল ভাল।

৩

কণ্টক-বন প্রান্তর ঘন
পিচ্ছিল ভব-ভূমি,
ওগো পথ-হারা ! ওগো গৃহ-হারা !
ভ্রান্ত পথিক তুমি !
অজ্ঞান ঘোর গভীর আঁধার
ঘিরি' তব চারিধার,
সঙ্গ-বিহীন চলেছ একাকী
গৃহ পানে আপনার।
পান্থ, তোমারে সুপথের নামে
কুপথে লইতে হায়
আলোক-মূরতি আলেয়ার রূপে
কামনা-কামিনী ধায় !

আশ্বাস কভু তুলোনা হৃদয়ে
বিশ্বাস করি’ তারে,
ছোট ছোট কত মায়ার পুতলি
ঘিরি’ তার চারি ধারে।
সে যে রে মোহিনী মায়ার গোলক,
ত্রিদিব-করুণা-ভ্রমে
পড়ো’না রে হায় গোলক-ধাঁধাঁয়
কুহক-মুগ্ধ মনে।
ত্রিদিব-মাধুরী, সে শুধু চাতুরী,
নহেক স্বরূপ তার,
গড়ে সে শরীর মর ধরণীর
বাষ্পিত ক্লেদ-ভার!
ভ্রান্ত পান্থ, হও হে ক্ষান্ত,
সে নহে স্বরগ-দূত,
সঙ্গে সঙ্গে বিহরে রঙ্গে
মায়ার প্রেতিনী ভূত!
কটুতে মধুর, পুরীষে পীযূষ,
একি রে ভ্রান্তি তোর!
আত্ম-বিচারে ছাড় রে ছাড় রে
মায়ার মদিরা-ঘোর।

৪

নয়ন মুদিয়া হের হে পথিক,
আপন চিত্তাকাশে,
সুধার গোলক চির ধ্রুবতারা
মরি কি মধুর হাসে!

তুমি ছুটে মর, সে যে রে অমর
সতত মরমে রয়,
নিত্য চেতন নির্ম্মল ঘন
আনন্দ-সুধাময় !
হে পথিকবর, নেহার, নেহার
দিব্য মূরতি তার,
লখি' সে কিরণ চল হে ভবন
ভব-প্রান্তর-পার।
মুণ্ডিত-শির খর্জ্জুর নহে,
মন্দার-তরু শত,
আলোক-অঙ্গা আকাশ-গঙ্গা
বহে পথে অবিরত।
মায়ার ঘোরালো আলেয়া-আলোকে
ভ্রান্ত না রহ তুমি,
মানস-নিহিত ধ্রুবতারালোকে
চল আনন্দ-ভূমি !

১৯।৫।১৯০৬ বসিরহাট।

শিশু।

নদী-গান, ফুল-হাসি, পাতার মর্ম্মর,
শৈশবে বুঝিত হিয়া প্রকৃতির ভাষা,
আজি যারে মনে হয় অচেতন জড়
শিশু-হিয়া দিয়েছিল তারে ভালবাসা।

পুতুলে পাতায়ে প্রীতি করিত আদর,
আপনারে দেখিত সে সবার ভিতর।
যে চেতনা ঢাকি' আজি অন্ধ বাসনায়
জড় দেহ লাগি' কাঁদে কাম-রত মন,
জড়তা-বন্ধন হ'তে মুক্ত করি' তায়
শিশু-হৃদি করে তার রস আস্বাদন।
জড় ভাবি' চেতনেরে আজি মৃত্যু-ভয়,
মরণ না মানে কভু শিশুর হৃদয়।
শিশু-চিত্তে সদা দীপ্ত পূত হোমানল,
ধরার ধূলিতে নিভে শিখা সমুজ্জ্বল।

২৬।১১।১১ বসিরহাট

শিশুযোগী।

[বসিরহাটের রাজপথে নগ্ন-দেহ, প্রায়শঃ পদ্মাসনোপবিষ্ট, উজ্জ্বল-নেত্র একটি বালক-মূর্ত্তি মাঝে মাঝে দেখা যাইত। তাহার পরিচয় কেহ জানিত না। সে মূকবৎ সর্ব্বত্র বিচরণ করিত এবং কখনো কখনো উচ্চ হাস্যে দিগন্ত মুখরিত করিত। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইলেও কখনো সে ভিক্ষা করিত না, অর্থ দিলে লইত না। উক্ত বালক-মূর্ত্তি এই কবিতার আখ্যান-বস্তু। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কবিতাটি রচিত হওয়ার পর আর কখনো তাহাকে দেখা যায় নাই।]

ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজ-পথ দিয়ে কে গো ওই যায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি'?

স্বপন-বিভোর যুগল নয়ন,
মুখে নাহি সরে বারেক বচন,
কি জানি কোথা রে করিছে গমন
আপনার ভাবে মগন মরি !
কোথা কোন্ দেশে ভবন তাহার ?
জনক জননী ছিল না কি তার ?
কেহ ত জানে না কাহার কুমার
কোথা হ'তে এল কেমন করি' ;
অম্বর হ'তে খসিল কি তারা ?
বাধিল কি তারে নর-দেহ-কারা ?
তাই কি ত্রিদিব-কিরণের ধারা
এখনো নয়নে পড়িছে ঝরি' ?
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজ-পথ দিয়ে কে গো ওই যায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি' ?

২

যখন গগনে গরজে গভীর
জলদ, দামিনী চমকে অধীর,
ঘন ঘন ঘোর অশনি হাঁকে,
জল-ধারা ঝরে ভুবন উপর,
জন-ধারা পশে ভবন ভিতর,
গোঠ-পথে গাভী কাঁপে থরথর,
তরু-শাখে পাখী লুকা'য়ে থাকে,
উদ্দাম-মতি প্রকৃতি-বালার
পাগলিনী পারা দোলে কেশ-ভার,

তরঙ্গময়ী নদী বার বার
কল্লোলে লুটে তটের পায়,—
দেখিবে তখন দাঁড়াইয়া কূলে
নির্ভয় চিতে দুর্দ্দিন ভুলে'
উল্লাস-ভরা আঁখি দুটি তুলে'
চেয়ে আছে শিশু গগন-গায় !
নিবিড় তিমির কিরণে উজলি'
নভ-কোলে যবে বিলসে বিজলি,
বালক তখন দিয়ে করতালি
হা-হা রবে তুলে হাসির রোল,
কপট কোপেতে কষায় লোচন
ভ্রুকুটি-কুটিল মায়ের বদন
যেন রে নেহারি' অশঙ্ক-মন
হাসি' শিশু চায় জননী-কোল !
অমনি করুণা-বিগলিত-মন
লুকায় প্রকৃতি মূরতি ভীষণ,
স্নেহ-নির্ঝর উথলে কেমন,
ধরে শিশু-মুখে পীযূষ মরি !
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজ-পথ দিয়ে কে গো ওই যায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি' ?

৩

কভু নিশি-শেষে তারা-দীপ যবে
নিভে একে একে নিষ্প্রভ নভে,
ঢলে' পড়ে শশী প্রতীচি-বুকে,

নন্দন-বন-সৌরভ লুটি'
পূরব-গগন-বাতায়ন টুটি'
পারিজাত সম উঠে ধীরে ফুটি
উষা-সুন্দরী সহাস মুখে,
ঘুম-ভাঙা চোখে উষা-সতী চায়,
শষ্পিত মাঠে দেখিবারে পায়
উজলি' ভুবন আনন-প্রভায়
ধ্যান-নিমগন শিশুর ছবি!
হংস আসন, শান্ত বদন,
উষা-মুখ পানে লগ্ন নয়ন,
যেন রে করিছে একাগ্রমন
উষা-জ্যোতি পান প্রথম কবি!
নদী পদতলে কুলু কুলু গায়,
মর্ম্মরে তরু পুষ্পিত-কায়,
ভ্রমর মধুর ভঁয়রো ফুটায়
গুঞ্জরি' মরি কুসুম-বনে;
সঙ্গীত-সুর উথলে যত রে,
হাসি তত ফুটে বালক-অধরে,
জগত-অতীত স্বপন যেন রে
জমে সে বালক যোগীর মনে!
মধুর প্রভাত, মৃদু সমীরণ,
মাধুরীর স্রোতে ভুবন মগন,
তাহে ছবি সম মূরতি মোহন
নেহারি' পাশরি মরত মরি!
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়

৪

রাজ-পথ 'পরে ও কে দেখা যায়,
মানব-শিশুর মূরতি ধরি'?
দুপুরে যখন জন-কল্লোল
করম-সাগরে তুলে কল-রোল,
বিষয়-তুফান আকুল করে,
দেখিবে তখন সে সাগর-কূলে
রহস্য-ভরা আঁখি দুটি তুলে'
নিষ্ক্রিয় শিশু চাহিয়া অকূলে
রয়েছে বসিয়া উপেখাভরে!
কি ভাবিয়া মনে হাসে বা কখন,
বালু-ঘর গড়ি' খেলে আনমন,
আনমনে কভু ভাঙে সে ভবন
খেলা-ছলে তার চরণ দিয়া;
অপূর্ব্ব সেই খেলা হেরি' তার
আমাদের এই ভাঙা গড়া সার
মায়ার ছলনে খেলা অনিবার'
মনে পড়ে, উঠে চমকি' হিয়া।
ভাবি, বুঝি এই যোগী সুকুমার
জেনেছে মরম যেন এ খেলার,
ঘুচে' গে'ছে তার করম-বিকার,
উপহাস তাই করিছে মরি!
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজ-পথে বসি' কে ওই খেলায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি'?

৫

সন্ধ্যার কালে সুর-মন্দিরে
ঘণ্টা-রণন্ বিহরে সমীরে,
ঝাঁঝর কাঁসর নিনাদে ঘোর ;
শঙ্খ-শবদ উঠে ঘন ঘন,
পূত ধূপ-বাস বহে সমীরণ,
পুরোহিত স্মরি' মায়ের চরণ
করিছে আরতি হইয়ে ভোর ;
মন্থর বায়ু স্তোত্রের ভারে ;—
হেন কালে হের মন্দির-দ্বারে
মৌনী মূরতি জনতার আড়ে
নিশ্চল যেন প্রতিমা মরি
ধূলি-ধূ রিত উলঙ্গ কায়
কে দাঁড়া'য়ে ওই সন্ধ্যার ছায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি' ?

৬

কে গো ওই যোগী শিশুর আকার ?
কোথা কোন্ কুলে জনম তাহার ?
বন্ধন পুন কাহার সনে ?
শৈশবে কেন মূরতি যোগীর ?
কেন ধরিয়াছে মানব-শরীর,
জীবের কামনা বাসনা মদির
মাদকতা যদি না আনে মনে ?
নলিনীর দলে সলিল যেমন
আছে তবু যেন নাহি মিশ্রণ,

সর সহ হ'বে পলকে মিলন,
দেহ মাঝে চিত তেমতি তার ;
ধরাতে নিবসে, ধরা না পরশে,
না মজে ধরার বিষাদ-হরষে,
আত্মা যেন রে নাহি তনু-বশে,
অচিরে ঘুচিবে জনম-ভার !
শিশির নিদাঘ বরষা তাহার
সম ভাবে কাটে, না করে বিচার,
তিক্ত মধুর সকলি আহার,
ধূলি-মুঠা সম ধনের মান ;
মুক্ত ক্ষেত্র, বদ্ধ ভবন,
নগ্ন অঙ্গ, ধৌত বসন,
গ্রাম, জনপদ, নির্জ্জন বন,
সকলি সমান করে সে জ্ঞান !
আছে ক্ষুধা তৃষা, তাহে না কাতর,
নাহি যাচে কভু, না খুলে অধর,
দয়া অকরুণা সমান আদর,
না জানি কি ব্রত সাধিছে মরি !
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজ-পথ বাহি' কেগো ওই যায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি' ?

৭

ক্ষণ মেঘাবৃত রবি সম রয়,
করিছে পূরব করমের ক্ষয়,
না করে নূতন করম আর ;

মহান্ শূন্য গগন মতন
স্বচ্ছ শুদ্ধ সূক্ষ্ম চেতন
কর্ম্ম-সূত্র করিতে ছেদন
বহে যেন শেষ তনুর ভার!
শান্ত সুপ্ত সরসী মতন,
নাহি সংগ্রাম, নাহি আলোড়ন,
মৃদুল বহিছে জীবন-পবন,
নাহিক উরমি হৃদয়োপরি;
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজ-পথ বাহি' কেগো ওই যায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি?

১৫।৫।১৯০৬ বসিরহাট।

শিশুর প্রতি।

হে শিশু! তোমারে হেরি' মনে পড়ে প্রথম সৃজনে
কারণ-ক্ষীরাব্ধি-নীরে অনন্তের অঙ্ক-চক্রাসনে
তোমারি মতন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ-প্রবর
ছিল নিদ্রা-অভিভূত; হিরণ্ময় কিরণ ভাস্বর
অঙ্গ হ'তে ঝরে;
অনন্তসৌন্দর্য্যময়ী লক্ষ্মী-রূপা প্রকৃতি-সুন্দরী
তোরি মত রাঙা তার পাদু'খানি কর-পদ্মে ধরি'
কত না যতনে মরি করে সেবা চাহি' মুখ পানে,
সিন্ধুর ফেণিল শুভ্র ঊর্ম্মিরাশি লুটিছে কে জানে
কি আনন্দ-ভরে!

সহসা কি ভাবভরে প্রথম সে মেলিল নয়ন,—
অমনি ধরিল চক্ষে মায়াময়ী সৌন্দর্য্য আপন,
কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র নভ-পটে হইল উদয়,
নেহারি' তা' শিশু যেন হাস্য-মুখে মানিয়া বিস্ময়
চাহে চিত্র'পরে !
একে একে নেত্র-পথে ধরে যত মাধুরী-সম্ভার,
কৌতুকী নয়নে শিশু তোরি মত হেরে বার বার,
তার পর রাঙা পায় মুখরিয়া মণির মঞ্জীর
অব্যক্ত আনন্দভরে তোরি মত হইয়ে অধীর
কিবা নৃত্য করে !
অমনি যে তালে তালে না জানি রে কোন্ আকর্ষণে
নাচিতে লাগিল নভে গ্রহ-পুঞ্জ চটুল চরণে,
সে নর্ত্তন-মাদকতা বিশ্বময় হইল সঞ্চার,
সৃজিত হইল তাহে চরাচর, ধরণী মাঝার
চেতনা সঞ্চরে।
তখন সে শিশু মরি নিল তুলি' অপূর্ব্ব মুরলী,
প্রতি রন্ধ্র হ'তে তার তুলিল কি উন্মদ কাকলি,—
অমনি জীবের হৃদে সুরে সুরে বহে প্রেম-ধারা,
পরস্পরে আলিঙ্গিয়া নাচে সবে প্রেমে মাতোয়ারা,
বেদনা পাশরে ;
হে শিশু ! তোমারে হেরি' সৃষ্টি-লীলা বিলসে অন্তরে।

২

তোরে হেরি' মনে পড়ে—ধরণীর শৈশব-সময়ে
নাহি ছিল দ্বেষ হিংসা, তোরি মত, জীবের হৃদয়ে ;
ও তোর মার্জ্জার মত সিংহ ব্যাঘ্র লেহিত চরণ,

ফণা-ছত্র তুলি' ফণী ছায়া-দানে মানবে কেমন
করিত শীতল ;
ঘুম-ভাঙা রাঙা চোখে প্রাতে যবে হেরি' রাঙা রবি
চাহিস্ করিতে কোলে, কিংবা সাঁঝে নভে স্বর্ণ-চ্ছবি
শশী হেরি' ধরিবারে তুই যবে বাড়াস্ দু'কর,
অথবা নির্ঝর-গানে মন্ত্র-মুগ্ধ নিদ্রায় কাতর
রো'স্ অচঞ্চল,
ভাবি তবে—এইমত একদিন আছিল ধরার
যখন প্রকৃতি সনে ছিল বাঁধা নর-হৃদি তার,
যখন প্রকৃতি-কোলে লতা-ফুলে সাজা'য়ে শরীর
দুলিত মানব-শিশু, শুনি' মন্দ্র মেঘ-জলধির
হইত চঞ্চল।
ব্রাহ্মণের অঙ্ক হ'তে ঝাঁপাইয়া পড়িস্ যখন
চণ্ডালের ধূলি-মাখা নগ্ন বক্ষে সহাস-বদন,
সুদূর অতীত হ'তে ভেসে' আসে সোণার স্বপন,
দেখি যেন—এক জাতি, প্রেম-সূত্রে জগৎ বন্ধন,
বিদ্বেষ বিরল !
ওরে মোর সোণামণি ! সর্ব্ব জীবে ও তোর করুণা
আনে রে স্মরণ-পথে জগতের ঊষা সে তরুণা,—
যে কালে সরল নর নেত্র-বারি মুছা'ত ধরার,
না তুলিত জয়-ধ্বজা দেশে দেশে হেন হাহাকার
বেদনা-বিহ্বল !
হেরি' রে উলঙ্গ শিশু ! ওই তোর নগ্ন কলেবর
মনে পড়ে সেই কাল—ছিল যবে অবিলাসী নর,
লজ্জাহীন সরলতা, স্বার্থহীন স্বাধীনতা যবে

নরের হৃদয়-পদ্মে নিবসিত স্বর্গের সৌরভে
হইয়ে উচ্ছল ;
অতীত সমাজ-চিত্র তোরি মাঝে হয় রে উজ্জ্বল।

৩

মনশ্চক্ষে হেরি যবে মূর্ত্তি জিনি' তরুণ তপন,
ওই স্থূল বাহ্য বাস নারে আর করিতে গোপন
স্বরূপ-রহস্য তোর ; দেখি যেন আত্মা নির্ব্বিকার
ক্ষীণ আবরণ খানি সবে মাত্র ধরে'ছে মায়ার,
আসি' এ ধরায়।
আমাদের মত শিশু ! নহ তুমি ইন্দ্রিয়ের বশ,
মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার ঢালে নাই ত্রিতাপ-পরশ,
লক্ষ-জন্ম-সংস্কার আজো চিতে মুকুল মতন,
অহেতু আনন্দ-রসে ভরপূর রয়েছ মগন,
তৃষা না নাচায় ;
নাহি ধর নামোপাধি, নাহি কর জাতির বিচার,
নহ গৃহী, বনচর, নহে তব সন্ন্যাস-আচার,
নহ যোগী, নহ ভোগী, শাক্ত, শৈব, হিন্দু, মুসল্মান,
কনক-রজত-মুদ্রা ধূলি-মুঠা কর সম জ্ঞান,
মহেশের প্রায় ;
রিপু মিত্র, নৃপ ভিক্ষু, দূরান্তিক, আপন বা পর,
বারি বহ্নি, বিষামৃত, নাহি ভেদ কর ধরা 'পর,
পাপ-পুণ্য জন্ম-মৃত্যু দ্বন্দ্ব ভাব না পরশে মন,
অফুরন্ত কামনার কর্ম্ম-চক্র আজো নিষ্পেষণ
না করে তোমায়।
তুমি যেন অতি শুভ্র অতি স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায়,

রূপাদি বিষয় পঞ্চ, রঞ্জে যদি, না পরশে তায়,
তরল জলদ ভেদি' সুধাংশুর রজত-কিরণ
ফুটে যথা, সেই মত টুটি' সূক্ষ্ম তনু-আবরণ
চিৎ-শশী ভায় ;
হৃদয়-কমলে তব বদ্ধ যেন আনন্দ-ভ্রমর
অন্তরে নিভৃত সুধা করি' পান গুঞ্জে নিরন্তর,
তারি যেন প্রতিধ্বনি হাস্যে তোর ভাসে বার বার,
সে গূঢ় অমিয়-মাখা ওষ্ঠ চুমি', পরাণ আমার
সব ভুলে' যায় !
আত্মার সে রসাস্বাদ পাই শিশু ! হেরিলে তোমায় !

২৯।১০।১৯১০ কটক।

দেহ-পুরী

দেহ-পুরী নামে একটি নগরী, মোহন আকার তার ;
প্রজ্ঞা নামেতে আছিল প্রাচীর সে পুরীর চারিধার।
ভিত্তি তাহার চর্ম্ম-গঠিত, স্তম্ভ অস্থিচয়,
মাংস-শোণিতে লিপ্ত সে পুরী স্নায়ু-বেষ্টিত রয়।
যুগল নয়ন নাসিকা শ্রবণ, পায়ু উপস্থ মুখ,
নয়টি দুয়ার গঠিত আনিতে বাহিরের সুখ দুখ।
মন ও বুদ্ধি মন্ত্রী যুগল লইয়ে বসতি করে
সে পুরী মাঝারে জীব নামে রাজা দন্ত-দণ্ড করে।

২

বুদ্ধি-মন্ত্রে প্রথমে ভূপতি রুদ্ধ করিয়া দ্বার
প্রজা পরিজনে হ'য়ে বেষ্টিত রহে সুখে অনিবার।
বাহিরের যত কল কোলাহল বাহিরে রহিত পড়ি',
ভিতরে ভূপতি শান্তি-মগন ছিল দিবা বিভাবরী।

৩

একদা রাজারে মানস-মন্ত্রী চুপে চুপে কহে কাণেঃ
"আপন নগরী পিঞ্জর করি' কিবা সুখ লভ প্রাণে?
কি ফল নেহারি' মণ্ডূক সম এ ক্ষুদ্র পুরী-কূপ ?
কি ফল জীবনে যদি না নয়নে হেরিলে বিশ্ব-রূপ ?
কি ফল জীবনে যদি না শুনিলে বিশ্ব-বীণার গান ?
কি ফল জীবনে যদি না লভিলে বিশ্ব-সুরভি-ঘ্রাণ ?
কি ফল জীবনে যদি না পিয়িলে বিশ্ব-সুধার রস ?
কি ফল জীবনে যদি না রহিলে বিশ্ব-পরশ-বশ ?

খোল খোল দ্বার, বিশ্ব তোমার লহ করি' আপনার,
ভিতরে বাহিরে কর বিস্তার সম ভাবে অধিকার।"
মনের বচনে মুগ্ধ-হৃদয় ভূপতি খুলিল দ্বার,
নব অনুরাগে দেখিল চাহিয়া বিশ্ব-সুষমা-সার।

৪

ক্রোধ লোভ মোহ অনুচর সহ ওৎ পাতি' ছিল কাম,
মুক্ত দুয়ারে দুর্গে লুকা'য়ে যায় আসে অবিরাম।
একদা আড়ালে ডাকিয়া মনেরে উৎকোচ করি' দান
কহে তারে ঠারে—বুদ্ধিরে বাঁধি' রাজার হরিবে প্রাণ।
পরে একদিন মনো-সাহায্যে প্রজ্ঞা-প্রাচীর-ধারে
আসি' দলবলে মহা কুতূহলে ভাঙ্গিয়া ফেলিল তারে।
বুদ্ধি তখন মনেরে নেহারি' বিপক্ষ-বশীভূত,
আতঙ্ক ভরে পড়িল মূরছি' বিস্ময়-অভিভূত।
মন্ত্রী দোঁহার হেরি' হেন দশা প্রজা পরিজন যারা
পরাজয় গণি' কাম-অরাতির পরাধীন হ'ল তারা।
বিমূঢ় সে রাজা প্রমাদ গণিল, ভ্রংশিল তাঁর মতি,
হ'য়ে অসহায় ধ্বংসের মুখে পড়িল রে তনুপতি!

১৯।৬।১৯০৬ বসিরহাট।

মণি-মালা

অকূল পাথার কাল-পারাবার,
মরণ-ঊর্ম্মি উথলে তায় ;
তরিব কেমনে ?——— নিষ্কাম মনে
উঠহ আত্ম-বিবেক-নায়।

২

কোথা কারাগার ? গেহ মমতার ,
শৃঙ্খল কিবা ? সকাম মন ,
নরক গভীর ? আপন শরীর ,
কে দ্বারী ? কামনা-কুমারীগণ।

৩

মদিরা তরল ? স্নেহ উচ্ছল ;
চিতার অনল ? মদন-তাপ ;
কণ্টক-বন ? আশার কানন ,
বিষ-বল্লরী ? মানস-পাপ।

৪

বিষ হ'তে বিষ ? বিষয়ের বিষ ;
কে দুখী ? বিষয়ে মমতা যার ;
জ্বর কি দেহীর ? চিন্তা গভীর ;
ঔষধ ? জ্ঞান-সুধার ধার।

৫

কে নহে তৃপ্ত ? দুরাশা-দৃপ্ত ;
দুখ-মূল ? সদা মমতা জনে ;

বিষ সুধা সম ? নারী মনোরম ;
সখা সম অরি ? তনুজগণে।

৬

চপলা অধিক কি ভবে ক্ষণিক ?
যৌবন, জন, জীবন, ধন ;
আনে অন্ধতা ? স্বার্থপরতা ;
দুষ্কর ? জানা আপন মন।

৭

কে জগতে মূক ? সত্য-বিমুখ ;
বধির ? না শুনে বিবেক-বাণী ;
কে ভবে আতুর ? সুখ-তৃষাতুর ;
বাতুল ? বিষয়-বিলাসী মানি।

৮

কে সুখ-শায়িত ? সমাধি-স্থিত ;
কে বা জাগরিত ? বিবেকী ভবে ;
শত্রু ভূতলে ? ইন্দ্রিয়দলে ;
মিত্র ? তাহারা বিজিত যবে।

৯

দরিদ্র কেবা ? অতৃপ্ত যেবা ;
ধনী ? সন্তোষ হৃদয়ে যার ;
জীবিতে কে মৃত ? মায়া-বিমোহিত ;
জীবন্মুক্তি ?—পিপাসাপার।

১০

কে রচে কুহক ? কান্তা কনক ;
কেবা জগ-জয়ী ? মন যে জিনে ;

ব্যাধি কি মহীতে ? ভ্রমণ যোনিতে ;
কে মূঢ় ? যে রহে বিচার বিনে।

১১

সফল জনম ? ঘুচিলে মরণ ;
মরণ সফল ? জনম শেষ ;
মোক্ষ কখন ? মরে যবে মন ;
বন্ধন ভবে ? কামনা-লেশ।

১২

শ্রেষ্ঠ মিলন ? আত্ম-রমণ ;
শুচিতা ? শুদ্ধ হৃদয় যবে ;
কে বটে প্রেয়সী ? মৈত্রী শ্রেয়সী ,
স্বরগ-গঙ্গা ? করুণা সবে।

১৩

চিন্তিব কিবা বিভাবরী দিবা ?
মিথ্যা ভুবন, আপনি সৎ ;
জীবের কি কাজ ? আত্ম-বিরাজ ,
জ্ঞাতব্য ভবে ? 'ত্বমসিতৎ'।

১৪

কণ্ঠেতে যার এ রতন-হার
দুলিবে, তাহার ভবের দুখ
ঘুচিবে, ফুটিবে জ্ঞান-গৌরবে
আত্ম-ভানুর বিমল মুখ।

১৩।৬।১৯০৬ বসিরহাট

এই কবিতাটি শঙ্করকৃত মণি-রত্নমালার ভাবে রচিত।

ভক্তি ও আনন্দ

ভ্রমে কামরূপী দস্যুর দল,
ভয়ভরা ভব ভীষণ বন ;
দুর্লভ তাহে সাধু-সঙ্গম,
রোষ-শার্দ্দূল গরজে ঘন।

২

অজ্ঞান-তম নিবিড় গহন
সে কানন ঘিরে প্রাচীর প্রায়,
জ্ঞান-তপনের ক্ষীণ আলো-রেখা
পশিতে ভিতরে পথ না পায়।

৩

সে বন মাঝারে বহে অতি মৃদু
ভক্তি নামেতে তটিনী ক্ষীণা ;
কে যেন কোথায়— দেখা নাহি যায়—
করিছে বাদন অঘোষ বীণা।

৪

তটিনীর তটে সমাধি-মগন
যোগী এক বসি' শুনে সে গান ;
সুরে সুরে তার আঁখি গেছে মুদে',
ডুবে' গেছে চিত মানস প্রাণ !

৫

কান্তা কনক কেবলি কুহক
জানিয়ে পলকে ফেলেছে টুটি' ;

তীর্থ পরম নিরমল মন
ভক্তির তীরে, এসেছে ছুটি'।

৬

জনমে জনমে যোনিতে যোনিতে
ভ্রমণ-ব্যাধির করেছে শেষ ;
ঔষধ তার করিয়াছে পান,
কামনা বাসনা নাহিক লেশ।

৭

নয়ন শ্রবণ চিত প্রাণ মন
'বিষয়' হইতে নিয়েছে তুলি,
জনক জননী সুতা সুত জায়া
স্বজনের স্মৃতি গিয়াছে ভুলি'।

৮

আপনার মাঝে হইয়ে মগন
ইষ্ট-চরণ করিছে ধ্যান,
বিহ্বল পারা নামে মাতোয়ারা
পাশরে বাহ্য-জগৎ-জ্ঞান।'

৯

আগে নাম-গান, পরে গুণ-গান,
ক্রমে যায় চিত মহিমা-পার ;
সৃজন পালন প্রলয় কারণ
সন্ধান করে হৃদয় তার।

১০

জড়তার মাঝে জড়িত শকতি,
শকতির মূল চেতনা বুঝে ;

রহে সে চেতনা কালাকাশ ব্যাপি',
চেতনার আদি না পায় খুঁজে।

১১

বুদ্ধি বিচার মানি' পরাজয়
কারণ-কারণে হইল লয়;
সহসা তখন বিভেদ ঘুচিল,
দেখিল -- আপনি সকলময়!

১২

উজান বহিল ভকতি-তটিনী,
জ্ঞান-ভানু-কর ভেদিল বন;
ঝলকে ঝলকে ক্ষরিত আলোকে
পুলকে পূরিল যোগীর মন।

১৩

আপনার মাঝে সকলি ডুবিল
জীব শিব ভেদ না রহে আর;
ভক্তি-তটিনী মজ্জিত হ'ল
আনন্দ-সুধা-সাগরে তার।

১৪

টুটিল বিশ্ব, টুটিল দৃশ্য,
দেহ চিত মন সকলি টুটে;
সে যেন রে নাই, নাই, কিছু নাই!
শুধু আনন্দ-লহর ছুটে।

১৫

মিথ্যা সত্য নিত্যানিত্য
মায়া বা অমায়া কিছু না রয়,

বন্ধ মোক্ষ জন্ম মৃত্যু
আনন্দ মাঝে সকলি লয়।

১৬

আনন্দ কি যে কে কারে বোঝাবে ?
ভাষা মরে' যায় ধরিতে তায় ;
বুদ্ধি বা মন না রহে ধরিতে,
যারে বরে, তারে ধরা সে দেয়।

৩০।১০।১৯১০ কটক

ধবলেশ্বর

[কটক নগরী, পদবাহিনী মহানদী ; তন্মধ্যে ক্ষুদ্র শৈল ; তাহাতে শুভ্রবর্ণ মন্দিব, অভ্যন্তরে ধবলেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি।]

জন-কল্লোল-ময় চত্বর,
নিত্য মুখর যান-ঘর্ঘর,
কঙ্কর-ধূলি-ধূম্র নগর
কর্ম্ম-কটাহ প্রায় ;
দীপ্ত নিয়ত তীব্র অনল,
সদা বিধূমিত নভোমণ্ডল,
পিপাসা প্রবল দহে অবিরল,
ভোগীর বসতি তায়।
সে নগর মাঝে নাগর নাগরী
ক্ষণিকের সুখে আপনা পাশরি

মোহ অঞ্জনে নয়ন আবরি

নানা পথ ধরি' ধায়।

স্বার্থ-দ্বন্দ্ব করিছে অন্ধ,

চৌদিকে ছুটে বিকট গন্ধ,

জয়, পরাজয়,—দারুণ সন্ধ,

আশা ডোবে নিরাশায়।

২

হেন চঞ্চল পুরীর চরণ

বাহু-বন্ধনে করি' বেষ্টন

নদী মৃদুপদে করে বিচরণ

বিজনে আপন মনে ;

কভু কল কল, কভু ছল ছল,

কভু ভানু-করে করে ঢল ঢল,

সুনীল সলিল অতি নিরমল

• লুণ্ঠিত শর-বনে।

কোথা বাজে মৃদু জল-তরঙ্গ,

উশীর-কণ্ঠে মুরলী-রঙ্গ,

বিস্মিত-বপু উড়ে বিহঙ্গ,

কি মাধুরী নিরজনে ;

ঊর্দ্ধে সন্ধ্যা নিবিড় গহন,

বক্ষে ঝরিছে দ্রব-কাঞ্চন,

মৃদুল বহিছে শীতল পবন,

খেলিছে উরমি সনে।

শান্তি-প্রতিমা বহে মহানদী,
তারি মাঝখানে নিশ্চল-গতি
ধ্যান-নিমগন যোগীর মূরতি
শিশু গিরি সুকুমার ;
ফেনিল-লহরী-ধৌত চরণ,
বিগলিত শিলা অর্ঘ শোভন.
কুটজ-কুসুম কণ্ঠ-ভূষণ,
পবনে সুরভি-ভার।
অদূরে দাঁড়ায়ে শ্যামা বন-বালা,
মাথায় মুকুট নীল গিরিমালা,
তৃপ্তি-মগন নেত্রে নিরালা
নেহারিছে রূপ তার ;
সে অচল-বুকে বিরাজে গোপন
মন্দির এক শুভ্রবরণ,
শুক্তির মাঝে মুক্তা মতন
শম্ভু হৃদয়ে যার।

৪

নহে কি এমনি এ দেহ-নগর
রূপরসময় বিষয়-কাতর ?
ইন্দ্রিয়-দল নহে কি মুখর
ভোগ-সুখ-অভিলাষী ?
কালানল সম জ্বলে কামানল,
হরষ বিষাদ ফুটে অবিরল,

পিপাসার বারি বাসনা-গরল,
সম্বল দুখ-রাশি!

হেন দেহপুরী করি' বেষ্টন
মহাভাব-নদী বহে অনুখণ
শান্তি-সুপ্তি-তৃপ্তি-মগন
মুখরি' মধুর বাঁশী!

অন্তিকে তার হ'তে অন্তর
উচ্ছসি' উঠে ধ্যান-গিরিবর,
মন্দির তাহে অতি সুন্দর,
দেবতা মরম-বাসী।

৫

দেহপুরী হ'তে লভি' অবসর
সাধনা-তরীতে চল মন্থর
ভাব-নদী বাহি' ধ্যান-গিরি 'পর
ধবলেশ্বর ধাম;

সে ত নহে দূরে, তব অন্তরে
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ বিহরে,
স্তব্ধ তটিনী ওঙ্কার-ভরে
বম্ বম্ অবিরাম;

নাহি তথা সুখ-দুখ-ক্রন্দন,
বহে কূলে কূলে আনন্দ ঘন,
জ্ঞান-ভকতির ধূপ-চন্দন
অর্চ্চন অনুপাম।

ঊর্দ্ধে অসীম স্ফুরে চিদাকাশ,
বিম্বিত নীচে তাহারি আভাস,
তারি মাঝখানে জ্যোতির বিকাশ—
নাহি যার রূপ নাম।

১৯১২ কটক।

চিদ্বিলাস।

মায়াবাদ

শুভ্রচন্দ্র-কিরীটিনী নীলাম্বরা নীরদ-কুন্তলা
তুঙ্গশৈল-পয়োধরা দ্বীপ-হারা অম্বুধি-মেখলা
এই যে ধরণী,
কিংবা কোটি-সৌরচক্র-বিমণ্ডিত বিরাট ভুবন,
নহে নিত্য, নহে সত্য ; ভ্রান্ত যথা নিশার স্বপন,
এ ভ্রম তেমনি।
নিদ্রা-ভঙ্গে জাগরণ ভাঙ্গে যথা স্বপনের ভুল,
মায়া-লয়ে জ্ঞানোদয়ে অনিত্য এ জগৎ বিপুল
বুঝে মুক্ত নর ;
সুপ্ত হ্রদ আনে যথা তরু-ভ্রান্তি বিম্বিত তরুর,
জাগায় অলীক-চিত্রে সত্য-ভ্রম মায়ার মুকুর
তথা নিরন্তর।
উদ্‌ভ্রান্ত-পথিক-নেত্রে রাজে যথা স্নিগ্ধ-পয়োধরা
কল্পিত-কমলপূর্ণ মিথ্যা বাপী, কিংবা মনোহরা
গন্ধর্ব্ব-নগরী
সত্যের মূরতি ধরে ক্ষণ তরে গগন-সীমায়,
অনিত্য জগৎ তথা নর-নেত্রে নিত্যরূপে ভায়
মায়া-মূর্ত্তি ধরি'।

২

অনিত্য জগৎ যদি, নিত্য-লীলা হের মাঝে তার ;
যেমতি নির্ম্মল নভে মেঘ-মালা ক্ষণেকে সঞ্চার,
ক্ষণ পরে লয়,

নিত্য শুদ্ধ সত্তা হ'তে সেই মত সমগ্র জগৎ
উঠিতেছে বার বার, ডুবিতেছে পুন স্বপ্নবৎ,
এ কি ভঙ্গোদয়!
বসন কার্পাস-সূত্র কিংবা যথা রবি রবি-কর
নহে ভিন্ন পরস্পরে, আত্মা হ'তে সৃষ্ট চরাচর
অভিন্ন তেমতি;
সেই সুধা-সিন্ধু-বুকে জনমিয়া জগৎ-লহর
ক্ষণেক উথলি' পুন পড়ে ঢলি' সাগর ভিতর
লভি' উপরতি।
কুম্ভ যথা ভূমি হ'তে, বারি হ'তে উরমি যেমন,
কুণ্ডল কনক হ'তে লভি' স্বীয় বিশেষ গঠন
ধরে ভিন্ন রূপ,
নিত্য আত্মা হ'তে তথা অনিত্য এ ব্রহ্মাণ্ড উদয়,
এক সত্তা বহুরূপে নিরন্তর ক্রীড়াপর রয়,
শাশ্বত স্বরূপ।

৩

জড় যদি জীব-দেহ, উদ্দীপিত রহে নিরন্তর
আত্মালোকে; জড়-পিণ্ড অচেতন এ দেহ ভিতর
নিত্য সচেতন
আত্মা রহে সদা শুভ্র স্বচ্ছ শুদ্ধ স্ফটিকের প্রায়;
বাহ্য রুচি রঞ্জে যবে, সে রঞ্জন না পরশে তায়
তিলেক কারণ।
ভ্রান্তি-বশে নাভি-মূলে কস্তুরীর না করি' সন্ধান
যেমতি কস্তুরী-মৃগ ধরাময় ধায় অবিরাম
বাস-অন্বেষণে,

তেমতি আপনা মাঝে না নিরখি' পরমাত্ম-ধন
কেন ভ্রান্ত! ভ্রমিতেছ খুঁজি' নিতি সে নিত্য-রতন
অনিত্য ভুবনে?
মায়া-সৃষ্ট ঝঞ্ঝা-বাতে কেন পান্থ! উদ্বেল-হৃদয়?
কেন চিত্ত বিকম্পিত? আত্মা তব প্রশান্ত-সংশয়
চির-অকম্পিত;—
চিত্রের ঝটিকা-দাপে নাহি কাঁপে যেমতি সুন্দর
চিত্রাঙ্কিত দীপ-শিখা, নহে কভু প্রদীপ্ত-ভাস্বর,
নহে নির্ব্বাপিত!

৪

মিথ্যা যদি এ জগৎ, স্বপ্ন যদি নিখিল ভুবন,
কোথা হ'তে আসি' হেন ভ্রান্তি-বন্যা করিল প্লাবন
মানবের হিয়া?—
চিত্ত-মূলা এ সকলি; বদ্ধ মন মায়ার বন্ধনে,
করে শুধু 'আমি—তুমি'-বিচারণা মোহের কারণে
ভেদ বিরচিয়া!
মনের সৃজন শুধু এ জগৎ; সেই কর্ত্তা বিচিত্র ধরার;
সেই করে কর্ম্ম সদা; আত্মা দেহে রহে নির্ব্বিকার
নিষ্ক্রিয় কেবল;
অনিত্য বিষয়-পঙ্কে নিত্য-বোধ মনের প্রকৃতি,
তাই রিপু-বিলোড়িত বুদ্ধি বসি' বিচারয়ে নিতি
অহিত কুশল;
সে বিচারে দুঃখ-সুখ, পুণ্য-পাপ করিয়া সৃজন
নিজ করে গড়ে মন জন্ম জন্ম কর্ম্মের বন্ধন
পদে আপনার;—

এ বিকারে চাহ যদি একমাত্র ঔষধ ব্যাধির,
পিয়াও পীড়িত মনে জ্ঞান-সুধা আত্মা-অম্বুধির,
ঘুচিবে বিকার।

৫

মায়ার বিচিত্র লীলা! মন বাঁধা কামনা-শৃঙ্খলে;
অভ্র-লেখা ঢাকে যথা শুভ্র শশী গগন-মণ্ডলে,
অমা-নিশীথিনী
সৌধ-ধবলতা যথা মসী-লেপে নিমেষে লুকায়,
তেমতি বিমল চিত্ত করে ম্লান কৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষায়
আশা মায়াবিনী!
বাসনা-ঝটিকা রুদ্র নাজানিরে কোথা হ'তে আসি'
শান্ত হৃদি-পয়োধির সুপ্ত বক্ষে তুলে কম্পরাশি
তরঙ্গ-নর্ত্তনে;
গরজে উত্তাল সিন্ধু আন্দোলিত আথাল পাথাল,
ভাসায় বালুর বেলা, মুখরিত আকাশ পাতাল
বিফল গর্জ্জনে।
কিন্তু এ উদ্দাম ঝঞ্ঝা, অম্বুধির ক্ষুব্ধ আলোড়ন,
বাহ্য উদ্দীপনা শুধু, অভ্যন্তরে না পশে কখন;
আত্মা নির্ব্বিকার;
আন চিত্তে অনুদ্বেগ, ভাঙ্গ মোহ, মায়ার রচনা,
ওই হের জ্ঞান-ভানু টুটে ধীরে কুহক-কল্পনা,
শান্ত পারাবার!

৬

হেয়-উপাদেয়-ভেদ, অবিধেয়-বিধেয়-বিকার
পরিহরি' যবে মন নি-র্ব্বাসন হয় নির্ব্বিকার
নীরব সাধনে,
চিত্ত তদা অচিত্ততা, অচিন্ততা লভয়ে অন্তর ;
বাসনার সুষুপ্তিতে জাগ্রতের জ্বালা নিরন্তর
ঘুচে সেই ক্ষণে।
ধূলি-মুঠি জলে যথা হয় লীন মলিনতা-নাশে,
তেমতি লভয়ে চিত্ত আত্মা মাঝে বাসনা-বিনাশে
বিরতি বিলয় ;
চর্ম্ম-পাদুকায় ঢাকা পদে যথা লাগে চর্ম্মময়,
পবিত্র নিষ্কাম মনে লাগে তথা বিশ্বে সমুদয়
দ্রব সুধাময়।
কামনার বিসর্জ্জনে যে পেয়েছে আত্মার সন্ধান,
হেরে সে নিয়ত মরি এক সত্তা সর্ব্বত্র সমান
অন্তর বাহির ;
বুঝে সে—সে নহে দেহ, চিত্ত, বুদ্ধি ; সে শুধু গভীর
আত্মারূপী আনন্দের চিদ্-ঘন নিত্য-বহ নীর
অবিচল স্থির !

২১।৫।১৯০৬ বসিরহাট।

আত্মবিৎ

নহি আমি ভুমি বারি তেজ বায়ু নভ
মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় সম্ভব
স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম কলেবর। নহি আমি
অরি মিত্র ভ্রাতা বন্ধু পিতা পুত্র স্বামী
এ সংসারে কারো। নহি নারী, নহি নর ;
নাহি মম লিঙ্গমূর্ত্তি, নিত্যরূপান্তর ;
নহি পীন, নহি সূক্ষ্ম, হ্রস্ব দীর্ঘ কিবা,
নাহি বর্ষ, নাহি মাস, যামিনী বা দিবা,
নাহি আয়ু, নাহি বয়ঃ। না পারে কখন
রূপ রস শব্দ গন্ধ কিংবা পরশন
মোহিতে আমারে। নাহি মোর পরিমান,
নাহি রূপ, অবয়ব, নাহি কাল, স্থান,
নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু। আমাতে কখন
নাহি ঘটে জাগরণ সুষুপ্তি স্বপন,
সত্বরজস্তমরূপ ত্রিগুণ-শৃঙ্খল
নাহি বাঁধে, না পরশে সতত চঞ্চল
সুখ-দুঃখ, কর্ম্মচক্র ; না সম্ভবে মোরে
পাপপুণ্য, শুভাশুভ ; অবিদ্যার ডোরে
নহি বাঁধা। হাসি-অশ্রু, রোষ-অনুরাগ,
নাহি মোর লোভ, মোহ, কামনা, বিরাগ।

২

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণতার
অদ্বয় স্বরূপ আমি—আদি অন্ত যার
নাহি কোথা। ধ্যান-গম্য মহাবিদ্যা মম
স্থানাতীত কালাতীত নির্গুণ নির্ম্মম
আমারি সত্তার মাঝে নিগূঢ় নিলীন।
রূপাতীতা সে চিন্ময়ী, রচি' রাত্রি-দিন
নিত্য নব নব ভাবে সে আনন্দ মম
আস্বাদিতে, প্রকটিতে লীলা গুহ্যতম,
অফুরন্ত ক্রীড়া-রসে হইতে মজ্জিত,
আমা হ'তে আপনারে করিয়া খণ্ডিত
অর্দ্ধনারী-মূরতি ধরিল; অবশেষে
শক্তিরূপা মায়াময়ী প্রকৃতির বেশে
বাহিরিয়া, উপগমি' একাংশে আমার,
করি' সত্বরজস্তম ত্রিগুণ সঞ্চার,
প্রসবিল হিরন্ময় গর্ভ হ'তে তার
মহাশূন্য ব্যোম মাঝে সদা ভাসমান
জ্যোতির্ম্ময় তেজশ্চক্রে পরিঘূর্ণ্যমান
কোটি কোটি ব্রহ্ম-অণ্ড, বায়ু-বারি-ভূমে
ক্রমিক-বিকাশ-পর, মন-বুদ্ধি-ধূমে
আচ্ছন্ন, কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল-কলেবর
পঞ্চীকৃত জীবপুঞ্জে পূর্ণ নিরন্তর।
লীলা লাগি' এই বিশ্ব করিয়া সৃজন
এক আমি বহু রূপ করেছি ধারণ
বহু ভাবে আপনারে করিতে আস্বাদ।

সুখ-দুঃখ, আশা-তৃষা, হরষ-বিষাদ
বিরচিত আমারি সে চিদানন্দরসে,
ভুঞ্জিবারে নানা ভাবে বহুল পরশে
আত্ম-রতি। সর্ব্বভূতে মরুতের প্রায়
মুক্ত প্রবাহিত আমি। আবরিত-কায়
বহ্নি যথা রহে শুষ্ক-অরণী ভিতর,
অথবা সলিল-কণা মেঘ-অভ্যন্তর,
তৈল যথা তিল মাঝে, ঘৃত যথা ক্ষীরে,
কুসুমে সৌরভ যথা, মধু দুগ্ধে নীরে,
ফলের ভিতরে যথা রসের সঞ্চার,
সেই মত সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন-আকার
রহি আমি সুনিগূঢ়। অনন্ত অক্ষর
আমি মহাচিৎ-সিন্ধু ; সৃজন-লহর
উপজিত উল্লসিত ক্ষণ-ক্রীড়াপর
দুদণ্ড করিছে খেলা আমারি ভিতর,
আবার আমারি মাঝে হ'তেছে বিলীন ;-
আমি কিন্তু হ্রাস-বৃদ্ধি-জন্ম-মৃত্যু-হীন।

৩

পাপ-পুণ্য, শুভাশুভ, হেয়-উপাদেয়,
চিত্তের এ দ্বৈত-ভাব ভ্রান্তি-নামধেয়
সুকঠিন লৌহ-পাশ, সুবর্ণ-শৃঙ্খল,
বাঁধিতে জীবের চিত্ত বিকল চঞ্চল
মায়ামোহে। অবরোধি' ইন্দ্রিয় নিচয়
বাহ্য আকর্ষণ হ'তে, কর, কর লয়
সূক্ষ্মে স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম কারণ-শরীরে,

কারণ অব্যক্ত মাঝে, চৈতন্যের নীরে
শেষে সে অব্যক্ত মায়া। কর, কর দূর
মম-ভাব, আন চিন্তা নির্ম্মম-মধুর
চিত্ত মাঝে, চৈতন্যের সুধা কর পান,
সর্ব্ব ভুলি' আপনারে করহ সম্মান।
আত্ম-পূজা সার পূজা এ বিশ্ব মাঝারে,
আত্মবিৎ সর্ব্ববিৎ জানিয়ো সংসারে।

৪

ওরে জীব! তোর দেহে কর্ জাগরিত
কুল-কুণ্ডলিণী ফণী। নিদ্রা-নিমীলিত
আছে সে নাগিনী পৃথ্বী-মূলাধারে তোর,
স্বয়ম্ভু শিবেরে ঘিরি'। করি' যোগ ঘোর
জাগা'য়ে সে ভুজঙ্গীরে, কর উত্তোলিত
পৃথ্বী হ'তে বারি-পুরে, করি' নিমজ্জিত
ধরণী সলিল মাঝে; নীর-পুরী হ'তে
তোল সেই সাপিনীরে বহ্নি-লোক-পথে,
দহি' সে উদক-চক্র বহ্নির শিখায়;
লহ ক্রমে ঊর্দ্ধ পথে সমীর-সীমায়,
অনিলে অনল-জ্বালা করি' নির্ব্বাপিত,
আরো ঊর্দ্ধে ব্যোম-চক্রে করহ স্থাপিত
সে ভুজগে, বায়ু-ধাম শূন্যে করি' লয়;
তারপর ধীরে ধীরে করিয়া আশ্রয়
মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারে, করিয়া বিলয়
একে একে সে সবারে, সহস্রার ভেদি'

লহ কুল-কুণ্ডলীরে যথা আত্ম-বেদী
হংসাসন অবস্থিত ওঙ্কার-ঝঙ্কৃত।
তথা যবে উত্তরিবে নির্ম্মোক-নিষ্কৃত
সর্পী-রূপা মহাবিদ্যা পরমা প্রকৃতি
পরম পুরুষ পাশে, অনিত্যের ধৃতি
সহসা পাইবে লোপ, মায়ার বিকার
হবে সাঙ্গ, অকস্মাৎ ব্রহ্মাণ্ড অপার
স্বপ্ন সম ভেঙ্গে' যা'বে সত্য-প্রকটনে ;
দেখিতে দেখিতে দোঁহে পরস্পর সনে
মিশিবে পুরুষ নারী অঙ্গে অঙ্গে মরি !
আর না রহিবে কিছু ; সর্ব্ব কাল হরি'
কাল-হীন স্থান-হীন ভেদ-হীন রূপে
আত্মা শুধু র'বে শুদ্ধ চিন্ময়-স্বরূপে।

১০।৬।১৯৬ বসিরহাট

অদ্বৈতানুভূতি

মহাশূন্য অখণ্ডিত নভ যথা খণ্ডিতের মত
ঘটে পটে বিভিন্ন আকার,
নিরুপাধি অবিচ্ছিন্ন আত্মা তথা মায়া-উপগত
ধরে ভিন্ন বহুল বিকার।

২

নেহারি' গগন-পটে মেঘমালা চৌদিকে ধাবিত
ভাবে মূঢ় চন্দ্র বুঝি ধায় ;
তেমতি অজ্ঞান জীব হেরি' চিত্ত সদা বিচলিত
চঞ্চলতা আরোপে আত্মায়।

৩

শশী-প্রতিবিম্ব যথা আন্দোলিত সরসীর জলে
বিকম্পিত হেন জ্ঞান হয় ;
বিচলিত চিত্ত মাঝে চিদাভাস যবে মৃদু দোলে,
কাঁপে আত্মা হেন মনে লয়।

৪

গগনের এক ভানু নানা সরে হইয়ে বিম্বিত
ধরে বহু ভানুর আকার ,
এক আত্মা মায়া-বশে নানা চিত্তে হইলে ফলিত,
বহু রূপ দেখায় তাহার।

৫

মেঘ-যোগে বারি যথা ধরে স্থূল করকা-আকার,
গলে যবে, নীর না লুকায় ;
মায়া-যোগে আত্মা তথা ধরে এই প্রপঞ্চ-বিকার,
টুটে যবে, আত্মা না ফুরায়।

৬

বহু-বর্ণ-মণি-যোগে স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিক যেমন
নানা রুচি করয়ে ধারণ,
পঞ্চকোষ-সহযোগে শুদ্ধ সত্তা আত্মাও তেমন
হয় কোষ-গুণের ভাজন।

৭

মণিগুলি একে একে কেহ যদি দূরে ল'য়ে যায়,
শুভ্র যথা স্ফটিক আবার,
কোষ-মুক্ত হয় যবে আত্ম-জ্ঞানে আত্মা পুনরায়,
জাগে পুন নির্গুণতা তার।

৮

বিম্বিত তপনে যথা নীরগুণ নাহিক পরশে,
ভানু-করে জল-রবি ভায় ;
বুদ্ধি-ভাত চিদাভাসে কামনাদি দোষ নাহি পশে,
আত্মা পুন দীপ্ত করে তায়।

৯

দুগ্ধের সংযোগে যথা বারি ধরে দুগ্ধের আকার,
আত্মা-যোগে জীবের চেতনা
নীরস অয়স যথা বহ্নি-তাপে দীপ্ত বার বার,
চিদাত্মায় বিশ্ব-উদ্দীপনা।

১০

এক সূত্রখণ্ডে যথা নানা পুষ্পে মালিকা রচন,
ঝরে ফুল, সূত্র তবু রয় ;
একাত্মে তেমতি গাঁথা দেহত্রয় স্থূলাণু-কারণ,
দেহ মরে, আত্মা সে অক্ষয়।

১১

আত্মা নহে স্থূল দেহ জন্মজরাভয়মৃত্যুময়,
রস-মিশ্র ইন্দ্রিয় ত নয়,
নহে আত্মা মন, বুদ্ধি, পঞ্চ প্রাণ, অহঙ্কার নয়,
এ সবার অতীত সে হয়।

১২

হর্ষ- শোক, রাগ-দ্বেষ,—বুদ্ধি যবে রহে জাগরিত,—
চিত্ত মাঝে হয় রে উদয় ;
সুষুপ্ত হইলে বুদ্ধি, এ সকলি হয় নির্ব্বাপিত,
চিদানন্দে ঘটে বুদ্ধি-লয়।

১৩

ঘট-বদ্ধ নভ যথা ঘট-নাশে আকাশে মিশায়,
দেহ-নাশে জীবত্বের লয় ;
জলে জল, নভে নভ, তেজে তেজ যখন মিলায়,
ব্রহ্ম রূপে আত্মার উদয়।

১৪

জনম জনম ধরি' ভ্রমে দেহী যোনিতে যোনিতে,
কর্ম্ম-পাশ বিরচে বন্ধন ;
সকাম-করম-নাশে বাসনার বিনাশ সহিতে
সে বন্ধন হয় রে মোচন।

১৫

বাসনার অবসানে কর্ম্ম শেষে যাহা অবশেষ,
সেই আত্মা চিদানন্দময় ;
কর্ম্ম-চক্রে না ঘুরে সে, ফল-ফাঁশ নাহি পরে লেশ,
নিষ্ক্রিয় সে নির্ব্বিকার হয়।

১৬

ভুজঙ্গে নির্ম্মোক যথা নহে অঙ্গ, শুধু আবরণ,
জীর্ণ হ'লে করে পরিহার ;
স্থূলাদি শরীরত্রয় আত্মার সে ছদ্ম আচ্ছাদন,
হ'লে ম্লান, নাহি পরে আর ;

১৭

সত্ত্ব-রজ-স্তমরূপী গুণত্রয় নহে সে আত্মার,
মূর্ত্তি নহে ব্রহ্মা হরি হর ;
স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণজ দেহত্রয় নহে দেহ তার,
তিন লোকে নাহি তার ঘর।

১৮

সুপ্তি স্বপ্ন জাগরণ ভাবত্রয় নাহিক তাহার,
নাহি করে সৃষ্টি স্থিতি লয় ;
ত্রিতয় অতীত সে যে, তুরীয়তা স্বরূপ তাহার,
নিরঞ্জন, আনন্দ-আলয়।

১৯

বাহ্য সুখ পরিহরি', আসক্তিরে করিয়া বিনাশ,
জীব যবে হয় অন্তর্মুখ,
ঘটস্থ প্রদীপ মত আত্মালোক হয় স্বপ্রকাশ,
আস্বাদয়ে চিদানন্দ-সুখ।

২০

দীপ যথা জড়ময় ঘটপট করয়ে প্রকাশ,
ঘটপট দীপে না ফুটায়,
তেমতি চিন্ময় আত্মা এই বিশ্ব করয়ে বিকাশ,
আত্মা কভু তাহে নাহি ভায়।

২১

যার ভাতি বিভাতয়ে সূর্য্য সোম গগনমণ্ডলে,
রবি শশী না বিকশে যায়,
স্থাবর জঙ্গম জড় উদ্ভাসিত যার অংশু-বলে,
দীপ্ত পুন না করে যাহায়,

২২

মহৎ হইতে যেবা মহীয়ান্ পশে সর্ব্বভূতে,
এ বিশ্বের বিরাট শরীরে,
অণু হ'তে অণীয়ান্ হ'য়ে যে বা অণুতে অণুতে
রহে পশি' ভিতরে বাহিরে,

২৩

অনণু অস্থূল অজ নিত্য শুদ্ধ যে বা কালাতীত,
নাহি যার মুকতি-বন্ধন,
চক্ষু-কর্ণ-পাণি-পাদ-হীন যে বা সকলি বিদিত,
দেহ-ভেদে না হয় হনন,

২৪

অ-নুচ্ছিষ্ট অ-স্বাদিত অভুক্ত যে' একক অদ্বয়,
অনুভব না হয় যাহার,
ওরে ভ্রান্ত! ওরে মূঢ়! তুই সেই আত্মা চিন্-ময়,
জীবে শিবে ভেদ কোথা আর!

১০।৬।১৯০৬ বসিরহাট।

বস্তু-বিচার

গুরু। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়নিকর,
কিংবা স্থূল জড় দেহ, নিতান্ত নশ্বর,
নহে নহে বৎস ! তব স্বরূপ কখন।
তুমি আত্মা নিরুপাধি নিত্য নিরঞ্জন
নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিকার নির্লেপ নির্ম্মল
অদ্বয় অনঙ্গ অজ অখণ্ড অকল
চিদানন্দ এক সত্ত্বা বহুতার মাঝে ;
রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ তোমারে কি সাজে ?

শিষ্য। উপকাবে অনুরাগ, দ্বেষ অপকারে,
মানব-স্বভাব তাত ! সতত সংসারে।
বিষয়ে বিরাগ রাগ জীবের প্রকৃতি
চিরন্তন ; আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিতি
শুভাশুভ-সমুদ্ভূত সুখ-দুঃখ দানে ;
নরের স্বভাব যাহা বিধির বিধানে,
কেমনে তা' হ'বে দূর ?

গুরু। প্রজ্ঞার নয়ানে
কার অপকার আগে দেখ বিচারিয়া,
বিদ্বেষ না র'বে আর। আত্মারে ছাড়িয়া
পঞ্চভূতময় যেই দেহমাত্র রয়,
অচেতন জড় সে ত। সুখদুঃখচয়
আত্মার সন্নিধি হেতু করে অনুভব

যেই তনু, আত্মাভাবে জ্ঞানশূন্য শব
রহে সেহ ; ফেরু যদি করয়ে ভোজন,
কিংবা যদি তিলে তিলে দহে হুতাশন,
নারে সে জানিতে কভু। কহ বা কেমনে
আত্মালোক-বিরহিত হেন অচেতনে
সংঘটয়ে উপকার কিংবা অপকার ?
দেহের অতীত পুন আত্মা যে তোমার,
নাহি তার সুখ-দুখ, জনম-মরণ,
আপনাতে পরিপূর্ণ নিত্য নিরঞ্জন
সৎ-চিৎ-আনন্দ-বিগ্রহ। ছিন্ন হয়
দেহ যদি, সে আত্মার নাহি সংঘটয়
অপকার কদাচন, না হয় যেমন
গৃহ-স্থিত গগনের বিনাশ কখন
গৃহ-দাহে। আত্মা নারে হানিতে কাহারে,
হনন করিতে কেহ আত্মারে না পারে
বিশ্ব মাঝে। নাহি যদি ঘটে অপকার
জড় কিংবা চেতনের জগৎ মাঝার,
কহ, তাত, অপকার ঘটয়ে কাহার ?

শিষ্য। অপকার নাহি যদি দেহ বা আত্মার,
দুঃখ তবে নাহি ভুঞ্জে তারা। না বিহরে
দুঃখ যদি আত্মা কিংবা দেহের ভিতরে,
সাক্ষাৎ এ দুঃখ-ভোগ ঘটে তবে কার ?
আছে কি অপর কেহ এ দেহ মাঝার
দুঃখ-ভাগ করে যে গ্রহণ ?

গুরু। না পরশে
দুঃখ কভু দেহাত্মায় ; শুধু মায়া-বশে
বিমোহিত হ'য়ে জীব করে অভিমান
'আমি সুখী আমি দুঃখী' বলি'। স্থির জান :—
রাগ-দ্বেষ-সমাকুল জগৎ-সংসার
অবিদ্যা-রূপিনী মায়া রচে অনিবার
ভ্রান্তির কুহকজালে ; করে বিজড়িত
চরাচর তাহে পুন ; জীবের জীবনে
সে বিচিত্র মায়া মরি পশে জন্ম সনে
কামনার বীজ রূপে ; হ'য়ে অঙ্কুরিত
মুকুলিত কুসুমিত ক্রমশ ফলিত
বিরচয়ে কর্ম্ম-চক্র, নিষ্পেষণে যার
প্রপীড়িত জীবকুল। কিন্তু জেনো সার—
সে বন্ধন বাঁধে শুধু মানস চঞ্চল,
আত্মা সে স্ফটিকবৎ রহে নিরমল
স্বচ্ছ শুভ্র। পড়ে যদি সম্মুখে তাহার
রক্ত পুষ্প, সে রঞ্জিমা রঞ্জে বাহ্য তার,
স্ফটিকের বর্ণ তাহে নহে বিবর্ত্তিত ;
তেমতি জীবের আত্মা না হয় রঞ্জিত
বুদ্ধীন্দ্রিয়গুণে কভু সামীপ্যকারণ,
কেবল স্বপন-ধর্ম্মী বিচঞ্চল মন
ধরি' সে বিকার ভুঞ্জে হইয়ে বিকল
সুখ-দুঃখ-রূপ স্বীয় করমের ফল।
জীব যবে মৃত্যু পরে করয়ে গ্রহণ
নব জন্ম, অনুসরে সে নব জীবন

।-জন্ম-সংস্কার বাসনা-নির্ম্মিত।
এই রূপে জীবকুল হ'তেছে ধাবিত
জন্ম জন্ম, করি' মনে কামনা সঞ্চয়,
যাবত না ঘটে বিশ্বে মহান্ প্রলয়।
কিন্তু যে বা এ সংসারে হয় বিচক্ষণ,
বিচারে সে পাপপুণ্য করি' বিসর্জ্জন
বাসনা-বিলয়ে শান্তি করে উপার্জ্জন।

শিষ্য। না বুঝিনু কিছু। প্রভু! দেখি এ সংসারে
স্বষ্টির প্রথম হ'তে জগৎ মাঝারে
আছে পাপ-পুণ্য-ভেদ, উন্নতি-সোপান ;
পুণ্য হ'তে ঘটে সুখ, পাপের বিধান
জীব-দুঃখ ; পুণ্য যে বা করয়ে সঞ্চয়,
লভে কীর্ত্তি ধরাতলে, সুখের উদয়
জন্মান্তরে ; পাপ-কর্ম্ম ক্ষণ-সুখ-শেষে
ইহ কিংবা পর জন্মে মহাদুঃখবেশে
দেখা দেয়। দোঁহে কেন করিব বর্জ্জন ?

গুরু। জনম-বন্ধন ভবে পাপের বন্ধন
নহে শুধু, নহে শুধু দুঃখ তার মূল ;
সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, শ্বেত কৃষ্ণ ফুল
কর্ম্ম-বিটপির। রাত্রি, দিবা যথা পরস্পরে
আছে বাঁধা, সেই মত সদা অনুসরে
সুখদুখ, শুভাশুভ, আলোছায়া সম ;
পুণ্য সে পাপেরি মত, সুখ দুঃখ সম
বাসনা-রচিত ভবে। মিথ্যা এ জগৎ
স্বপ্ন যদি, পাপ পুণ্য দোঁহে স্বপ্নবৎ

চঞ্চল নিষ্ফল জেনো। স্বর্গ-কামনায়
পুণ্য-কর্ম্ম করি' জীব স্বর্গে যদি যায়
ভুঞ্জিতে স্বরগ-সুখ, সুখ-অবসানে
কাম-মূল কর্ম্মবশে জনম-সোপানে
অবতরি,' নব দেহ ধরি' পুনর্ব্বার
করে কর্ম্ম নানা মত ; এই রূপে তার
কর্ম্ম-পাশ না হয় ছেদন ; বারম্বার
ভুঞ্জে ফল কর্ম্ম-অনুযায়ী। চাহ যদি
টুটিতে বন্ধন হেন, বৎস ! নিরবধি
কর সঙ্গ বিসর্জ্জন, বাসনা বর্জ্জন,
ছিন্ন কর মায়া-পাশ, জনম-মরণ
দূরে ফেলি' পরা শান্তি কর উপার্জ্জন।
চঞ্চল পত্রান্তস্থিত বারির মতন
অনুক্ষণ ক্ষরে আয়ু ; অলীক স্বপন
ভঙ্গুর বিষয়-সুখ, তবু অভিমান
সহজে না ছাড়ে জীব ; মায়া-মুগ্ধ প্রাণ
সংসারের অসারতা না করে দর্শন :
ভাবে সে—নাহিক পার ভোগের কথন,
জীবনের নাহি শেষ। ভাবনার সনে
ফুরায় জীবন-আয়ু ; অবিদিত ক্ষণে
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কাল-ভুজঙ্গম
আসিয়ে অন্তিকাগত মণ্ডূকের সম
করে গ্রাস জীব-দেহ। অহো কি যন্ত্রণা !
পুন এক জন্ম গেল, না হ'ল সাধনা
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সম। সূক্ষ্ম দেহ তার

জননী-জঠরে পুন আসিয়া আবার
ভুঞ্জয়ে কত না ক্লেশ জরায়ু ভিতরে;
অস্থি-যন্ত্র-নিষ্পেষণে সূতি-বায়ু-ভরে
মেদ-রক্ত-পরিপ্লুত স্থূল দেহ তার
পড়ে বেগে ধরা-পৃষ্ঠে মাংস-পিণ্ডাকার
কুক্ষি-পথ হ'তে। কিন্তু পুন সেই কালে
জড়িত হইয়ে মরি মহামায়া-জালে
ভুলে গর্ভ-বাস-দুখ! ক্রমে হৃদি তার
যৌবন-বিকাশ সনে করে অধিকার
কাম-রিপু, তৃষ্ণা-বিষ, আশা মায়াবিনী;
মুগ্ধ করে চিত্ত তার বাসনা-নাগিনী;
অমনি করে সে কর্ম্ম পাপ-পুণ্যময়
দেহের ভোগের তরে। তৃষিত হৃদয়
কিছুতে না পায় তৃপ্তি। জন্ম জন্মান্তর
এই রূপে চলি' যায়। সুখ-কামী নর
বিফল বিষয় সেবি' না পায় কখন
নিষ্কৃতি জনম হ'তে। বন্ধন-মোচন
চাহ যদি, আত্ম-যোগে করহ নিশ্চয়—
তুমি আত্মা সাক্ষীরূপী; ফলভোগী হয়
যেই দেহ, সে ত নহে স্বরূপ তোমার।
সমাহিত করি' চিত্ত ভাব বার বার:
কামনা বাসনা আদি দেহের বিকার
আনে মাত্র, পরশিতে না পারে তোমায়।
সেই জ্ঞানে বাসনাদি ত্যজি' এ ধরায়
সকাম করমরাজি কর বিসর্জ্জন;

আরোহিয়া মোক্ষ-পথ সাধো অনুক্ষণ
কায়মনে কি বচনে কামনা-বর্জ্জিত
পাপপুণ্যাতীত কর্ম্ম, হইবে স্খলিত
জনম-শৃঙ্খল তব, তাহে সুনিশ্চিত।

শিষ্য। তব আশীর্ব্বাদে দেব! স্বরূপ কিঞ্চিত
বুঝিনু অন্তরে। কিন্তু এ চঞ্চল মন
একেবারে কামনারে দিতে বিসর্জ্জন
সহজে না চায় তাত! সহজ উপায়
কহ মোরে, যাহে চিত ভুলি' আপনায়
নিষ্কামনা-শূন্য-পথে হ'বে অগ্রসর।

গুরু। এ পন্থা নহে রে শূন্য, পূর্ণ নিরন্তর
অহেতু-আনন্দ-রসে। কর অবধান—
যে সুখের রহে হেতু, স্বপন সমান
ক্ষণিক অলীক সে ত। ভাবহ অন্তরে:
মায়ারি জগৎ যদি, মায়া চরাচরে
আনে হেন মিথ্যাভান,—আছে একজন,
যাহারি হয় সে মায়া, যে বা অনুক্ষণ
মায়ার অতীত রহে। পুন ভাবো মনেঃ
মায়ার প্রপঞ্চ ইহ রহিত কেমনে,
সে যদি মায়ার মাঝে চৈতন্য আপন
না মিশা'ত? দ্বৈতভাবে করহ ধারণ
চিত্ত মাঝে চিত্র তাঁর—যাঁহার স্বরূপ
অনাদি, সবার আদি, ধরে যাঁর রূপ
মায়িক ব্রহ্মাণ্ড-মূর্ত্তি, যিনি অ-কারণ,
সবার কারণ পুন। ভাবি'—এ ভুবন,

স্ুতাসুত জায়া আদি আত্মীয় স্বজন,
পাপপুণ্য, সুখদুখ, সকলি তাঁহার,
কর দূর মম-ভাব, মূঢ় অহঙ্কার।
তাঁ'হ'তে সকলি ভাবি', তাঁহারি চরণে
শুভাশুভ-ফলাফল-সর্ব্ব-সমর্পণে
কর আত্ম-নিবেদন ; চিন্ত বার বার—
সর্ব্ব-কর্ম্ম-কর্ত্তা তিনি, তুমি হস্ত তাঁর ;
তিনি বিশ্ব নিয়ামক, তুমি নিয়মিত।
ক্রমশ কামনা তাহে হ'য়ে বিসর্জ্জিত
উদিবে নির্ভর-ভাব পরিপূর্ণতার।
তার পর ধীরে ধীরে অন্তরে তোমার
পরা ভক্তি সমুদিবে। ক্রমে আত্ম-জ্ঞান
স্ফুরিবে হৃদয়ে তব, হ'বে অবসান
দ্বৈত-বোধ। সবিস্ময়ে বুঝিবে তখন—
সেই পরাবর হ'তে নহ ত কখন
ভিন্ন তুমি ; পূজিয়াছ তাঁহারি পূজায়
আপনারে। নেহারিবে প্রত্যক্ষ তাঁহায়
আপনাতে। সেই ক্ষণে ঘুচে' যা'বে তোর
দ্বৈতাদ্বৈত-দ্বন্দ্ব-ভাব, র'বে তুমি ভোর
নিরবধি আনন্দের সমরস-পানে।

শিষ্য। আশীর্ব্বাদ কর—যেন উঠি সে সোপানে।

১৬।৭।১৯০৬ বসিরহাট।

আত্ম-পূজা

গুণ বা অ-গুণ রতি বা বিরতি কিঞ্চিৎ নাহি যা'য়,
বিশ্ব বা ব্যোম সূর্য্য বা সোম যাহার কিরণে ভায়,
বিকল্প-হীন বর্ণ-বিহীন মানস-অতীত যে বা,
নিখিলের স্বামী সেই শিব তুমি, কাহার করিবে সেবা ?

২

নহ ত শিষ্য, নাহি গুরু তব, আপনি আপনা জান,
ধরম করম সকলি ভরম, পরম আপন জ্ঞান।
নাহি আবাহন, নাহি নিবেদন, অরপণ পুন নাই,
মন্ত্র তন্ত্র নাহি পূজা যপ, হে জীব ! তুমি যে তাই !

৩

চিন্তা নাহিক, চিত্ত মায়িক নহে রে স্বরূপ তোর ;
কাহার ধেয়ানে লভিবে সমাধি ? আপনাতে রহ ভোর।
অন্ত মাঝার আদি নাহি যার, নাহিক আপন পর,
শূন্যসমান পূর্ণ মহান্ তুমি সে পুরুষবর।

৪

কামাতীত তুমি, কামনা কোথা রে ? নিসঙ্গ, কোথা সঙ্গ ?
মনের অতীতে কোথা মলিনতা ? রঙ্গ-বিহীনে রঙ্গ ?
তোমা বিনা যবে নাহি কিছু, তবে কেমনে এক বা দ্বন্দ্ব ?
দিক্-কালাতীত তোমাতে কেমনে নিতি বা অনিতি ছন্দ ?

৫

ধ্বনিরূপরস গন্ধপরশ বিষয়-বিবশ নহ,
কেমনে কামনা বাসনা যাতনা পীড়িবে তোমারে কহ ?
নাহি মাতা পিতা জায়া সুত সুতা জনম মরণ মন,
কেন রে আকুল ? নাহি মোহ-ভুল, তুমি যে নিরঞ্জন !

৬

জীব-প্রপঞ্চ মায়ারি রচনা, তোমার বিকার নয়,
ষড় রিপু আর বিষয় পঞ্চ তোমাতে নাহিক রয়।
নাহি উল্লেখ, নাহি নাম রূপ, নাহিক উপাধি তোর,
সুপ্তি স্বপন নাহি জাগরণ, আনন্দে রহ ভোর।

৭

ইহ সংসার কুহকী মায়ার বিস্তৃত লতাজাল ;
সে শুধু জীবের বন্ধন-ডোর, কুসুম-রচিত মাল।
কান্তা-কনক রচিছে কুহক কুহকিনী মায়া অই,
ভুলো না কুহকে, ভাঙ্গ তা পলকে, কেহ নাই তোমা বই।

৮

তোমারি প্রকৃতি, ল'য়ে রজকণা বাঁধি' বিচিত্র গেহ,
সূক্ষ্ম কারণ সুস্থূল পুন গড়িয়াছে এই দেহ।
গুণাতীত তুমি কূটস্থ সদা আনন্দ-রস-রূপী,
সগুণা প্রকৃতি তোমারি লীলায় ভ্রমে যেন বহুরূপী !

৯

জীবের আকারে গড়ি' আপনারে আপনি করিছ খেলা,
পিতা মাতা সুত পতি সতী হ'য়ে বসায়েছ ভব-মেলা।
সম্বরি' পুন লহ আপনারে, ভাঙ্গিবে সে খেলাঘর,
জলেরি গোলক জলে মিশাইবে ; তুমি ইহ, তুমি পর।

১০

পুণ্য বা পাপ নিঃশ্বাসে উড়ে জ্ঞান-ঝঞ্ঝায় তব,
আনন্দ-নীরে ধর্ম্মাধরম ধৌত করহ সব।
জনম-করম করিতে দহন জ্বলন-স্বরূপ তুমি,
দুঃখ-বাড়ব অনল ধরিতে অগাধ সিন্ধু তুমি।

. .

দহন পবন অবনী গগন সলিল নহ ত তুমি,
বিশাল বিশ্ব হ'তেছে দৃশ্য তোমার ত্রিগুণ চুমি'।
অণুতে মহতে পশিয়াছ তুমি, তোমাতে কেহ না পশে,
ভিতরে বাহিরে তুমি আছ ঘিরে' আনন্দ ঘন-রসে।

১২

কেন রে কেন রে কাঁদিছ এত রে? নাহি রে মরণ-জরা;
কেন এ রোদন, নাহি রে যখন তোমার জনম-কারা?
কুরূপ ভাবিয়ে কেন ম্লানমুখ? রূপ যে নাহিক তোর;
গেল যৌবন, ভেবনা তা বলি', তোর নাহি বয়-ডোর।

১৩

সুখ না মিলিল, তাহে কি আকুল? নহ সুখ-ভোগী মন;
রিপুর পীডনে পীড়িবে কেমনে ইন্দ্রিয়-হীন জন?
'কাম্য কোথা রে' বলিয়ে কেঁদনা, কামনা নাহিক তব,
লুব্ধ কেন রে বিচর ভুবনে? লোভে নাহি অভিভব।

১৪

ঐশ্বর্য্য তরে কেন রে পাগল? নাহি বৈভবভূমি;
বনিতা বিহনে কেনরে কাঁদিছ? নারীনর নহ তুমি।
নহ তুমি পাপী, নহ গো অপাপী, বন্ধনে নহ মুক্ত;
হেয় উপাদেয় বিধেয়াবিধেয় নহ হিতাহিত-যুক্ত।

১৫

সহজ সরল তুমি নিরমল
অচল গগনোপম ;
নহ ত উজল, নহ অনুজল,
অঙ্কিত দীপ সম।
সাক্ষীস্বরূপ তুমি জগতের,
পরশিতে নারে ভব ;
সংবিদ্ রূপ সমরস তুমি,
তোহে সঞ্চিত সব।

১৫।৬।১৯০৬ বসিরহাট

আত্ম-দীপিকা

মুক্তি যদি চাহ জীব! বিষবৎ ত্যজহ বিষয়,
সারল্য সন্তোষ দয়া সত্য ক্ষমা করহ আশ্রয়,
জ্ঞান-সুধা কর সদা পান ;
একমাত্র দ্রষ্টারূপে সাক্ষীরূপে না ভাবি' আপনা,
বিষয়ের ভোক্তা বলি' আপনারে কর যে ধারণা,
বন্ধনের সেই ত সোপান।
অহঙ্কার, কৃষ্ণঅহি, চিত্ত তব করে'ছে দংশন,
বিষের বিকারে তাই 'আমি কর্ত্তা' ভাবি' অনুক্ষণ
মুহুর্মুহু জ্বলিছে হৃদয় ;
নহ কর্ত্তা, নহ ভোক্তা, হেন জ্ঞান জাগাও অন্তরে,
সে বিশ্বাস-সুধা-পানে কি আনন্দ পরাণে সঞ্চরে,
বাসনার জ্বালা নাহি রয়!

দেহেরে পৃথক করি' একবার চিদাত্মায় যদি
স্থাপন করিতে পার আপনারে, তাহে নিরবধি
আনন্দের হইবে ক্ষরণ ;
লভিবে পরমা শান্তি, থেমে' যা'বে কর্ম্ম-কোলাহল,
বন্ধনে হইবে মুক্ত, জন্মমৃত্যু হইবে অচল,
ঘুচে' যা'বে মায়ার স্বপন।

২

এই যে বিপুল দুঃখ, তীব্র শোক, ভুবন ভরিয়া,
অহর্নিশ দহিতেছে, জীব, তব দেহ মন হিয়া,
সে যে তোর মনেরি রচনা !
সুখ-দুঃখ-শোক-হর্ষ-পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড বিশাল
অ-লিপ্ত তোমারি মাঝে অ-মিশ্রিত রহে সদাকাল,
পদ্ম-পত্রে যথা নীর-কণা।
শরীর-নরক-স্বর্গ-পাপ-পুণ্য-করম-শৃঙ্খল
মায়া-মুগ্ধ মনে তোর কল্পনার বিকার কেবল,
নিশা-স্বপ্ন যেমতি নশ্বর।
তুমি আত্মারূপী সিন্ধু অন্তহীন তরঙ্গ-বর্জ্জিত,
সহসা উত্থিত তাহে চিত্ত-বায়ু কল-কল্লোলিত
রচে কত ভুবন-লহর ;
তদুপরি দেহ-তরী ভাসাইয়া চলে জীবগণ,
কামনার ঘূর্ণীপাকে পুন তাহা হয় রে মগন,
লভে জীব তরণী নবীন ;
এই রূপে উঠে খেলে ডুবে পুন সৃজন-লহরী
বার বার, ওরে জীব, সেই তোর চিৎ-সিন্ধু'পরি,
তুই কিন্তু হ্রাস-বৃদ্ধি-হীন।

৩

মুক্তি-কামী মুক্ত ভবে, সদা-বদ্ধ বন্ধ-অভিমানী,
এ জগতে গতি সদা রহে জানি' মতি-অনুগামী,
পরিহর দেহ-অভিমান ;
সংসার বাসনামাত্র ; যতকাল বিষয়-বাসনা
বিন্দুমাত্র চিত্ত ধরে, কাম্যাভাবে করয়ে শোচনা,
সুখে হাসে, দুখে কাঁদে প্রাণ,
চায় হেয় বিবর্জ্জিতে অন্তরের বিদ্বেষকারণ,
অনুরাগে উপাদেয় চাহে পুন করিতে ধারণ,
ততকাল বন্ধনের পাশ ;
চিত্ত যবে নাহি বাঞ্ছে, হর্ষশোক না করে যখন,
ভালমন্দ শুভাশুভ নাহি করে গ্রহণবর্জ্জন,
নাহি পরে সুখ-দুখ-পাশ,
তখনি ঘটয়ে মুক্তি। বন্ধ-মূল বস্তু-অনুরাগ,
সে বন্ধন টুটি' পুন আনে মুক্তি বিষয়-বিরাগ,
ইন্দ্রজাল নাহি আর রয় ;
যতক্ষণ 'আমি-আমি', ততক্ষণ মনের বাসনা,
আমিত্ব ফুরা'লে পরে নাহি রয় তিলেক কামনা,
স্বাধীনতা হয় রে উদয়।

৪

এ সংসারে সেই ধীর, আত্মবিৎ,—ভুঞ্জি' যে জীবনে
সহস্র বিলাসলীলা বিচলিত আপনার মনে
নাহি হয় তিলেক কারণ ;
অভিলাষ পরিহরি' ভব মাঝে ভোগ-লীলা করে,
মৃত্যু-আলিঙ্গন সম নির্ব্বিকার হৃদয়েতে ধরে
সানুরাগা নারী-পরশন ;

সহস্র পীড়নে যার চিত্ত রহে স্থির অচঞ্চল,
স্তুতি-নিন্দা-রাগ-দ্বেষে নহে তুষ্ট, না হয় বিকল,
সর্ব্বত্র যে হেরে আপনারে ;
অপরের দেহ সম দেখে যে বা দেহ আপনার,
তনু হ'তে ভিন্ন বলি' নিজেরে যে করয়ে বিচার,
জীবে শিবে অভেদ নেহারে।
বাহ্য ধূম ধরি' বুকে নিরমল গগন যেমন
বিন্দুমাত্র কলঙ্কিত কলুষিত না হয় কখন,
সেই মত হেন আত্মবিতে
মরতের পাপ-পুণ্য পরশন কভু নাহি করে ;
এ হেন নিষ্কাম-ভোগী যোগী সনে তুলনা কি ধরে
সকাম সম্ভোগ যার চিতে ?

৫

অনন্ত গগন সম ওহে জীব! তুমি যে অসীম,
সীমা-বদ্ধ ঘট সম এ নশ্বর জগৎ সসীম,
বিশ্ব টুটে, তুমি রহ স্থির ;
তুমি আত্মা অন্তহীন সৎ-চিৎ-আনন্দ-সাগর,
জগৎ-প্রপঞ্চ তাহে অতি ক্ষুদ্র ভঙ্গুর লহর
উঠে লুটে হইয়া অধীর।
তুমি আত্মা শুক্তি-রূপা নিরমল বিশুদ্ধ চেতনা ;
জগৎ যেন রে তাহে ভ্রান্তি-বশে রজত-কল্পনা ;
আত্মালোকে তুমি স্ব-প্রকাশ ;
তুমি আত্মা মহদণু সর্ব্বভূতে আছ অবস্থিত,
সর্ব্বভূত একমাত্র তোমাতেই আছে অধিষ্ঠিত,
জড় দেহে তুমি চিদাভাস।

প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী, ধরি' মায়া, লীলা লাগি' তব,
অব্যক্তে করিতে ব্যক্ত, দেহত্রয় রচি' অভিনব,
কর্ম্ম-চক্রে করিল স্থাপন ;
সে চক্রের বিঘূর্ণনে দেহ-ভোগী উঠে পড়ে কত ;—
কিন্তু তুমি গতাগতি-বিরহিত অচল শাশ্বত
নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন।

৬

জনম জনম ধরি' হে দেহিন্! করিছ দর্শন—
চিরস্থায়ী নাহি রয় রাজ্যধন, দারা-সুতজন,
স্বপনের ইন্দ্রজাল প্রায় ;
আসক্তি সে সব লাগি' কেন তবে? সংসার-কান্তারে
অর্থ কাম সুকৃতি বা দুঃখ-হীন সুখ দিতে নারে,
অন্ধ সম বিপথে ঘুরায় ;
কায়মনে কি বচনে জন্ম জন্ম আপনা পাশরি'
কেবলি সকাম কর্ম্ম নিশিদিন প্রতি শ্বাসে করি'
কত দুঃখ সহিলে জীবনে ;
তবুও কি বুঝিলে না—যতকাল করম-বন্ধন,
ততকাল দৈব রচে দুঃখ-সুখ, জনম-মরণ,
নাহি ভোগ বাসনা বিহনে?
কর রোধ কামনারে অনাসক্ত করিয়া অন্তর,
বিসর্জ্জন-সুধা-পানে তৃষ্ণা দূর কর নিরন্তর,
শান্ত কর ইন্দ্রিয় দুর্জ্জয় ;
দুঃখ-মূলা চিন্তা আর সুখ-বীজ আশা কর নাশ,
হও বিগলিত-স্পৃহ, ঘুচে' যা'বে করমের পাশ,
হ'বে চিতে জ্ঞানের উদয়।

৭

প্রথমে ভাবিলে মনে—কর্ম্ম-ফণী মোক্ষ-মণি ধরে,
তারপর মুগ্ধ চিতে ভক্তি-রূপা শুক্তির ভিতরে
মুক্তি-মুক্তা করিলে সন্ধান ;
ধারণা করিলে শেষে—গৃহ-ধর্ম্ম করি' পরিহার
কাননে কৌপীন পরি' ভ্রমে যে বা, করগত তার
মোক্ষ-ধন মহার্ঘ মহান্ ;
কিন্তু না ভাবিলে মনে—নহে পুত্র নহে পরিবার
বিরচে ভবন-গোষ্ঠী, ভোগময়ী মায়াতে সংসার
গড়ে মন গৃহে কিংবা বনে ;
অনুরাগ প্রবৃত্তিতে, নিবৃত্তিতে জনমে বিরাগ ;
দুঃখজ্বালা-বিরক্তিতে এ সংসার করে যে বা ত্যাগ,
মুক্তি সে ত না পায় কাননে।
নি-র্ব্বাসন হ'য়ে যে বা আপনাতে করে আত্ম-রতি,
হৃদয়-গুহায় বসি' হেরে যে বা আনন্দ-মূরতি
চিদ্-ঘন আপন আত্মার,
সাঙ্গ তার কর্ম্ম-কাণ্ড, ভক্তি-পূজা, কানন-ভ্রমণ,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দোঁহে পরিহরি' নিরদ্বন্দ্ব মন
রহে মুক্ত সংসার মাঝার।

৮

অকামী হইয়া যে বা করে কর্ম্ম অবিলিপ্ত মন,
যাহা কিছু ঘটে তার স্থিতি গতি সুপ্তি জাগরণ,
নিরুদ্দেশ্য সকলি তা'হার;
সংকল্প-বিকল্পহীন কর্ম্মে নাহি হরষ-বিষাদ,
ক্রিয়া-রত যদি চিত, নাহি তায় সাফল্যের সাধ,

সুখদুঃখ না করে স্বীকার ;
বাগ্মিতায় মূক সম, জ্ঞান-গর্ভ রহে জড়বৎ,
সর্প-রজ্জু-সম-জ্ঞানী শিশু সম সরল মহৎ
শুভাশুভ করে আলিঙ্গন ;
ব্রহ্মা হ'তে স্তম্বাবধি এ বিরাট বিচিত্র সংসার
তা'হ'তে নহেক ভিন্ন, হেন জ্ঞানে ভুলি' অহঙ্কার
সর্ব্বভূতে ভাবে সে আপন ;
চিত্তের এ বিক্ষিপ্ততা চিন্তা-মূলা বুঝি' সে অন্তরে
অচিন্ততা আনে চিতে ; নিমজ্জিয়া বিস্মৃতি-সাগরে
স্মৃতি শেষে করে পরিহার ;
অদৃষ্টি-রূপিনী দৃষ্টি ভাবাভাবে লগ্ন নাহি রয় ;—
প্রবৃত্তিতে ঘটে তার নিবৃত্তির ফল সমুদয়,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নাহি যার।

৯

সংসার বিশাল তরু, স্পৃহা পুন তাহার অঙ্কুর,
মুকুলিত কুসুমিত তিক্ত মিষ্ট ফলিত প্রচুর
সুখদুঃখ শাখা তার গায় ;
কি হ'বে বিটপ ভাঙ্গি', উন্মূলিতে চাহ যদি তারে ?
লুক্কায়িত স্পৃহা-মূল কর নাশ বিবেক-কুঠারে,
ভূমিসাৎ হ'বে তরু তায়।
রক্ত-মংসময় দেহে আছে যার মমতাভিমান,
কেবলি ঘুরায় তারে দশা-চক্র ঘূর্ণীর সমান
জন্ম-স্রোতে ভব-সিন্ধু মাঝে ;
দেহ-অভিমানী যারা, সদাবদ্ধ করম-বন্ধনে,
বাড়ে তৃষা—করে যত কর্ম্ম তারা ফলের কারণে,
কর্ম্ম-পাশ বাড়ে প্রতি কাজে।

বন্ধন বিষয়-রস, বিরসতা মোক্ষের কারণ,
অনর্থ-সঙ্কুল অর্থ, কাম্যমাত্রে ত্রিতাপ-দূষণ,
লোক-চেষ্টা নিরর্থ কেবল ;
নিদ্রা-কালে স্বপ্ন যথা সত্য ভাতে নিদ্রার কুহকে,
সংসার-সম্ভব চিত্র ধনজন মায়ার ফলকে
ভাবে মন নিত্য, অচঞ্চল।

১০

তুমি জ্ঞান,—এ সংসারে বেদিতব্য কি আছে তোমার ?
তুমি ব্রহ্ম,—এই বিশ্বে ধ্যান আর করিবে কাহার ?
তুমি মুক্ত,—কে করে বন্ধন ?
তুমি শুদ্ধ, নিত্য, বুদ্ধ, নিরঞ্জন, চিদানন্দরূপ,
অগোচর, অবিকল্প, আত্মারাম, সাক্ষীর স্বরূপ,
নিরুপাধি, কৈবল্য কারণ।
স্বর্গ নরক কিংবা নাহি তব জনম মরণ,
আনন্দ-অমৃত-পূর্ণ তুমি আত্মা, তুমি শুদ্ধ মন,
সুখে দুখে তুমি সমরস ;
কামনা নাহিক লাভে, নাহি কর' অলাভে শোচনা,
সংসার, বিদ্বেষ ভরে, অনুরাগে না দেখ আপনা,
না ভুলায় বিষাদ-হরষ ;
দারাপুত্রে স্নেহ-শূন্য,স্পৃহা নাই, আশা না নাচায়,
সৌধবুকে, মরুভূমে, যেথা রহ, চিন্তা নাহি তায়,
রহ সদা আপনার মাঝে ;
সুভিন্ন হৃদয়-গ্রন্থি, ভূমানন্দে মমত্ব স্খলিত,
রজস্তম-মলিনতা চিত্ত হ'তে চির প্রক্ষালিত,
কিছুতে না হৃদয় বিরাজে।

১১

জাননা আপনা বিনা, তাহে তুমি বিদিত সকলি,
চিরতরে ছিন্ন তব মন হ'তে মায়ার শিকলি,
আত্ম-মগ্ন, আপনাতে লয় ;
ভুক্ত সুখে অনাসক্ত, নাহি বাঞ্ছ অভুক্ত বিষয় ;
থাক্ বিশ্ব, নাহি দ্বেষ ; যাক্ বিশ্ব, হেন বাঞ্ছা নয় ,
আত্মালোকে প্লাবিত হৃদয় ;
হেরে আঁখি, শোনে কান, ত্বক্ তব করে পরশন,
নাসিকা আঘ্রাণ করে, রসনায় রস আস্বাদন,
বিনির্লিপ্ত তুমি কিন্তু রও ;
সুখে দুখে নারীনরে সমদর্শী সম্পদে বিপদে,
তরঙ্গ না ওঠে কোন চিত্ত-হ্রদে কিংবা মনোনদে,
মায়া-জালে বিজড়িত নও ;
বিনয় বিস্ময় ভয় ক্ষোভ লোভ হিংসা করুণার
মদ মোহ রোষ রাগ অহঙ্কার কিংবা দীনতার
এক কণা তোমাতে না রয় ;
হস্ত যবে করে কার্য্য, চিত্ত তব কারণ তাহার
না করে সন্ধান, উরি' চিদানন্দ-পুরীর মাঝার
আপনারে করিয়াছ লয়।

১২

শুষ্ক পত্র দিশি দিশি বায়ু-গতি যথা অনুসরে,
সংস্কার-পবন-মুখে সেই মত অচেষ্ট সঞ্চরে
নিরালম্ব মুক্ত তব হিয়া ;
দেহী যদি, দেহ-ভাব পরিহরি' বিদেহ মতন,
সর্ব্বত্র অবাধগতি কামচারী সুশীতল মন
স্বতঃ শূন্য, বিশ্রাম লভিয়া।

মুক্ত তুমি,—বিলসিয়া সম্পদের মহাভোগ সুখে,
কিংবা পশি' ভয়ঙ্কর বিপদের গিরি-গুহা-মুখে
বিন্দু নাহি হও বিচলিত ;
ভূপতি দেবতা তীর্থ পরিজন চণ্ডাল ব্রাহ্মণ
অঙ্গনা অনঙ্গাতুরা পূজ', তোষ, সংসারী মতন,
কিন্তু কারে নাহি চাহে চিত।
কর কর্ম্ম নিরুদ্যমে, নিরুদ্বিগ্ন নিরাকুল মনে,
সুখের সন্ধানে তুমি নাহি ফির, শয়নে স্বপনে
সর্ব্ব কার্য্যে স্বতঃ সুখোদয় ;
সংসারীর ব্যবহার, সংসারেতে না রহে মরম,
সংক্ষোভিত নিস্তরঙ্গ স্থির ধীর মহাহ্রদ সম
শান্ত তব অগাধ হৃদয়।

১৩

সুনিগূঢ় আত্ম-রতি করিয়াছে যে বা আস্বাদন,
সামান্য বিষয়-সুখ তারে তৃপ্ত করে কি কখন ?
আস্বাদিয়া শল্লকী-পল্লব
করী কবে নিম্ব-পত্র করে বাঞ্ছা ? মুক্ত যবে তুমি,
নহে আকাঙ্ক্ষিত তব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ভূমি,
আত্মানন্দ তোমার বল্লভ।
ইন্দ্রিয়-বিলাস তব নিরর্থক, কর্ম্ম কামহীন ;
নেত্র যবে উন্মীলয়ে, নিমীলয়ে, তুমি রহ লীন
চিদাত্মার আনন্দ-সাগরে ;
ও তোমার অক্ষি হ'তে উন্মোচিত মায়া যবনিকা,
দেখিছ —আনন্দ-সিন্ধু বহে কিবা, জ্বলে চিৎ-শিখা,
নহে দূরে, হৃদয় ভিতরে।

আর নাহি রহে তোর চিত্ত মাঝে শূন্যতা, পূর্ণতা,
একাগ্রতা, চঞ্চলতা, অতি বোধ, অথবা মূঢ়তা,
সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব অপসরে ;
ঘুচিয়াছে চিরতরে জানা, শোনা, দর্শন, কল্পনা,
আত্ম-রূপ নিরূপিয়া, চিত্ত তব, হইয়ে উন্মনা,
লভে শান্তি চিদঙ্কের 'পরে।

১৪

নিষ্কাম হইয়ে তুমি অনিচ্ছায় হের আপনায়
পরব্রহ্ম, আঁখি মাত্র লগ্ন তব এ বাহ্য ধরায়,
মগ্ন মন অভ্যন্তর-রসে ;
না পুষি' হৃদয়ে তব শান্তি-আশা রহ শান্তমন,
অন্তরে অনন্ত রূপ অবিচ্ছিন্ন অখণ্ডস্ফুরণ,
নেত্রে খণ্ড জগৎ বিলসে ;
যথা তথা রহি' ভবে সদা তুষ্ট, বিগত-বন্ধন,
নাহি আনে চিন্তা-লেশ এ দেহের উদয় পতন,
নাহি বিন্দু বাসনা-রঞ্জন ;
সুপ্ত যবে, নহ সুপ্ত, রহ তুমি বিনিদ্র, নিদ্রায়,
জাগরণে, নহ তুমি জাগরিত, নির্লিপ্ত ধরায়,
চিন্তা মাঝে নিশ্চিন্ত কেমন ;
ইন্দ্রিয়নিকর আছে, ইন্দ্রিয়তা নাহিক কখন,
আছে বুদ্ধি, নহ বশ, অহঙ্কারে গর্ব্বী নহে মন,
অকিঞ্চন কিঞ্চন বা নও ;
কাম-জিহ্বা উলটনে, নহে বিষ, বহে সুধাধার,
বন্ধনে না লভ প্রীতি, নিন্দনে না রোষের সঞ্চার,
জড়তায় জড় নাহি রও।

১৫

তুমি আত্মা নিরুপাধি, কোথা তব মায়ার অঞ্জন ?
কোথা তৃপ্তি, বিতৃষ্ণা বা, নাহি যবে দেহ কিংবা মন ?
কোথা রূপ, অরূপ তোমার ?
প্রারব্ধ-করম কোথা, কর্ম্মপাশ নাহিরে যখন ?
জীবন্মুক্তি কোথা আর, নাহি যবে মুকতি-বন্ধন ?
স্বাবস্থিতে ভাবাভাব কার ?
ফল-কামহীনে কোথা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ফল ?
নির্ম্মলে কোথা রে মায়া ? নিরালম্বে কোথা রে চঞ্চল
স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-জগৎ ?
কোথা দূর-অন্তিকতা ? কোথা তব বাহ্য-অভ্যন্তর ?
কোথা দেশ, কোথা কাল, তম-দ্যুতি, সৃজন-লহর ?
একতায় কোথা সদসৎ ?
কূটস্থ বিভাগ-শূন্য মায়াতীত স্বরূপে তোমার
কোথা রে চেতন, জড়, গুণশক্তি, বিভেদ, বিকার ?
মায়া কিংবা নহ চিদ্‌-ভূমি ;
অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, কিংবা দ্বৈতাদ্বৈত নাহি রে তোমার,
জীবত্ব, ব্রহ্মত্ব, কিংবা সৎ-চিৎ-আনন্দ-পাথার,
—কি যে তাহা শুধু জান তুমি !—

২২।৭।১৯০৭ বসিরহাট

* অষ্টাবক্র সংহিতার ভাবাবলম্বনে রচিত

আনন্দ-বিলাস।

আনন্দ-লহর

১

শক্তি সনে শিবের মিলন

জননি ! যখন হয়, সৃজন পালন লয়
করমে জনমে তাঁর প্রভাব তখন ;
প্রকৃতি বিহনে পুন পুরুষে না রহে গুণ,
শকতি-বিহীন শিব শবের মতন ।
এ নিগূঢ় তত্ত্বে তোর নিরবধি হ'য়ে ভোর
হরি হর ব্রহ্মা তব ধ্যান-নিমগন ;
আমি মা ! অকৃতি ছার, কেমনে মরম তার
এ ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝে করিব ধারণ ?

মহিমার কে করে বর্ণন ?

তোমার চরণ-ধূলি অবচয়ি' কত গুলি
বিরিঞ্চি রচনা করে বিচিত্র ভুবন ;
তব পদ-রজ হরি কত না যতন করি'
পাতিয়া সহস্র শির করে মা ! বহন ;
ওই রেণু-চূর্ণ মরি ! নিজ তেজে ভস্ম করি'
সে বিভূতি অঙ্গে হর করে বিলেপন ;
ও মা ! তোর জ্যোতির্ম্ময় চরণ-পরাগচয়
সৃজন পালন লয় সবার কারণ !

৩

করুণার নাহি, মা, তুলন ;
মূঢ় চিত্তে নিরন্তর অজ্ঞান তিমির হর
জ্ঞানের মিহির কর করি' উদ্দীপন ;
জড়-হৃদি-শাখা ভরি' কুসুম-স্তবক গড়ি'
মকরন্দ-ধারা তাহে কর, মা, ক্ষরণ ;
ভিখারীর চিন্তামণি জগতে তোমারে গণি,
জুড়ায় জগত-জ্বালা যুগল চরণ ;
জনম-জলধি-জলে নিমজ্জিত জীবদলে
উদ্ধারিতে বরাহের তুমি মা ! দশন।

৪

তুমি মাতঃ ! রূপের নির্ঝর ;
এ বিশ্ব-অন্তর ভরি' নিরন্তর পড়ে ঝরি'
মাগো ! তোর অফুরন্ত মাধুরী-লহর ;
অমৃত-মন্থন-শেষে মোহিনী-মূরতি-বেশে
মোহিল যে রমাপতি ভোলা দিগম্বর,
সেত নহে তার রূপ, তব কাম-কলা-রূপ
ধেয়ানে ধরিল হরি ভুলাইতে হর ;
শিবের আধেক দেহ তোমাতে লভিল গেহ,
মিশিয়া হইলে দোঁহে অর্দ্ধনারীশ্বর।

৫

অতনু যে সামান্য মদন
ধনু ফুল-কলেবর পঞ্চমাত্র ফুল-শর
মুখর-মধুপ-গুণ করিয়া ধারণ
বসন্তে সামন্ত করি' মলয়ের রথে চড়ি'

পলকে প্রলয় তুলি' জিনে ত্রিভুবন,
সে শুধু মা ত্রিলোচনা! অপাঙ্গের কৃপা-কণা
দিয়েছ তাহারে, তাই শকতি এমন!
অনঙ্গের জগ-জয় :তোমারি মহিমা কয়,
সৃজন-লীলার হয় প্রধান কারণ।

৬

জাগো জাগো কুল-কুণ্ডলিনি!
মূলাধার-চক্র-ভাগে মেদিনী-মণ্ডল আগে
ত্যজি' ধীরে স্বাধিষ্ঠানে উরি' বিজয়িনি!
বরুণ-মণ্ডল হ'তে মণিপুর-চক্রপথে
জ্বলন্ত অনল ভেদি' ঊরধ গামিনি!
হৃদি-স্থিত বায়ুময় অনাহত-চক্রালয়
ভেদিয়া, বিশুদ্ধ-চক্রে ব্যোম দেশ জিনি,'
ভ্রূ-যুগ-নিহিত মরি আজ্ঞাচক্র পরিহরি'
বিহর মা! সহস্রারে শিব-সোহাগিনি!

৭

কুল-পথ ভেদি' সমুদয়,
সহস্রারে আরোহিয়া, হংস সহ বিহরিয়া,
রসনা-ক্ষরিতামৃতে প্লাবি' চক্রচয়,
পুন সেই চক্র-পথ অবরোহি' ক্রমাগত,
মূলাধারে ধীরে ধীরে হও মা! উদয়;
সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকার ধরিয়া ভুজঙ্গাকার
ছিদ্রময় কুল-কুণ্ড করিয়া আশ্রয়,
ফণা-মুখে ব্রহ্ম-দ্বার অবরোধি', পুনর্ব্বার
হও মা! নিদ্রিত তথা মুদ্রিত-হৃদয়।

৮

জ্ঞানময়ি হে চিদ্-বাহিনি!

রবি শশী গ্রহ তারা আলোক-তরঙ্গধারা

উঠে টুটে লুটে বুকে দিবস-যামিনী;

অনাদি-চরণ-চ্যুত মহাশূন্য-পরিপ্লুত

ক্ষর মা! অমৃত-নীরা গুপ্ত নির্ঝরিণী;

মহেশ্বর পাতি' শির ধরে সে নির্ম্মল নীর,

জটাজূট ভেদি' বহ অধো-বিহারিণি!

ব্রহ্মা কমণ্ডলু ভরি' সে সুধা সঞ্চিত করি'

চারি মুখে করে পান মোক্ষ-বিধায়িনি!

৯

হে মঙ্গলে! কমলা-রূপিনি!

শারদ-কৌমুদী-শুচি জ্যোতির্ম্ময় তনু রুচি,

বিরাট-ঈশান-ভালে চন্দ্র-স্বরূপিনি!

এক কর ধরে বর, অভয় দ্বিতীয় কর,

তৃতীয় স্ফটিকমালা নির্ম্মল-কারিণী,

চতুর্থে বিরাজে বিদ্যা; ধেয়ায় যে নিত্য-সিদ্ধা

এ মূরতি, কণ্ঠে তার উরি' বিনোদিনি!

নানা-রস-সুগভীরা মধু সুধা দ্রাক্ষা ক্ষীরা

ফুটাও মা! কাব্যকলা মানস-মোহিনি!

১০

হে ষোড়শি! তিমির-আবৃত

কবি-হৃদি-পদ্ম-বনে পশি' যবে শুভ-ক্ষণে

বালার্ক-কিরণ-ধারে কর আলোকিত,

লভি' কর-পরশন বিকশে মুকুল-মন,
বাণী-মুখ-পদ্ম-বাসে হয় আমোদিত ;
হরিতে জগত-শোক অমনি স্ফুরয়ে শ্লোক,
মকরন্দময় নানা ছন্দে লীলায়িত ;
কবি-কণ্ঠ হ'তে ফুটি' সে সঙ্গীত পড়ে লুটি'
তোমারি চরণে শেষে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত।

১১

হে চিন্ময়ি! পরম কারণ!
স্থূল জড়তার মাঝে তোমারি শকতি রাজে,
তোমারি চৈতন্য-কণা ধরে সূক্ষ্ম মন ;
কারণের ক্ষীর-সিন্ধু- বিমথিত তুমি ইন্দু,
প্রণবের তুমি বিন্দু, নিত্য, নিরঞ্জন ;
কর্ম্ম তব কেশ-পাশ, ভক্তি তব বাহু-ফাঁশ,
জ্ঞান তব অধরের অমৃত-চুম্বন ;
হরে তব স্তন-সুধা- আনন্দ জগৎ-ক্ষুধা ;
মরি! মরি! মাতৃরূপ বিশ্ব-বিমোহন!

১২

অয়ি মহাত্রিপুর-সুন্দরি!
যেথা জীব-কলেবরে ষট্‌চক্র-পদ্ম 'পরে
কমল সহস্র-দল রহে আলো করি,'
সে আনন্দ-নিকেতনে পশি' যে মাহেন্দ্র-ক্ষণে
নেহারে তোমার নিত্য আনন্দ-লহরী,
নাহি রহে চিত্তে তার কণামাত্র কামনার,
জন্ম-মৃত্যু-চক্র তার ঘুচে দিগম্বরি!
ক্ষরে মধু বিন্দু বিন্দু, উথলে অমৃত-সিন্ধু,
ডুবে যায় রবি ইন্দু, সে সাগরে মরি!

১৩

বাম বপু হরিয়া ভোলার
তৃপ্তি বুঝি নাহি মানি', সমগ্র সে দেহখানি
পূর্ণ গ্রাস করিবারে বাসনা তোমার ?
তাই, মা, সে শুভ্র তনু অরুণাভ প্রতি অণু,
আধ গোরা আধ লাল নাহি রূপ আর ?
নয়ন হইল তিন, যুগ্ম পয়োধর পীন
ধরে বিশ্ব-শিশু-মুখে চিদানন্দ-ধার !
আধ শশী নাহি আর, ষোল কলা পূর্ণ তার,
বিরাজে কিরীট রূপে শিরসি তোমার।

১৪

মগ্ন বিশ্ব তব আরাধনে ;
ভ্রূকম্প-ইঙ্গিতে তোর বিরিঞ্চি হইয়ে ভোর
সৃজিছে ব্রহ্মাণ্ড, হরি নিরত পালনে ;
কাল রুদ্র করে লয়, পঞ্চ শিব তনময়
তব পাদ-পীঠতলে স্তিমিত নয়নে ;
এ লীলা সম্বরি' মাগো ! সহস্র কমলে জাগো
যবে মা আনন্দ-হ্রদে রাজহংস সনে,
জীব-শিব-ভেদ-বুদ্ধি বিসর্জ্জনে লভি' শুদ্ধি
রহে নর মগ্ন তোহে বিগলিত মনে !

১৫

জননি গো ! ত্রিগুণ তোমার
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর , যবে ব্রহ্মা হরি হর
ত্রিমূর্ত্তি ধরিল, তবে কি কাজ আমার
পৃথক্ পূজি' সে সবে ? তোমারে মা ! ভজি যবে,

সকলি পূজিত তাহে ব্রহ্মাণ্ড মাঝার ;
সিঞ্চিলে তরুর মূল সিক্ত রহে শাখাকুল,
তোমারি আনন্দ-রসে সবারি সঞ্চার ;
দেবের দেবতা যাঁরা, ও পদে মুকুট তাঁরা
লুটা'য়ে রহেন্ ধ্যানে স্থাণুর আকার।

১৬

ঘটে মহাপ্রলয় যখন,
মৃত্যু-মুখে পড়ে ধাতা, বিরতি লভয়ে পাতা,
কীনাশে বিনাশ ঘটে, ধনদে নিধন,
ডুবে রবি, নিভে তারা, ছুটে গ্রহ দিশাহারা,
নিমীলিত মহেন্দ্রের সহস্র লোচন,—
তখন মা শিব-জায়া ! মহেশের মহাকায়া
রাখ শুধু আপনাতে করি' আবরণ ;
এ মহাপ্রলয়-মেলা কেবলি তোমারি খেলা,
তোরি তেজে জিনে ভোলা সে মহামরণ !

১৭

এ সংসারে করি যা' যখন,
হো'ক্ তা অর্চ্চনা তব ; যখন যে কথা ক'ব,
হো'ক্ তা তোমারি জপ তপ আরাধন ;
মম অঙ্গ-সঞ্চালন হো'ক্ মুদ্রা-বিরচন,
গতি প্রদক্ষিণ তব, আহুতি ভোজন ;
শয়ন প্রণাম হো'ক্, একমাত্র সুখ রো'ক্
ও রাঙ্গা চরণ-তলে আত্ম-নিবেদন ;
জগৎ করম-ভূমি, কারণ, কারক তুমি,
তুমি ছাড়া যেন আমি না রহি কখন !

১৮

এস তুমি ভিতরে যখন,
পূজিতে পদারবিন্দ স্বর্গ হ'তে দেব-বৃন্দ
আসে মা! হৃদয়ে মম, কম্পিত-চরণ;
উর মাগো! ধীরে ধীরে, ইন্দ্রের মুকুট-শিরে
রাঙ্গা পা দুখানি যেন না হয় স্খলন;
হেথা হের বিরিঞ্চির হোথা পুন শ্রীপতির
কঠোর কিরীট যেন বিঁধেনা চরণ;
তোমারে ভেটিবে বলে' আনন্দ-নেশায় ঢলে'
আপনি এসেছে ভোলা মরমে কখন!

১৯

ওমা! তোর শুনিয়ে নূপুর,
এলা'য়ে পড়েছে প্রাণ, রুদ্ধ-শ্বাস অভিমান,
নিঃশ্বাসে কামনা-কণা হ'য়ে গে'ছে দূর;
হেরি' মা! বদন-ইন্দু উথলিছে চিৎ-সিন্ধু
মাখিতে আনন-স্মিত অমৃত মধুর;
বিশ্ব, দৃশ্য গে'ছে টুটে,' ব্রহ্ম-রন্ধ্র বুঝি ফুটে,
হ্লাদিনী-লহর ছুটে প্লাবি' জড়-পুর;
এ কি মা! প্রলয় তোর? ভিতর বাহির মোর
একাকার, তুমি মাত্র তাহে ভরপূর!

৪।১১।১৯১০ পুরী

*ইহার কতিপয় শ্লোক শঙ্কর-কৃত আনন্দ-লহরীর ভাবাবলম্বনে রচিত

বীণা

শিরস-অপান- অলাবু-মণ্ডিত

মেরুদণ্ডে গড়া এ দেহ-বীণ্

বসি' নিরজনে আপনার মনে

বাজাইছ মাগো! যামিনীদিন!

সে বীণা মাঝার বাঁধা তিন তার-

পিঙ্গলা, ইড়া, সুষুম্না নামে ;

উদারা মুদারা সুধাময় তারা,

ছুটে সপ্ত সুর তিনটি গ্রামে।

হংস-গুঞ্জরণ ফুটে অনুক্ষণ,

ওঙ্কার-ঝঙ্কার মূরধাবধি ;

শ্রুতি দ্বাবিংশতি বহে তত্ত্ব পথি,

সুরে সুরে জাগে চৈতন্য-নদী।

অণু, অৰ্দ্ধ, ক্ষীণ, দীর্ঘ, প্লুত, পীন,

মাত্রা-ভঙ্গে ছুটে লহর তার——

সড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম,

পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ আর।

৩

ঠমকে ঠমকে গমকে গমকে

কাঁপে সুর-বালা রাগিণীকুল ;

হারা'য়ে চেতনা মুরছে মূর্চ্ছনা,
শেষে হ'য়ে যায় সকলি ভুল!
থামে বীণা-ধ্বনি ;— তুমি মা! আপনি
বীণা কোলে ল'য়ে নীরব রও ;
আনন্দের ধারা বহে নিরধারা,
আপনা আপনি বিভোর হও!
কোথা আর গান? কোথা রহে তান?
কোথা মন, প্রাণ? কোথা বা দেহ?
তৃষা যায় দূর, নেশা ভরপূর,
তুমি বিনা আর না রহে কেহ!

১৬।১।১৯১১ বসিরহাট

ব্যোম

[পুরীর উপকূলে আকাশ-দর্শনে]

হে আকাশ! হে বিরাট! হে মহান্! হে অনন্ত ব্যোম
হে অখণ্ড! পরিপূর্ণ! মহাশূন্য! হেরি' প্রতি রোম
হয় কণ্টকিত!
সমুদ্র-মেখলা মরি সুবিপুলা এই বসুন্ধরা
অসীমতা মাঝে তব বিন্দু সম আপনারে ত্বরা
করে লুক্কায়িত।

সচন্দ্রা ধরণী সম সচন্দ্রম অন্য গ্রহচয়
গ্রহরাজে ঘিরি' যথা নিরন্তর বিঘূর্ণিত হয়,
তথা ভানু সম
কত শত গ্রহ ঘুরে বৃহত্তর সূর্য্য চারিধার,
এই মত চলিয়াছে সৌরচক্র বদ্ধিত-আকার
অনুসরি' ক্রম।
কিন্তু এই সুবিপুল বিচক্রিত নক্ষত্রনিকর
বিরাট শরীরে তব অণু হ'তে অতি অণুতর,
ক্ষুদ্র লোম-কূপ!
সৃষ্টির সে আদি হ'তে কত বিশ্ব উঠিল, টুটিল
তোমারি অনন্ত গর্ভে,—কিন্তু তাহে নাহি বিবর্ত্তিল
তোমার স্বরূপ!

অতিনিম্নস্তরে তব স্থূল বায়ু সূক্ষ্ম-কলেবর
ঝঞ্ঝার মূরতি ধরি' নামে যবে নিম্ন সিন্ধু'পর
নর্ত্তন-লীলায়,
আতল সাগর-বক্ষ আন্দোলিত হয় সে নর্ত্তনে,
উত্তুঙ্গ অচলাকৃতি লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ সঘনে
উন্মত্তের প্রায়
লাস্যে হাস্যে মহোল্লাসে তুলে খণ্ড তমান্ধ প্রলয়,
কাঁপে তাহে থর থর জীবময়ী পৃথ্বীর হৃদয়,
ঘন বহে শ্বাস;——
কিন্তু সে ঝটিকা-রঙ্গ অতি ক্ষুদ্র ভ্রূভঙ্গ তোমার,
জনমি' তোমাতে পুন কোন্ নিম্নে লুকায় আবার,
না মিলে আভাষ!

হে বিরাট-বপু! তব জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটিতল—
মহাতল, রসাতল, তলাতল, পাতাল সুতল ;
অম্বুধি উদর ;
ভূলোক তোমার নাভি, ভুব কুক্ষি, স্বর্লোক হৃদয়,
মহর্লোক গ্রীবা তব, জন কণ্ঠ, তপস ভ্রূদ্বয়,
সত্য শির-স্তর।

৩

দীর্ঘায়ত দিক্-চক্র—অতি দীর্ঘ শ্রবণ তোমার,
রবি-চন্দ্র—নেত্র তব, রাত্রি-দিবা—পক্ষ্ম-পত্র তা'র,
নিঃশ্বাস—অনল ;
বিরাট পুরুষ তুমি অহর্নিশ লোল রসনায়
অনন্ত জগৎ-পুঞ্জ আস্বাদিছ, তৃপ্তি তবু তায়
নাহি এক পল !
যেমতি নাহিক সীমা, শেষ, অন্ত, তেমতি তোমার
দ্বিতীয় না হেরি কোথা, নাহি গতি, নাহিক বিকার,
নাহি বিবর্ত্তন ;
হে স্বচ্ছ নির্ম্মল ব্যোম! বর্ণ-হীন ! অঙ্ক-লেখা-হীন।
বক্ষে তব মেঘরাশি নাহি আঁকে রেখামাত্র ক্ষীণ,
তুমি নিরঞ্জন।
ওহে মহাশব্দবহ ! মহদণু সর্ব্ববিধ স্বর
তোমাতে উদ্ভবি' পুন লভি' লয় তোমারি ভিতর
রহে পুঞ্জীকৃত ;
গ্রহ-চক্র হ'তে উঠে ঐকতান অনাহত স্বর
ওঙ্কার তোমারি মাঝে, কিন্তু তুমি নিজে নিরুত্তর,
স্তব্ধ, অক্ষোভিত !

৪

যদিও বিরাটমূর্ত্তি নির্ব্বিকল্প নির্ম্মল মহান্
তুমি নভ! তোমা হ'তে আছে কিন্তু সত্ত্বা মহীয়ান্,-
আত্মা সে আমার!
সৃষ্টির আদিতে যদি, কিন্তু তুমি সৃষ্ট বিধাতার,
ত্রিগুণের সমবায়ে দেহ তব রচনা মায়ার,
মূর্ত্তি জড়তার।
মহান্ প্রলয় যবে সমুদিবে, খেলা সাঙ্গ করি'
সম্বরি' লইবে যবে মহাশক্তি সৃজন-লহরী
অব্যক্ত-গুহায়,—
চূর্ণ হ'বে গ্রহ-তারা, নির্ব্বাপিত হ'বে রবি-সোম,
ও বিরাট কায়া তব লুকাইবে ওহে মহা ব্যোম!
প্রলয়-সন্ধ্যায়।
স্বাবস্থিত আমি কিন্তু নহি কভু মায়ার অধীন,
অনন্ত-অনাদি-কল্প আমিমাত্র সৃষ্টি-লয়-হীন,
একক, অদ্বয়,
পূর্ণতায় পূর্ণাতীত, শূন্যতায় শূন্যের অতীত,
তোমার সৃজন লয় হেরি আমি সাক্ষীরূপে স্থিত,
সন্ময়, চিন্ময়;
অহেতু আনন্দ মম না আস্বাদে তোমার হৃদয়।

১২।১১।১৯১০ পুরী

সিন্ধু-বক্ষে

[পুরী-ধামে নৌকা করিয়া সমুদ্রমধ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। কি গম্ভীর দৃশ্য! দূরে, তট-প্রান্তে, সকল্লোল তরঙ্গরাশির ফেনোচ্ছল অবিরাম অভিঘাত; মধ্যভাগে, নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ নির্ম্মল অখণ্ড সলিলান্দোলন। দেখিয়া মনে হইল—বাসনা-ক্ষুব্ধ সংসারের উপকণ্ঠে ধ্যান-মগ্ন যোগী-মূর্ত্তি! দিক্-চক্রের অপর প্রান্তে, জলাভ্যন্তরস্থ সুপ্তি-ভূমি ভেদ করিয়া, জল-স্তর অতিক্রম পূর্ব্বক, সহসা বালরবির সমুত্থান; এবং ক্রমশঃ প্রাচী'র প্রদীপ্তাংশ, বায়ুস্তর ও নভস্তর ভেদিয়া তাহার ঊর্দ্ধ গমন! দেখিলাম যেন—যোগীর দেহাবস্থিতা নব-জাগরিতা কুল-কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎব্যোম ও মনোরূপী ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রাবাভিমুখে উদ্গমন করিতেছে! পরিশেষে সন্ধ্যাগমে সূর্য্যাস্তদর্শনে, কুল-কুণ্ডলিনীর ক্রমাবরোহণের চিত্র পরিস্ফুট হইল। তবে উভয়ত্র উদয়াস্ত মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইল।—ইহাই বর্ত্তমান কবিতার আখ্যান-বস্তু।]

সম্মুখে বিশাল সিন্ধু, নীলাম্বুর বিপুল প্রসার,
ভীত বিহঙ্গম সম দৃষ্টি মম না পায় তাঁহার
সীমার সন্ধান;
অন্তহীন কূলহীন সীমাহীন অগাধ সলিল,
নীলকান্ত জিনি' তার নীল নীল স্বচ্ছ অনাবিল
নির্ম্মল পরাণ।
গভীর উচ্ছ্বাস-হীন মধ্যে তার অভঙ্গ আভোগ;
নাহি শব্দ, মহা স্তব্ধ, কি যেন রে করিছে সম্ভোগ
আতল জলধি!

অবিচল সমতায় এক ঘন অক্ষুণ্ণ কম্পন
মর্ম্ম হ'তে উঠিতেছে, ঊর্দ্ধে অধে মৃদু আন্দোলন
তুলি' নিরবধি।
কোথা দূরে, অতি দূরে—বেলাভূমি করিয়া চুম্বন,
অনন্ত উচ্ছ্বাসময় ঊর্ম্মিচয় করিছে নর্ত্তন
ফেনিল উচ্ছল;
বালু-তটে বিলুণ্ঠিত তরঙ্গের বিক্ষুব্ধ গর্জ্জন
অতি মৃদু পশে কাণে, দূরতায় কোমল নিক্কণ
মন্দ্র কল কল।

২

শ্যামাঙ্গিনী বিভাবরী, উড়াইয়া শ্যামল কুন্তল,
ধীর পদে অপসরে; নভ-অঙ্কে হইয়ে বিহ্বল
সুধাংশু লুকায়;
একে একে পূর্ব্বাশার বরবপুঃ করিয়া রঞ্জিত,
রক্তিমার শতরুচি—শোণারুণ পাটল লোহিত—
স্রস্ত নভ-গায়।
অম্বুধির অম্বুতলে সদা-সুপ্ত মৃণ্ময়ী ধরার
নিদ্রা-পুরী পরিহরি', ভেদ করি' শান্ত পারাবার,
সহস্র কিরণে
প্রাচী'র প্রদীপ্ত রেখা পুঞ্জীভূত ঘনীভূত করি',
অকস্মাৎ কোথা হ'তে জ্যোতির্ম্ময় কলেবর ধরি',
চঞ্চল চরণে
উঠে কিবা নবভানু, স্নাত-তনু, স্নিগ্ধদ্যুতিময়!—
অতিক্রমি' পূর্ব্বাশার তেজো-ভূমি, পবন-আলয়,
ভেদি' নভ-স্তর,

কি সান্দ্র আনন্দ-ভোগে না জানি রে কোন্ শূন্য দেশে
ধায় রবি!—শান্তচ্ছবি সন্ধ্যাগমে ফিরে অবশেষে
সিন্ধুর ভিতর।

৩

নিরখি' মুখর-তট স্তব্ধ-বক্ষ বিশাল অর্ণব,
পড়ে যেন মনশ্চক্ষে—ধ্যান-মগ্ন মহান্ মানব
যোগীর মূরতি!
নিষ্পন্দ নয়ন-তারা, স্থির চিত্ত, বদ্ধ পদ্মাসন,
বাহ্য জ্ঞান তিরোহিত, অন্তর্মুখ, উন্মূলিত মন,
যাচে আত্ম-রতি।
অমনি সিন্ধুর মত, আপনাতে আপনি নিলীন,
নির্লিপ্ত, উদ্বেগ-শূন্য, নিরুচ্ছ্বাস, তরঙ্গ-বিহীন,
এক ভাবে ভোর;
জড়তার ধূলি-দেহ জলধির বালু-বেলা সম
অতি দূরে রহে পড়ি'; ক্ষুব্ধ লুব্ধ উচ্ছৃন অসম
নর্ত্তন-বিভোর
বিষয়-তরঙ্গ কোথা কোন্ দূরে করিছে গর্জ্জন;
শব্দ তার, কম্প তার, রঙ্গে ভঙ্গে ঘন আন্দোলন,
না পশে অন্তরে;
আনন্দের সামরস পান তরে উন্মুখ অন্তর,
নিশ্চিন্ততা নীরবতা পূর্ণতার অখণ্ড সাগর
ভিতরে সঞ্চরে।

৪

অচল স্থাণুর মত হের যোগী রুদ্ধ-শ্বাসোচ্ছ্বাস;
অজ্ঞানের অন্ধকার বিগলিত, মুক্ত চিদাকাশ,
অস্ত বুদ্ধি-শশী;

সংযম নিবৃত্তি ক্ষান্তি সন্তোষাদি ভাব-বর্ণচয়
অকলঙ্ক চিত্ত-পটে থরে থরে বিকশিত হয়
আরুণ্যে উলসি'।—
সহসা কি ধ্যান-যোগে বিদ্যা-রূপা কুল-কুণ্ডলিনী,
ভেদি' স্থূল দেহ-মূল, ভগ্ন-নিদ্র, ঊরধ-গামিনী,
ছাড়ি' ভোগাগার,
অতিক্রমি' মোহ-সিন্ধু, তুলি' ভানু-বদন চিন্ময়,
জ্ঞান-করে ভাব-লোক তেজশ্চক্র করি' পরাজয়,
ধরি' সূক্ষ্মাকার
উঠে ঊর্দ্ধে ; শুভঙ্কর বায়ুস্তর শত দীর্ণ করি',
মোক্ষ-দ্বার ব্যোম-চক্র ভেদি' ক্রমে শ্বেতপদ্ম মরি
পশে শুদ্ধ মনে ;
উন্মুখ করিয়া তারে আপনাতে করিয়া বিলয়,
সহস্রারে উত্তরিয়া হংসীরূপে রমে রসময়
রাজহংস সনে !

ওই শূন্য ব্যোম হ'তে কত দূরে সে আনন্দ-ধাম ?
এ সিন্ধুর কোন্ পারে না জানি রে রাজে অবিরাম
সে সুধা-সাগর ?
কোথা সেই মণি-দ্বীপ, জ্যোতির্ম্ময়, রসভরপূর,
রমে যথা হংসী সনে রাজহংস ওঙ্কার-নূপুর
ক্বণি' নিরন্তর ?
আগম নিগম দুটি পক্ষ তার, অমৃত-ক্ষরণ
চঞ্চু-পুটে, যুগ্মনেত্র মোক্ষ-ক্ষেত্র, কণ্ঠ নিরঞ্জন,
চিন্ময় শরীর ;

এ হেন পরমহংস শিব সহ করি' আত্ম-রতি
অনন্ত-মুহূর্ত্ত ধরি', যোগী যবে ফিরে নিম্ন-গতি,
পীতানন্দ-নীর,—
শান্তি-সন্ধ্যা নামে ধীরে, রহে ডুবি' অদ্বৈত-তপন,*
শুদ্ধা ভক্তি রূপে শশী পূর্ণিমার ছড়ায় কিরণ
নির্ম্মল গগনে,
তৃপ্তি-বায়ু বহে মৃদু; অঙ্গময় দীপ্তি করুণার;
অন্তরে প্রেমের সিন্ধু কূল প্লাবি' ছুটে চারিধার
বিশ্ব-আলিঙ্গনে।—
এ কি গান শুনি আজি সিন্ধু-মুখে মানস-শ্রবণে!

১২।১১।১৯১০ পুরী

রত্নাকর

কি সুধা লুকা'য়ে রাখ লবণাক্ত অম্বুর ভিতর?
বক্ষের গোপন কক্ষে কি অমৃত গুপ্ত নিরন্তর
গূঢ় মর্ম্ম-তলে?
নক্ষত্র-খচিত নভ, মেঘপুঞ্জ, তটশৈলচয়,
বিস্মিত হইয়া তব চিত্ত-পটে, কি সন্ধান লয়
ওই স্বচ্ছ জলে?
ধূলিময়ী ধরণীর উচ্ছ্বসিত আবিল হৃদয়
নদী-নদে প্রবাহিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে বেগময়
কেন তব বুকে?

* ধ্যানভঙ্গে যোগীর হৃদয়ে, সন্ধ্যাকালে সিন্ধু-গর্ভ-লীন সূর্য্যবৎ, অদ্বৈত-বোধ গুপ্ত-ভাবে অবস্থিতি করে, এবং দ্বৈতভাব শ্রদ্ধা ভক্তিরূপে বিরাজিত রহে।

লুকা'য়ে রেখেছ প্রাণে গাঢ় ঘন কি মধু-ভাণ্ডার,—
বিন্দু যার সুধাপানে লক্ষ ঊর্ম্মি হ'য়ে মাতোয়ার
হাসে ফেন-মুখে ?
কি অজ্ঞাত অস্বাদিত সুধা-ভাণ্ড অভ্যন্তরে তব,
যার লাগি' মন্থনিতে সমুদ্যত সুরাসুর সব
বাসুকি-মন্দরে ?
ঐরাবত, পাঞ্চজন্য, লভি' পুন সিন্ধু-তুরঙ্গম,
ক্ষান্ত না হইল তবু, পুষি' মরি, কহ মহোত্তম,
কি আশা অন্তরে ?

২

সামান্য মানব মোরা ; কেহ ডুবি' সলিলে তোমার
মণি মুক্তা প্রবালাদি ল'য়ে শুধু রহে মাতোয়ার
ক্ষুদ্রত্বে আপন ;
তরঙ্গের নৃত্য হেরি' মুগ্ধ নেত্রে কেহ চে'য়ে রয় ;
তপন উদীয়মান, অস্তমান ভানুর বিলয়
হরে কারো মন ;
কেহ পুন বারি-বক্ষে গগনের বিরাট বিম্বন,
আলোক মেঘের খেলা, নীর মাঝে ছায়ার কম্পন,
হেরে বার বার ;
বাহ্য প্রকৃতির রূপে হারাইয়া ফেলি' আপনায়,
ঊর্ম্মির গভীর মন্দ্রে আত্মহারা কেহ ধীরে চায়
নভ, পারাবার ;
অকূল অসীম তব অন্তহীন সলিল-প্রসার
সুক্ষীণ সসীম সান্ত নেত্রে কার অন্ত-শূন্যতার
আনে ক্ষীণাভাষ,

অনন্তের ক্ষীণ ছায়া ধরি' প্রাণে পরিপূর্ণ-হিয়া
তোমার সে অন্তরের গুপ্ত সুধা লইতে লুটিয়া
না করে তিয়াষ।

৩

ওহে কামরূপী সিন্ধু ! ভুলাইতে মানব-অন্তর
অনন্ত বিরাট রূপ ধরি' তার চক্ষের উপর
রহ নিরন্তর ;—
আকর্ষি' কটিতে তব ধরিয়াছ বিচিত্র অম্বর ;
শিরসি আলোক-গঙ্গা ঝরে কি বা জটাজূট 'পর,
তুলিয়া লহর ;
লক্ষ লক্ষ ভুজঙ্গম, উত্তোলিয়া ফেন-ফণাচয়,
উচ্ছ্বসিত বীচি- ভঙ্গে, কর্ণ-মূলে, কণ্ঠ-বক্ষময়,
গর্জ্জে অবিরল ;
বিরাটতাণ্ডবপর ! তরঙ্গের কোটি বাহু তুলি'
উন্মত্ত নর্ত্তনে রত, আপনার অসীমত্বে ভুলি'
আপনি বিহ্বল !
হেরি' সে উদ্দণ্ড নৃত্য বসুন্ধরা কাঁপে থর থর,
ভীমকান্ত সে মূরতি-দরশনে মানব-অন্তর
স্তম্ভিতের প্রায়
বিস্ময়ে বিরাট বপু হেরে পুন চাহে আরবার,
ভুলে' যায়—নর-চক্ষে মায়া-মূর্ত্তি অনন্ত আকার ;
আনন্দ না পায় !

৪

কভু স্নিগ্ধ জ্যো'স্নাময়ী রজনীতে সুপ্ত রহ তুমি ;—
মোহিনী মূরতি ধরি' কে যেন রে উঠে মর্ত্ত্যভূমি,
ভেদি' জলস্তর !

গগনের সোণাশশী বিগলিয়া ঝরে এলোকেশে,
জ্যো'স্নার মালতী-মালা বিজড়িত রহে শিরোদেশে,
লুটে নীলাম্বর ;
চটুল চরণ দুটি রঙ্গে ভঙ্গে ভঙ্গের উপর
বিচিত্র লাস্যের লীলা তুলে মরি অভঙ্গ সুন্দর,
স্মিত ওষ্ঠাধর !——
কভু বা, নামিলে সন্ধ্যা, মৃদু চন্দ্র উদিলে গগনে,
করুণ মূরতি কার ভেসে' আসে তরঙ্গের সনে,
বিহ্বল অন্তর ;
মধুর মূর্চ্ছনা মরি মূরছয়ে ক্ষীণকণ্ঠে তার,
অতি মৃদু বেণু বীণা বীচি-মুখে ক্বণে বারবার
কুলু কুলু স্বন !——
কভু বা পাগলী-বেশে কে রমণী ধায় দিশাহারা,
কল কল করে জল, খল খল হাস্যে হয় সারা,
কখনো ক্রন্দন !

৫

সে বিচিত্ররূপ-মোহে ধীর-চিত্ত যদি কোন জন
আপনারে নাহি ভুলে,—ধরি' রুদ্র মূরতি ভীষণ
নাচো দিগম্বরী ;
বহে ঝঞ্ঝা খর বেগে, উড়ে তাহে তিমির-কুন্তল
নভোময়, বক্ষ'পরে মুণ্ডমালা দুলে অবিরল,
গরজে লহরী,
দেব-নেত্র নিভে নভে, খুলে' যায় শত বারি-দ্বার,
বহ্নিমুখী তুরঙ্গিনী শত শত বড়বা-আকার
ছুটে দিশি দিশি ;

মকর, কুম্ভীর, কূর্ম্ম, ভীমকায় তিমি, তিমিঙ্গিল,
যোজন-বিস্তৃত-বপু ভুজঙ্গম আলোড়ি' সলিল
ধায় সারানিশি ;
প্রকাণ্ড তুষার-শৈল—হিমস্তূপ, বিরাট-শরীর,—
পরস্পর সংঘর্ষণে তুলি' প্লুত স্তনিত গম্ভীর
আছাড়িয়া পড়ে ;
নিমজ্জিত গুপ্ত শৈলে ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘুরে অবিরাম,
মানব চকিত ভীত ভুলে' যায়—কি আনন্দ-ধাম
তব অভ্যন্তরে !

৬

ওরে ভ্রান্ত ! ওরে মুগ্ধ ! রূপ-মোহে না ভুলিয়ো আর,
ওরে ভীত ! ওরে স্তব্ধ ! বৃথা শঙ্কা হৃদয়ে তোমার
নাহি দিয়ো স্থান ;
মধুর ভীষণ রূপে কাল-সিন্ধু বাহিরে তোমার
অনন্ত উচ্ছ্বাসে দোলে ; অতিক্রমি' অতলতা তার
করহ সন্ধান
অভ্যন্তরে, নেহারিবে—অন্তর্গূঢ় তোমারি ভিতর
নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত ঊর্ম্মি-হীন নিত্য নিরন্তর
চিন্ময় সাগর
ওতপ্রোত অচঞ্চল ; সচেতন প্রতি বিন্দু তার
মহাভাব-প্রপূরিত ; নাহি তায় কামনা-ঝঙ্কার ;
রুদ্র নৃত্যপর
বাসনার ঘোর ঝঞ্ঝা ; হরষের ঘন আন্দোলন ;
নিরাশার গুপ্ত শৈল ; রোষ-দ্বেষ জল-জন্তুগণ ;
লালসা তুষার ;

কর্ম্মরূপী ঘূর্ণীচক্র ; আসক্তির ষোড়শী মূরতি ;
ভৈরবী বিরাগময়ী বিষাদিনী ; না করে বসতি
ধূম্রা মত্ততার।

৭

স্থূল-নেত্র-অন্তরালে—ইন্দ্রিয়ের তরঙ্গের তলে—
দেহের বিলয় ভূমে—অন্তরের সুসূক্ষ্ম কমলে
নিত্য বিরাজিত
চিন্ময় শরীর খানি হের—হের পরমা বিত্থার,
অঞ্জন-বিহীন কণ্ঠে ওই শোন অঘোষ ওঙ্কার
নিয়ত ঝঙ্কত ;
বাহিরে প্রকৃতি যিনি মায়াময়ী নিত্যরূপান্তর,
বিদ্যার মূরতি ধরি' চিদন্তরে রন্ নিরন্তর
দীপ্ত আপনায় ;
সে সৌন্দর্য্য অফুরন্ত, সে সুরভি অমর-অক্ষয়,
অনন্ততা নিজে যেন আপনাতে পাইয়াছে লয়,
কাল টুটে' যায় ;
অনশ্বর-জ্যোতিঃপুঞ্জ-বিনির্ম্মিত কর-পদ্মে তাঁর
বিরাজে আনন্দ-কুম্ভ, পূর্ণ ঘন সম-রসতার
সুধা-ভরপূর ;
চুমুকে চুমুকে পিও সে অমৃত, মধুর, অ-ক্ষর,
সে আনন্দ-সুধাপানে জন্মমৃত্যু-বন্ধন সত্বর
কর, কর দূর ;——
নাহি সিন্ধু, নাহি বিদ্যা, এক আত্মা অখণ্ড মধুর !

১৫।১১।১০ পুরী

ত্রিবেণী-সঙ্গমে

তুষার-ধবল তুঙ্গ হিমাদ্রির হিমশৃঙ্গ-স্থত
পুঞ্জীভূত ফেনায়িত বিভঙ্গিত গোমুখ-ঝঙ্কৃত
রবি-রুচি ঝরিছে জাহ্নবী ;
হিমাচল-পদ-তল পরিপ্লুত করি' স্থির নীরে,
স্নিগ্ধ-চ্ছায় নমেরুর শ্যাম-বন ধৌত করি' ধীরে,
তরুণা যমুনা কিবা স্মেরাননা আলোকে তিমিরে
ঈষত-কম্পিত-কায়া কম্প্র-চ্ছায়া দুলিছে সমীরে
নীলাম্বরা সুধাংশুর ছবি ;
গিরির গোপন দরী ভেদ করি', দ্রবি' বসুন্ধরা,
নিথর-নির্ম্মল-নীরা সুগভীরা স্বচ্ছ-কলেবরা
সূক্ষ্মলূতাতন্তু-রূপা শুভ্রতনু বিশদ-বন্ধুরা
কোন্ নিম্নতম ভূমি চুমি' চুমি' চরণ-মন্থরা
সরস্বতী ভ্রমিছে অটবী ;
এরূপে ত্রিপথ বহি,' ভেদি' মহী, ত্রিধারা-রূপিণী
জাহ্নবী যমুনা-সতী সরস্বতী শৈল-বিহারিণী
চলে'ছে আপন মনে, নানা ভঙ্গে বিচিত্র-বাহিনী,
কভু দ্রুত, বিলম্বিত, কভু পীনা, কভু ক্ষীণাঙ্গিনী,
কভু দীনা, কথনো গরবী।

২

ওই শোন, কুলু কুলু কল কল খল খল ধ্বনি
ব্যোম হ'তে নিম্নপথে অবতরি', প্লাবিছে অবনী
বেণু-বীণা-মৃদঙ্গ-নিক্কনে ;

তটিনী-শীকর-সিক্ত উর্ম্মী-চুম্বী উন্মদ পবন
তুলিছে কদম্ব-বনে সুখ-স্পর্শ পুলক-কম্পন ;
গঙ্গার গৈরিক বাস, কালিন্দীর সুনীল বসন,
সরস্বতী-তনু-বৃত হংস-জিত অভ্র-আবরণ
দুলে ঘন তরঙ্গ-নর্ত্তনে ;
ক্ষরিছে পীযূষ-ধারা জাহ্নবীর পীন পয়োধরে,
ঝরিছে শশাঙ্ক-সুধা যমুনার পুলিন-অধরে,
ভরিছে অমৃত-স্যন্দ সরস্বতী-উরস ভিতরে,
ত্রি-পথগা নদীত্রয় পুণ্যময় প্রবাহে সঞ্চরে
মরতের তৃষ্ণা-নিবারণে।
সর্জ্জ-বাসে, ধূপামোদে, চন্দনের গন্ধে আমোদিয়া
তটাঙ্গ, তরঙ্গদলে আন্দোলিয়া, কল কল্লোলিয়া,
গিরিগুহা শৈলবন জনপদ নগরী বহিয়া,
বিস্মিয়া কুটীর সৌধ, ভিক্ষু ভূপে সম সন্তোষিয়া,
হের ধায় ত্রিধারা কেমনে !

৩

গলিত-গৈরিক-ধারা গৌরাঙ্গিনী গিরিজা গঙ্গার,
নীলিম নীরদ নিভ নর্ম্ম বারি নীল যমুনার,
দুগ্ধ-শুভ্র সরস্বতী-নীর,
ত্রিধারা, ত্রিপথ হ'তে খরস্রোতে বহি' কলকলে,
সম্ভেদ-সম্ভোগ-ভূমি প্রয়াগের পূত পদ-তলে
মিশে পরস্পর সনে, আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বিহ্বলে;-
ত্রিতন্ত্রীর ত্রিসপ্তক মিলি' যেন মাধুরী উথলে
সুরে সুরে অধীর মদির !

সে যুক্ত-ত্রিবেণী, শেষে, একীভূত, গাঢ়-বিজড়িত,
ধরি' এক-রস-তনু,—প্রতি অণু মিলিত মিশ্রিত,—
বিস্রস্ত-কুন্তলা বালা ধায় বেগে হইতে মজ্জিত
সুদূর সিন্ধুর বুকে,—সর্পী সম গতি কুণ্ডলিত,—
তুলি' দীর্ঘ উদাত্ত গভীর ;
তারপর ত্বরমানা বেপমানা আকুলা ললনা
নাথের চরণ-তলে না লুটিতে পাশরি' আপনা,
বিমুক্ত-ত্রিবেণী পুন ত্রিধারায় বহিয়ে উন্মনা
সে জাহ্নবী সে যমুনা সরস্বতী হারা'য়ে চেতনা
সিন্ধু মাঝে লুকায় শরীর !

৪

নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নরি স্বয়ং-ভব পুরুষপ্রবর
গুহ্য-জীব-দেহ-মূলে সুপ্ত,—যথা হিম-গিরিবর
ধ্যানমগ্ন মহাযোগ-চ্ছবি ;—
সহসা কি লীলা-ছলে, কুতূহলে ভেদি' জটাজূট,
বিদরি' নিভৃত বক্ষ, বিপ্লাবিয়া পাদ-পদ্ম-পুট,
সত্ত্বতমরজোময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণ-সম্পুট
সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া স্রোতোত্রয় বিহরে ত্রিকূট
সরস্বতী যমুনা জাহ্নবী।
প্রফুল্ল ধুস্তূর জিনি' সিতাঙ্গিনী সরস্বতী সতী,
তরুণ-তপন-দ্যুতি রক্ত-বাসা স্নিগ্ধ ভাগীরথী,
শশি-মুখী নীলাম্বরা যমুনা সে ধীর স্রোতস্বতী,—
জ্ঞান কর্ম্ম ভকতির সুধাময়ী ত্রিধারা মহতী—
ধায় নানা ভাব-তনু লভি' ;

পৃথ্বী-বারি-বহ্নি-বায়ু-অভ্র-চক্র করি' বিদারণ,
গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ মাঝে করিয়া ভ্রমণ,
অনিত্যতা নিষ্কামতা নির্ম্মলতা করি' উদ্দীপন,
ক্রমশঃ জীবের চিতে এক-নিষ্ঠা করি' প্রকটন
উপনীত মানস অবধি।

৫

উত্তরি' ভ্রূযুগ মাঝে স্রোতোত্রয় দ্বিদল কমলে
মানস-প্রয়াগ-ধামে যুক্ত-বেণী আজ্ঞা-চক্র-তলে
পরস্পরে করে আলিঙ্গন ;
ভেদ-বুদ্ধি বিসর্জ্জিত, একীভূত জীবের চেতনা—
মিলিত ওঙ্কার সম—সূক্ষ্মতম সম-রসঘনা
বিদ্যুন্মালা-বিলসিতা জ্যোতি-লতা অমর-অঙ্গনা
বিদ্যার মূরতি ধরি' ধায় বেগে বিগত-বন্ধনা
কুণ্ডলিনী নাগিনী মতন।
ক্রমে সে শাম্ভবী বিদ্যা—অনির্ব্বাণ-শিখা-স্বরূপিণী—
নিরালম্ব মহাশূন্য আত্মসাৎ করি' তরঙ্গিনী
মুক্ত-পক্ষ হংসী সম গুঞ্জরিণী কুঞ্জর-গামিনী
সহস্রার-পদ্ম-বনে সিন্ধু সনে রমণ-কামিনী
চলে রঙ্গে, চঞ্চল চরণ ;
রসের বিসর মরি রসময় সাগর-সংহতি
মিলন-বিহ্বলা বালা মুক্ত-বেণী অবতরি' সতী
পুলক লহর লক্ষ তুলি' বক্ষে ধায় স্রোতস্বতী,
সৎ চিৎ আনন্দের ত্রিধারায় উথলায় রতি,
আপনারে করে বিসর্জ্জন !

১৯।১।১৯১১ বসিরহাট

সে যুক্ত-ত্রিবেণী, শেষে, একীভূত, গাঢ়-বিজড়িত,
ধরি' এক-রস-তনু,—প্রতি অণু মিলিত মিশ্রিত,—
বিস্রস্ত-কুন্তলা বালা ধায় বেগে হইতে মজ্জিত
সুদূর সিন্ধুর বুকে,—সর্পী সম গতি কুণ্ডলিত,—
তুলি' দীর্ঘ উদাত্ত গভীর;
তারপর ত্বরমানা বেপমানা আকুলা ললনা
নাথের চরণ-তলে না লুটিতে পাশরি' আপনা,
বিমুক্ত-ত্রিবেণী পুন ত্রিধারায় বহিয়ে উন্মনা
সে জাহ্নবী সে যমুনা সরস্বতী হারা'য়ে চেতনা
সিন্ধু মাঝে লুকায় শরীর!

৪

নির্গুণ নিষ্ক্রিয় মরি স্বয়ং-ভব পুরুষপ্রবর
গুহ্য-জীব-দেহ-মূলে সুপ্ত,—যথা হিম-গিরিবর
ধ্যানমগ্ন মহাযোগ-চ্ছবি;—
সহসা কি লীলা-ছলে, কুতূহলে ভেদি' জটাজূট,
বিদরি' নিভৃত বক্ষ, বিপ্লাবিয়া পাদ-পদ্ম-পুট,
সত্বতমরজোময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণ-সম্পুট
সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া স্রোতোত্রয় বিহরে ত্রিকূট
সরস্বতী যমুনা জাহ্নবী।
প্রফুল্ল ধুস্তূর জিনি' সিতাঙ্গিনী সরস্বতী সতী,
তরুণ-তপন-দ্যুতি রক্ত-বাসা স্নিগ্ধ ভাগীরথী,
শশি-মুখী নীলাম্বরা যমুনা সে ধীর স্রোতস্বতী,—
জ্ঞান কর্ম্ম ভকতির সুধাময়ী ত্রিধারা মহতী—
ধায় নানা ভাব-তনু লভি';

পৃথ্বী-বারি-বহ্নি-বায়ু-অভ্র-চক্র করি' বিদারণ,
গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ মাঝে করিয়া ভ্রমণ,
অনিত্যতা নিষ্কামতা নির্ম্মলতা করি' উদ্দীপন,
ক্রমশঃ জীবের চিতে এক-নিষ্ঠা করি' প্রকটন
উপনীত মানস অবধি।

৫

উত্তরি' ভ্রূযুগ মাঝে স্রোতোত্রয় দ্বিদল কমলে
মানস-প্রয়াগ-ধামে যুক্ত-বেণী আজ্ঞা-চক্র-তলে
পরস্পরে করে আলিঙ্গন ;
ভেদ-বুদ্ধি বিসর্জ্জিত, একীভূত জীবের চেতনা—
মিলিত ওঙ্কার সম—সূক্ষ্মতম সম-রসঘনা
বিদ্যুন্মালা-বিলসিতা জ্যোতি-লতা অমর-অঙ্গনা
বিদ্যার মূরতি ধরি' ধায় বেগে বিগত-বন্ধনা
কুণ্ডলিনী নাগিনী মতন।
ক্রমে সে শাম্ভবী বিদ্যা—অনির্ব্বাণ-শিখা-স্বরূপিণী—
নিরালম্ব মহাশূন্য আত্মসাৎ করি' তরঙ্গিনী
মুক্ত-পক্ষ হংসী সম গুঞ্জরিণী কুঞ্জর-গামিনী
সহস্রার-পদ্ম-বনে সিন্ধু সনে রমণ-কামিনী
চলে রঙ্গে, চঞ্চল চরণ ;
রসের বিসর নরি রসময় সাগর-সংহতি
মিলন-বিহ্বলা বালা মুক্ত-বেণী অবতরি' সতী
পুলক লহর লক্ষ তুলি' বক্ষে ধায় স্রোতস্বতী,
সৎ চিৎ আনন্দের ত্রিধারায় উথলায় রতি,
আপনারে করে বিসর্জ্জন !

১৯।১।১৯১১ বসিরহাট।

রুদ্র-তাণ্ডব।

[ভুবনেশ্বরে কেদার-গৌরী-কুণ্ড নিকটে তাণ্ডব-পর দশভুজ মহাদেবের মূর্ত্তি দর্শনে এই কবিতা রচিত হয়।]

করাল প্রলয় রাত্রি ; ঘনঘোর গভীর তিমির
অনন্তগগন-রূপী সিন্ধু-বক্ষে উদ্বেল অধীর
ধায় দশদিশি ;
বিপুল নিবিড়-কৃষ্ণ মেঘ-উর্ম্মি পড়িছে ভাঙ্গিয়া
কচিৎ ফেনিল হাস্যে ; মুক্ত দ্বার ঘন আন্দোলিয়া
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু মহাবেগে আসে বাহিরিয়া
বিকট গর্জ্জন করি', বিমর্দ্দিয়া শৈল-বন-হিয়া,
ধরা-গর্ভ পিষি'।
ঝরিছে ঝর্ঝর-রবে মুক্ত-তুণ্ড সহস্র নির্ঝর,
অকস্মাৎ ভেদি' যেন ধরণীর পাষাণ-পিঞ্জর
লক্ষ দৈত্য একেবারে হুঙ্কারিয়া তর্জ্জে নিরন্তর,
নাচে ভগ্ন-শির তরু যেন কোটি কবন্ধনিকর,
কি ভীষণা নিশি !
ধ্বংস লোপ নাশ লয় বহুমূর্ত্তি ধরিয়া মরণ
লয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পিনাকীর প্রলয় ভীষণ
ঘোষে দশদিশি।

২

সহসা সে সূচি-ভেদ্য অন্ধকার করিয়া বিদার,
দ্বাদশ তপন জিনি' জ্যোতির্ম্ময় মূরতি কাহার
হইল উদয় ?

রজত-ধবলগিরি হ'তে শুভ্র দিব্য কলেবর,
উড়িছে পিঙ্গল জটা লটপটা ভেদিয়া অম্বর,
দুলিছে আকাশ-গঙ্গা তুলি' শিরে কল কল স্বর,
তাণ্ডব-তরঙ্গে নাচে প্রতি অঙ্গ কদম্ব-কেশর
নানাভঙ্গময়।
অদৃশ্য প্রমথ-কণ্ঠে চতুরঙ্গে ছুটিছে চৌতাল,
তালে তালে প্রভঞ্জন গুম্ফে গুম্ফে ক্বনে করতাল,
তমিস্র কানন মাঝে বাজে বহু বাদ্য বিকরাল,
তাথেই তাথেই থিয়া—থিয়া থিয়া—নাচে তালে তাল
পাগল হৃদয়।
জলে স্থলে বায়ুস্তরে ব্যোমে যবে প্রলয়-প্লাবন,
প্রলয়েশ প্রমথেশ ব্যোমকেশ আনন্দ-নর্ত্তন
তুলে বিশ্বময়।

৩

নাচে ভোলা ভুতনাথ একাধারে স্বরাট বিরাট ;
বনোর্ম্মি মেঘোর্ম্মি তার তালে তালে তুলে মহানাট
উচ্ছল বিহ্বল ;
প্রসারিয়া পাণিদ্বয়, সাপটিয়া ধরে মহাফণী ;
ত্রিশূলপিণাকযুগ যুগ্ম করে তুলি' ঘোর ধ্বনি
ঘন ঘন ঘুরে কিবা, সে ঘূর্ণনে ঘুরিছে অবনী ;
দুলিছে কপাল-মালা এক করে, অপরে অশনি
উগরে অনল ;
কটি হ'তে খসি' পড়ে গজ-ছাল, দ্বিভুজ-মৃণাল
জাপটি' ধরিছে তায় ; দুই করে কভু করতাল
চটপট, কখনো বা ভাবভরে রচে মুদ্রাজাল

সঙ্কুচিয়া করাঙ্গুলি ; কণ্টকিত বিস্ফারিত ভাল
চন্দ্রকরোজ্জ্বল ;
মায়ার মদিরা সুরা,—করি' পান কণামাত্র যার
সুরাসুর নরামর চরাচর মত্ত মাতোয়ার,—
পিয়ে অবিরল।

৪

চল ঢল ঢলে তনু, ঢুলু ঢুলু ঢুলে ত্রিনয়ন,
কালানল-শিখা ঢালে ধ্বক্ ধ্বক্ তৃতীয় নয়ন,
দীপি' অন্ধকার ;
প্রলয়-পয়োধি-নীরে তৃণপুঞ্জ ভাসিছে ভুবন,
"হর হর বম্ বম্ বম্ বম্" গরজে পবন,
আলথাল গজ-ছাল, ঘন ঘন ভূধর-কম্পন,
গণ্ডূষে মায়ার সুরা করি' পান অটল চরণ
টলে লাস্যে তার !
অব্যক্ত সে মহামায়া ব্যক্ত রূপ করি' সম্বরণ
ধূর্জ্জটির রুদ্র দেহে ধীরে ধীরে হ'তেছে মগন,
লুকায় বিরাট অঙ্গে নাচি' সৌর চক্র অগণন,
সে মহাতাণ্ডব তবু না ফুরায়, নহে সমাপন
প্রলয়-হুঙ্কার ;—
সম্বর সম্বর হর ! হে শঙ্কর ! এ তাণ্ডব-নাট,
হে আদি অনাদি শম্ভু ! ভেঙ্গে গেছে ত্রিগুণের হাট,
কেন নৃত্য আর ?

২৬।১১।১৯১০ ভুবনেশ্বর

হৃদ্বিলাস।

১। ভাব

২। বৈরাগ্য

৩। ভজন
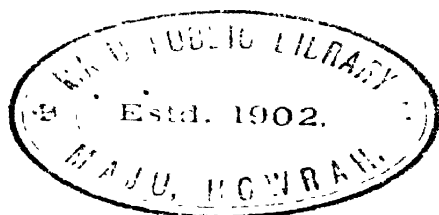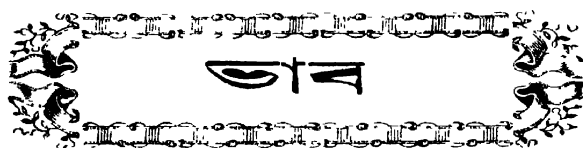
নীরব কবি

কর্ম্ম-সিন্ধু-উপকণ্ঠে বিশ্বাস-অচলে
পবিত্রতা-তপোবনে সাধনা-কুটীর ;
ভকতির প্রবাহিনী পুষ্পিত কুন্তলে
যতনে মুছায় তার চরণ রুচির।
অঙ্গ বে'য়ে ঝরে কিবা রস-নির্ঝরিণী
মন্দ মন্দ শান্তি-বায়ু বহে নিরমল ;
রোষ-সিংহ নিদ্রাতুর, কাম-কুরঙ্গিনী
অঙ্কে তার রহে সুখে নিদ্রায় বিহ্বল।

সে কুটীরে ধ্যান-মগ্ন স্তিমিত-অন্তর
বিরাজে নীরব কবি নিশ্চল-নয়ন,
খসিয়া পড়েছে দূরে ছাড়ি' কলেবর
মলিন বসন সম দেহের চেতন।
চিত্তে বহে ভাব-স্রোত মহান্ উদার,—
অজ্ঞাতে করিছে পান বিশ্ব সুধা তার !

২১।১১।১১ বসিরহাট।

সনেট্

ফুটে ধীরে আধ ফোটা আধেক মুদিত
কবিতার কুঞ্জবনে **সনেট্**-প্রসূন ;
কচি কিশলয় 'পরে শিশির সঞ্চিত,
ভাব-অলি ঘিরি' তারে করে গুন্ গুন্ ।
আধেক খুলিয়া গেছে কতগুলি দল,
আধেক লুকানো আছে গোপন হৃদয় ;
মরমে নিগূঢ় মধু করে টলমল,
সংযত রসের ধারা তবু চাপা রয় ।
পাগল ভাবুক-মন সৌরভে তাহার
ছুটি' আসি' সুধাটুকু লুটিবারে চায়,—
বিরল মাধুরী হেরি' হ'য়ে মাতোয়ার
ভুলে' যায় কোথা তার রস উথলায় ।

সৌন্দর্য্যের অন্তরালে আছে তার হিয়া ;
যে পারে পশিতে তায়, সে রহে ডুবিয়া !

২১।১১।১১ বসিরহাট

আমি

প্রভু,

দুইটি বিরোধী "আমি"র নিবাস
দেহের ভিতরে মোর,
তোমারি কারণে দুঁহু দোঁহা সনে
সতত কলহে ভোর।
এক আমি সদা তোমা ভুলি' গলে
জড়ায় মায়ার পাশ,—
আর আমি চায় লুটিতে ও পায়
টুটিয়া করম-ফাঁশ।
রোষে, অভিমানে, ক্ষুব্ধ পরাণে
এক আমি রহে দূরে,—
মান, আপমান পাশরি' অপরে
তোমা লাগি' সদা ঘুরে।
বিষের আঁধার বিষয়-বিকার
একে করে জর জর,—
তব প্রেম-সুধা অপরের ক্ষুধা
নিবারে নিরন্তর।
আধেক আমার তোমার মাঝার
মিশিয়া পূর্ণ হয়,—
বাকি আধা মোর তোমারে ভুলিয়া
সতত ক্ষুণ্ণ রয়।

একের নয়ন করে দরশন
বাহিরের পোড়া রূপ :—
পলকে অপরে মজ্জিত করে
অন্তর-সুধা-কূপ।

২

এ দুই আমার বাদ অনিবার
পাগল করিল মোরে,
একেরে ছাড়িয়া অপরে লইতে
পরাণ নাহিক সরে।
তুমি এ দুটিরে গড়িয়াছ নাথ!
তোমারে সুধাই তাই :—
করুণা করিয়ে পারনা করিতে
দুই আমি এক ঠাঁই?

২১।১১।১১ বসিরহাট।

ভাষা

ভুবন ভরা ভাষার ভরা সকলে বাঁটি' লয়,
আপন ভাষে সকলি করে ভাবের বিনিময়।

২

ফুলের ভাষা— সুরভিটুকু, পাতার—মরমর্;
লতার ভাষা— লতিয়ে উঠা, ঝরের—ঝরঝর্।
নদীর ভাষা— কুলুলুকুলু, নদের—কলকল্,
সাগর-মেঘে— গরজ গুরু, হ্রদের—ছলছল।

বাঁশরী-সুরে রাগিনী ঘুরে, বীণার—সুরছন্দ,
চাঁদের ভাষা— সুধার হাসি, বনের—শীহরণ।
দুখের ভাষা— দীরঘশ্বাস, সুখের ভাষা—স্মৃতি,
হিয়ার ভাষা— ভাল যে বাসা আপনা ভুলি'নিতি।

৩

কিন্তু নাথ! তোমার ভাষা কেহ না জানে কভু,-
সবারে ছাড়ি' তোমার কথা বুঝিতে চাহি তবু।
ভাষার শেষে, ভাবের পারে, লুকিয়ে আছ তুমি,
নীরব ধ্যানে তোমার বাণী মরম যাবে চুমি'!

১১।১১।১১ বসিরহাট।

জীবন্মুক্ত

জড়দেহ মাঝে যার চৈতন্য-সঞ্চার,
করে কর্ম্ম, কর্ম্ম-চক্র যারে না ঘুরায়,
জন্ম-মৃত্যু নাহি রচে শৃঙ্খল যাহার,
জীবনে সে জীবন্মুক্ত বিচরে ধরায়।

পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, কর্ত্তব্য যখন
পুষ্প দল গুলি সম বিলুণ্ঠিত হয়,
ঘন-রস পক্ক সে যে ফলের মতন
দেহ-বৃক্ষে চিত্ত-বৃন্তে লঘু-লগ্ন রয়।

আছে দেহ, দেহ-বুদ্ধি চির-বিগলিত;
আছে মন, কামনার নাহি আকর্ষণ;

মায়ার ভিতরে থাকি' মায়া-বিরহিত,
কর্ম্ম-রত,—ফল তার ভুঞ্জে জগ-জন।
কণ্ঠ-লগ্ন কালকূট ভুজঙ্গে না জারে,
তেমতি বিষয়-বিষ না পরশে তারে।

২৩।১১।১১ বসিরহাট।

চিল্কা

[সিন্ধুর উপকণ্ঠে সর্ব্বত্র পর্ব্বত-বেষ্টিত চিল্কা-হ্রদ-দর্শনে।]

সিন্ধু-জননীর কণ্ঠ বাহুপাশে করিয়া বন্ধন
রজনীর শেষ যামে ওই হের নিদ্রা-নিমগন
চিল্কা সুকুমারী।
শুভ্র নেত্রে শুক-তারা চেয়ে আছে বালার বদনে,
কুঞ্চিত কুন্তলদল আশে পাশে লুটিছে চরণে,
স্নিগ্ধ নীলাম্বরী খানি উড়িতেছে ঊষার পবনে,
স্বচ্ছ নগ্ন বক্ষ মাঝে স্বপ্ন-ঊর্ম্মি মৃদু আন্দোলনে
পড়িছে বিথারি'।
নীরবে নীরদাকৃতি নভশ্চুম্বী তালীবনাবৃত
সচ্ছায় শ্যামল-কায় শৈলপুঞ্জ, মেঘ-মেদুরিত,
বিরচি' বিপুল ব্যূহ, দিক্-চক্র করিয়া বেষ্টিত,
রক্ষিছে প্রহরী রূপে প্রকৃতির নিভৃত-রক্ষিত
সে দিব্য কুমারী।
অনাঘ্রাত ঘনীভূত সুধা যেন, ধরিয়া শরীর,
এলাইয়া আপনারে, ছড়াইয়া ধারা মাধুরীর,

রচিয়াছে কিশোরীর অপূর্ব্ব সে লাবণ্য রুচির,
নেত্র-পরশনে বুঝি হবে ম্লান সে রূপ মদির
স্বপন-সঞ্চারী !

২

সহসা বিচিত্র-পক্ষ লক্ষ লক্ষ বিহঙ্গম-রবে
জাগি' বালা, আলু থালু দিঠি তুলি' চাহিল নীরবে
পূর্ব্বাশার পানে ;—
অমনি পড়িল নেত্রে আধ ঘুমে আধ জাগরণে
রবির রক্তিমচ্ছবি ;—যেন মরি যাদু-পরশনে
গূঢ় মর্ম্ম-স্তর ভেদি' না জানি কি অবিদিত ক্ষণে
ফুটিয়া উঠিল বুঝি স্বপ্ন-ফুল স্মৃতি-সমীরণে
নিশি অবসানে !
শিথিলিল বাহু-বন্ধ ; ভুরু-ভঙ্গে গ্রীবা উত্তোলিয়া
বিস্ময়ে চাহিল বালা, দীর্ঘায়ত নেত্র-পুট দিয়া
সদ্য বিকশিত মরি সে মাধুরী বার বার পি'য়া
না মিটিল তৃষা তার ! চিত্ত-হ্রদ উঠিল নাচিয়া
কি অজ্ঞাত টানে।
মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল জননীর আজন্ম যতন ;
নিমেষে কিশোর হিয়া আস্বাদিল তরল যৌবন ;
পাগলী করিল তারে নবোত্থিত প্রেমের স্বপন ;
গর্ব্ব ভুলি', সর্ব্ব ভুলি', আপনারে দিল বিসর্জ্জন,
কারে কে বা জানে !

৩

মধুর মধ্যাহ্ন তারে মধুস্রোতে করিল বিহ্বল,
দীপ্ত রবি কোটি করে স্পর্শ-সুখে করিল চঞ্চল
যুবতীর হিয়া ;

কভু বা মেঘের খেলা শৈলচূড়ে রচে ইন্দ্রজাল,
কভু বক্ষে ফেলে ছায়া স্থজি' গূঢ় স্নিগ্ধ অন্তরাল,
প্রচণ্ড কিরণে কভু ধূম সম ধীরে গিরিমাল
ধীর পদে অপসরে, কভু তুঙ্গ তরঙ্গ বিশাল
ছুটে গরজিয়া।
তার পর,—অতি ধীরে সন্ধ্যা যবে নামে নম্র মুখে,
দিক্ হ'তে দিগন্তরে ঢলে' পড়ে সে মথিত বুকে
অস্ত রবি, ঢালি' তার শেষ রশ্মি আরক্ত চিবুকে
সোহাগে যতনে, তবু প্রেম-গর্ব্বে মাতৃ-অঙ্কে সুখে
রহে সে ডুবিয়া ;
রসময়ী চিল্কা-বালা সে মুহূর্ত্তে হয় রে চিন্ময়,
প্রেমের আনন্দ-সুধা চিত্ত তার করে রে তন্ময়,
মরি সে অপূর্ব্ব-দৃষ্ট নব-ভুক্ত অমর প্রণয়
যামিনীর সারা যাম রাখে তারে সফলতাময়
স্বপ্নে নিমজ্জিয়া !

৪

মায়াময়ী প্রকৃতির তপ্ত অঙ্কে স্নেহ-রস-পানে
বর্দ্ধিত ভকত-চিত্ত ওই মত ক্রীড়া-রত প্রাণে
কিছু না জানিত ;
'বিষয়'-পর্ব্বত কত ঘিরি' সেই কুমারী-হৃদয়
কৌতূহলী নেত্র হ'তে রক্ষিবারে সদা রত রয়,
জননীর স্নেহ বিনা না বুঝিত অপর প্রণয়,
উতলা আপনা-ভোলা দিব্য প্রেম চিরমধুময়
ছিল অ-স্বাদিত।—
ছায়াচ্ছন্ন সে দুর্গম গিরি-চক্র ভেদি' অকস্মাৎ,

আমর্ম্ম করিয়া দীপ্ত, ঢালি' স্নিগ্ধ জ্যোতির প্রপ্রাত,
চিন্ময় পুরুষ এক সমুদিল করি' আত্মসাৎ
অখণ্ড হৃদয়খানি! অভিনব ভাব-অভিঘাত
উচ্ছ্বসিল চিত;
ভুলিল জননী-স্নেহ; স্বপ্ন-মগ্ন রহি' জাগরণে
দেশকাল গেল ভুলি';—ছবি যবে লুকা'ল গোপনে,
না ভাঙ্গিল স্বপ্ন তবু; জননীরে বাঁধি' আলিঙ্গনে
সার্থক ভাবিল জন্ম; বিরহিনী মানস-মিলনে
আনন্দ-মজ্জিত!

১৪।১১।১৯১১ বসিরহাট

চিল্কা-সাক্ষাৎ

কি দেখিনু!
অকস্মাৎ যেন নেত্র 'পরে
ঊষার অস্পষ্টালোকে অরুণ কিরণে
ঘন-রেখ দৃশ্য-পট ভূতলে অম্বরে
কে দিল খুলিয়া!
কিংবা মরমে গোপনে
কবেকার ভোলাস্বপ্ন বহুদিন পরে
যেন রে সহসা-শ্রুত সঙ্গীতের সুরে
উঠিল জাগিয়া! কিংবা গূঢ় চিদন্তরে
জন্মান্তর-সুখ-স্মৃতি কি খেয়ালে ঘুরে'
যেন পুন সঞ্জীবিল!

নীরদ-বরণ
জলদ-চুম্বিত চারু দূর গিরিচয়
পরস্পরে ধরি' করে বিরচি' বেষ্টন
কি যেন লুকায়ে রাখে সতর্ক-হৃদয়!
উঠিল যে সুধা-ভাণ্ড মথিয়া সাগর,
তুই কি তা', হে দুলালি চিল্কা-সরোবর?

১৪।১১।১১ বসিরহাট।

কালী-জয়ী

[চিল্কা মধ্যে মন্দির-মণ্ডিত কালী-জয়ী নামক শৈল-দ্বীপ।]

কুণ্ডলিত মহাকাশ মহাসাপ সম
ঘিরি' আছে ওই নগ্ন গিরি-কলেবর;
ফিরিয়া না দেখে, চিত্ত নিষ্কাম নির্ম্মম,
আছাড়ে চরণ-মূলে চিল্কা-সরোবর।

শিরে তার জটা-ভার বন্য লতিকার,
অনন্ত সিন্ধুর কূলে মহাধ্যান-রত;
নিস্পন্দ নীরদপুঞ্জ রচে ছায়া তার,
ঊষা সতী ঢালে নিতি পুষ্প-অর্ঘ্য শত।

লক্ষ লক্ষ বিহঙ্গম আসি' সন্ধ্যাগমে
নিঃশঙ্ক চরণে ধীরে বসে পৃষ্ঠ'পরে;
দূর হ'তে পল্লীগুলি উদ্দেশে প্রণমে,
আশীর্ব্বাদ মাগি' লয় মূক-ভক্তিভরে।

সে শুধু হৃদয়ে ধরি' আরাধ্যা তাহার
যুগে যুগে যোগ-মগ্ন রহে অনিবার!

১৪।১১।১১ বসিরহাট।

অন্বেষণ

[বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণি।]

আমারে খুঁজিছ কিগো ওগো প্রিয়তম!
পলক-বিহীন নেত্রে সারা অঙ্গে মম
অখণ্ডিত কৌতুহলে?
ঘন কৃষ্ণালকে
অরুণাক্ত বন-বীথি, ললাট-ফলকে
ঊষা-জ্যোতি, মুকুলিত বসন্ত-যৌবন
হৃদি-কুঞ্জে, রূপ-জ্যো'স্না করিয়া দর্শন
সর্ব্ব-দেহে, ক্ষণ মোহে হ'য়ে আত্ম-হারা
তনুর অতনু রূপে বিহ্বলের পারা
নিমজ্জিত কেন সখে?
আপনা সম্বরি'
চেয়ে দেখ,—যে মাধুরী পড়িছে ঝর্ঝরি'
অঙ্গে মম, অফুরন্ত নহে সে নির্ঝর;
লুকায় শিশির-গর্ভে বসন্ত সুন্দর;
ঝরে ফুল, নিভে ঊষা, নিকুঞ্জ শ্মশান,—
এ দেহ ভিতরে মোর না পা'বে সন্ধান।

(২)

নীল স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় নীলিমার মত
নেত্রে মোর কি দেখিছ চাহি' অবিরত
ওগো চির-মিত্র মম ?
দেখিছ কি তথা
কামনার সৌর-চক্র ঘুরিছে সর্ব্বদা
শব্দ-হীন ? বাসনার ক্ষুব্ধ ধরা 'পরে
নীরবে নিরাশা-সন্ধ্যা স্নিগ্ধ ছায়া ধরে ?
আশা-শশী উদি' ধীরে, ধীরে অস্ত যায়,
বিষাদের অন্ধকারে ?
পাবে না তথায়
আমার সন্ধান কভু—রচে যথা মায়া
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু দীপ্তালোক ছায়া
অহরহ।
তার সীমা করি' অতিক্রম
গাহন করিতে বুঝি চাহ প্রিয়তম,
অগাধ এ হৃদয়ের অসীম অতলে,
রবি চন্দ্র গ্রহ তারা যথা নাহি জ্বলে ?

(৩)

ওগো অনন্তের পান্থ ! সাধনার বলে
পার যদি প্রবেশিতে সে অতল-তলে,
মুক্ত-কাম হইবে তখনি !
নাহি তথা
সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, চিত্ত-চপলতা,
দেহ-রতি, ভেদ-মতি, বিরহ মিলন,

কামনা বাসনা আশা, জনম মরণ,
ভঙ্গুর লহর-লীলা ; অন্ধ মমতার
ঘন ঝঞ্ঝা, নাহি তথা জড় চেতনার
ঘোর দ্বন্দ্ব।
সে চিন্ময় নিত্য নিকেতনে
আত্ম পর বিসর্জ্জিয়া সে মাহেন্দ্র ক্ষণে
বুঝিবে--তোমারি আমি, তুমি যে আমার ;
বুঝিবে—না রহে তথা তুমি আমি আর ;
নাহি কাল, নাহি দেশ, নাহি রূপ নাম,
আনন্দ ! আনন্দ শুধু !—সেইত সন্ধান !

২৮।১১।১১ বসিরহাট

মহী

সিন্ধু-কণ্ঠে নিশিদিন তুলি' আর্ত্তনাদ
ত্রস্ত পদে চক্র-পথে ঘুরি' নিরন্তর
দগ্ধ পদতলে দলি' শত উল্কাপাত
মহাশূন্যে ধায় মহী আকুল-অন্তর
উন্মাদিনী যেন ! নীরদ-কুন্তল-জাল
উড়ি' পড়ে পৃষ্ঠ'পরে, ম্লান মুখ-শশী ;
বক্ষের পঞ্জর হ'তে তীব্র বিকরাল
অগ্নি-মাখা উষ্ণ শ্বাস উঠিছে উচ্ছ্বসি'
থাকি' থাকি' ; যন্ত্রণায় উঠে শিহরিয়া
ক্ষণে ক্ষণে ; স্রস্ত-বাস অদ্রি-পয়োধর

ঘন দুলে ; মর্ম্ম-তাপে ফাটে বুঝি হিয়া ;
গুমরি' গুমরি' কাঁদে, কাঁপে কলেবর।

যতদিন বক্ষে তারে না ধরিবে রবি,
এমনি ছুটিবে বালা নিরাশার ছবি !

২০।১১।১১ বসিরহাট

ঘূর্ণী বায়ু

নেত্র 'পরে নিত্য রাজে প্রেম-পাত্র তার,
তবু না ধরিতে পারে বক্ষের উপর ;
ফুকারি' কহিতে নারে মরম তাহার,
গুমরি' গুমরি' মরে গোপন অন্তর।
থাকি' থাকি' বক্ষমাঝে গূঢ় মর্ম্ম-তলে
ঘুরে যবে ঘূর্ণী-পাকে নিরুদ্ধ নীরব
গভীর বিষাদ, বালা চাপে করতলে
উচ্ছূন উরস, স্মরি' নারীর গরব।
আবেগে বহিতে যবে চাহে অশ্রুধার
নেত্র-পথে, অভিমানে রোধে তার গতি ;
অমনি দীরঘ শ্বাস বহে অ-নিবার
ঘূর্ণিত ঝটিকা বেগে হৃদয় বিমথি'।

রবি-উপেক্ষিত ধরা দহে চুপে চুপে,
ঘুরে তার শোকোচ্ছ্বাস ঘূর্ণীবায়ুরূপে !

২২।১১।১১ বসিরহাট।

পল্লী-সন্ধ্যা

সন্ধ্যা আসে অলক্ষিতে অতি ধীরে ধীরে
নয়নে নিদ্রার মত ! নভ, নদী, মাঠ,
তরুর শ্যামল রেখা সাঁঝের তিমিরে
গেছে মিশি'। স্তব্ধ হ'য়ে আকাশ বিরাট
করিছে কাহার ধ্যান। নক্ষত্রের আলো
স্বপ্ন-মগ্ন যোগী-মুখে হাসির মতন
ফুটিয়া উঠিছে ধীরে। জমিয়াছে ভালো
মণ্ডূক-ঝিল্লীর কণ্ঠে সান্ধ্য-সংকীর্ত্তন
নভ-প্লাবী। গ্রামখানি করিছে মুখর
শিব-ভক্ত শিবাদল গাল-বাদ্য করি'।
উদ্ধনেত্রে ভক্তি ভরে জুড়ি' দুটি কর
পল্লীসতী সন্ধ্যারতি করিছে সুন্দরী।

* * * *

সহসা অশথ-শিরে মূক মনোরমা
দেবতার আশীর্ব্বাণী ঢালিল চন্দ্রমা !

শ্রাবণ ১৩১৮। রাসিরহাট।

সান্ধ্য মাধুরী

শ্যামল প্রান্তরে শু'য়ে শষ্পিত শয়নে,
রাখি' শির উপলের উপাধান-বুকে,
সৌন্দর্য্য-পিপাসু আঁখি তুলিয়া গগনে,
বিশ্বের মাধুরী ফোটা দেখিতেছি সুখে।
তপন-হীরক-চূর্ণ কিরণ-নির্ঝর
কোন্ নিম্ন মূল হ'তে হইয়া উচ্ছল
নদী-গর্ভ অন্তরীক্ষ নীরদ ভূধর
সর্ব্বত্র পড়িছে ঝরি' বিচিত্র উজ্জ্বল।
লঘু ওষ্ঠাধরে চাপা হাসির মতন
দুখানি মেঘের মাঝে দ্বিতীয়ার শশী
ফুটিয়া মিলা'য়ে যায় শঙ্কিত-চরণ
প্রেমের স্বপন সম।
বহু দূরে বসি'
সন্ধ্যাতারা ধরণীরে করিছে বিহ্বল
দরশের পরশনে পুলক-চঞ্চল।

২৩।১১।১১ বসিরহাট।

সাধনা

সারা দিন বড় সাধে গাঁথা মালাখানি
আঁখি-নীরে ধু'য়ে বালা দিবা-অবসানে
কা'র দুটি চরণের উদ্দেশে না জানি
ভাসাল নদীর জলে বিভল পরাণে !
জ্বালায়ে প্রদীপটিরে আরতির তরে,
তটিনী-সোপানে বসি', কা'র মুখ স্মরি'
ধীরে ধীরে ভাসাইল নদীর লহরে ;
অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা দোলে ঊর্ম্মি 'পরি।
সন্ধ্যার শীতল বায়ু খেলিছে অলকে,
অবিদিতে নদী-জলে লুটিছে অঞ্চল ;
আঁখি দুটি শুধু দূরে চাহে ক্ষীণালোকে,
ঝরা ফুল সহ ঝরি' পড়ে অশ্রুজল।

কে জানে গো কোন্ পারে দূর-বন্ধু তার
পরিল সে দীপালোকে ভাসা ফুল-হার।

২৯।১১।১২ বসিরহাট।

প্রদীপ-হস্তা

সম্মুখে গভীর নিশি, ঘোর অরণ্যানী,
নিবিড়-তিমির-মাখা স্তব্ধ বন-পথ ;
বাম করে ধরি' দীপ কে তুমি না জানি
চলিয়াছ আগে আগে স্বপ্ন-মূর্ত্তিবৎ ?
তব পদ অনুসরি,' চাহি' তোমা পানে,
লখি' ওই দীপালোক, কি জানি কোথায়
চলিয়াছি ! থাকি' থাকি' পশিতেছে কানে
নূপুর-শিঞ্জন শুধু ; এ ঘোর নিশায়
জ্বলিছে আলোক-তনু দীপ-শিখা তব
নয়নাগ্রে, ঢালি' তার বিরল কিরণ।
কোথা মোরে নিতে চাও ? কোন্ অভিনব
স্বপ্ন-রাজ্যে ? কণ্টকিত কাতর চরণ
না পারে চলিতে আর ! ইঙ্গিত তোমার
টানিয়া নিতেছে তবু হৃদয় আমার !

২১।১১।১১ বসিরহাট

হৃদয়-যমুনা

আজি হিয়া ওই শান্ত যমুনার প্রায়
স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে' আছে তটের চরণে .
পরিশ্রান্ত উর্ম্মি গুলি হিল্লোলি' লুটায়,
ক্ষীণ-কণ্ঠ, ক্ষুদ্র-তনু, মন্থর পবনে।

ধীরে ধীরে উর্দ্ধ হ'তে আসিছে নামিয়া
জীবনের ম্লান সন্ধ্যা অবিদিতে মোর ;
বহু-ভুক্ত সুখ-দুঃখ যেতেছে মিলিয়া,
নানা বর্ণ নাশে যথা আঁধারের ঘোর।

মেঘের সমাধি মাঝে ওই কর্ম্ম-রবি
ডুবে যথা, সেথা হ'তে বাহি' স্বপ্ন-তরী
মর্ম্ম মাঝে আসি' মম আজি লো অমরি !
চলিয়া যেতেছ কোথা না আঁকিতে ছবি ?

যাহ বালা !—শুধু ক্ষীণ ক্ষেপনীর ধ্বনি
শুনি যেন, জাগে যেন চকিত চাহনি।

২১।১১।১১　　　　বসিরহাট।

উপল-প্রাণ

উত্তপ্ত উপল-খণ্ড নিদাঘের দিনে
জ্বলন্ত অঙ্গার সম জ্বলে অবিরল,
সংসার-আতপ-তাপে শান্তি-বারি বিনে
সেই মত প্রাণ মম দহিছে কেবল।
নিঃশ্বসি' অনল-কণা বিশ্বাস-অনিল
কখনো মূরছে, কভু করে হাহাকার ;
প্রেম-পুষ্প ঝরে, শুষ্ক ভাবের সলিল,
এস না নীরস প্রাণে হে দেবি আমার।

শান্ত হ'বে প্রাণ যবে নিরাশা-সন্ধ্যায়,
বহিবে বিজনে মৃদু বৈরাগ্য-পবন,
সান্ত্বনা-শিশির ঢালি' এ মোর হিয়ায়
অন্ধকারে রেখো ধীরে যুগল চরণ।
সংসারের তাপ-জ্বালা না রহিবে আর,
মরমে শুনিব শুধু নিঃশ্বাস তোমার।

২১।১১।১১ বসিরহাট

শুষ্কলতা

শুষ্কলতাখানি সম হৃদয় আমার
নিশীথে নয়ন-নীরে তিতিছে কেবল ;
থাকি' থাকি' ঝরিতেছে ফুলগুলি তার
লুটায়ে সুরভি টুকু তরু-পদ-তল
শিশিরের শীত-বাতে উঠিছে শিহরি,'
নীরবে কাঁদিছে শুধু গুমরি' গুমরি'।

বসে' আছি অপেক্ষায়—কবে গো আবার
শীতান্তে বসন্ত রূপে হইবে উদয়,
মৃত-প্রায় চিত্তে মম করিবে সঞ্চার
সঞ্জীবনী সুধা তব পরশ-মলয় ;
মুঞ্জরি' উঠিবে তাহে বিশুষ্ক বল্লরী
লভি' তব আলিঙ্গন হে চিরসুন্দরি !

২১।১১।১১ বসিরহাট

শীত-মধ্যাহ্নে

শু'য়ে আছি মৃদু-তপ্ত মধ্যাহ্নের বুকে
ঢাকি' অঙ্গ বনানীর শ্যামল অঞ্চলে ;
রবির কিরণ-সুধা ঝরিতেছে মুখে
বন-তরু-তরলিত।
খুলি' সুচঞ্চলে
পক্ষ-পুট, মুদি' কভু, বন্য লতিকায়
পথ-ভ্রান্ত পরী-শিশু প্রজাপতি দুটি
করে কেলি।
অতি দূরে নভ-নীলিমায়
উড়ে পাখী, ছায়া তার মাঠে পড়ে লুটি'।

ক্ষুদ্র শাল-কুঞ্জ সম মরত ছাড়িয়া
সৌন্দর্য্য-পাথারে মরি কবে মোর হিয়া
সন্তরিবে ওই শূন্যে বিহঙ্গ মতন
অনন্তের অসীমতা করিয়া মন্থন ?
ছায়া সম জড় দেহ মর্ত্তে পড়ি' র'বে,
চিদানন্দে চিত্ত মম নিমজ্জিত হ'বে ?

২১।১১।১১ বসিরহাট

এক লক্ষ্য

গম্ভীর মুরতি ধরি' গুহামাঝে বসি'
আত্ম-মগ্ন জ্ঞান-যোগি ! করিছ কি ধ্যান ?
আপনার সুনিগূঢ় অভ্যন্তরে পশি'
ভাবিতেছ—দেহ বিশ্ব স্বপন সমান ?

সৃজনের সুধাস্রোতে ভাসা'য়ে অন্তর
প্রেম-পুলকিত চিত্তে তিতি' নেত্র-নীরে
দেখিছ কি ভক্তি-যোগি ! সে সুধা-সাগর
করিছে অমৃত-পূর্ণ প্রতি ঊর্ম্মিটিরে ?

কাম-ঊর্ম্মি-বিক্ষোভিত কর্ম্ম-সিন্ধু-বুকে
অচল পর্ব্বত সম হে কর্ম্ম-যোগিন্ !
সর্ব্ব কামনার মাঝে সর্ব্ব সুখে দুখে
ভাবিছ কি—প্রশান্ততা লক্ষ্য নিশিদিন ?

জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম শুধু বিভিন্ন সোপান ;
লক্ষ্য—আত্ম-বিসর্জ্জন, একত্ব বিধান।

৭।১২।১১ বসিরহাট।

তোমার রূপ

পত্রের কোমল গাত্রে কি বিচিত্র রেখা,
লঘু ঝিনুকের অঙ্গে কি বর্ণ-সম্ভার,
ধবল তুষার-খণ্ডে কি অঙ্কন-লেখা,
ক্ষুদ্র-প্রজাপতি-দেহে কি রঙ্গ-ভাণ্ডার!

শিশুর সরল প্রাণে কি ভাব-লহর,
কিশোরীর চিত্তে কি বা নব অনুরাগ,
পঙ্কজে পঙ্কের মাঝে কি মধু-নির্ঝর,
যৌবনে যোগীর মনে কি তীব্র বিরাগ!

লোকে বলে এ সবার লাবণ্য-লহরী
প্রকাশ করিছে তব রচনা কৌশল; --
আমি দেখি এ সবার অভ্যন্তরে হরি!
উছলি' পড়িছে তব রূপ নিরমল!
এ জগতে যত কিছু মধুর সুন্দর,
উথলে ও রস-স্রোত তাহে নিরন্তর!

৪।১২।১১ বসিরহাট

কুয়াসা

নিশি-শেষে অতি ভোরে আসি' নদী-কূলে
চেয়ে দেখি—অখণ্ডিত ধূম্র কোয়াসায়
সর্ব্বত্র ভরিয়া গেছে ; যাদু-দণ্ড তুলে'
কে যেন মুছিয়া দে'ছে নিখিল ধরায় ;
নভ নগ নদী তরু এপার ওপার
মিশিয়া রয়েছে যেন হ'য়ে একাকার !

সহসা তপন আসি' দীপ্ত কোটি করে
খুলি' দিল প্রকৃতির সে অবগুণ্ঠন,
সমগ্র চারুতা তার প্রতি অঙ্গ 'পরে
ফুটিয়া উঠিল মরি নয়ন-রঞ্জন !

আমারো জীবনে আজি মায়া-কুজ্ঝটিকা
ঢাকিয়া রেখেছে হৃদে মহাভাবগুলি ;
তুমি কি সহসা আসি' জ্বালি' দিব্য শিখা
দিবে নাথ ! তাহাদের আবরণ খুলি' ?

২৪।১১।১১ বসিরহাট

মধুর-মোহন

ব্রহ্মাণ্ড ধরেছ নাথ! দশনে তোমার,
হিরণ্য-কশিপু নখে করিয়াছ চূর,
ক্ষত্রিয়-শোণিতে দিলে তর্পণ ধরার,
হুঙ্কারে দলিলে পদে গর্ব্বিত অসুর।

তোমার ও রুদ্র মূর্ত্তি করাল ভীষণ
পরশিতে নারে মম কোমল অন্তর;
মরমে এঁকেছি আমি মধুর-মোহন
রসের বিসর তব মূরতি সুন্দর।

সদয়-হৃদয় কভু সজল-নয়ন
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিছ প্রচার;
কভু প্রেমে বিগলিত পুলক-কম্পন,
জনে জনে যাচি' কর জীবের উদ্ধার।
বাজাও মরমে কভু মুরলী মধুর,
আবেশে অবশ তনু, হিয়া শতচূর!

৩।১২।১১ বসিরহাট

কত রূপে

দেখি যবে গৃহ-লক্ষ্মী বসিয়া প্রাঙ্গনে
চাপিছে চুচুক কোনো শিশুর বদনে,
চুমিছে কাহারো মুখ,—অমনি অন্তরে
জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তব চকিতে সঞ্চরে !

আদরিণী মেয়ে যবে দোলায়ে কুন্তল
বাহু-পাশে বাঁধে মোরে লোটায়ে অঞ্চল,—
নিমেষে নয়নে লাগে স্বপন-লহর,
ভুজ-ভঙ্গে হেরি তোর গৌরী-কলেবর !

বংশের দুলাল যবে আসে হেলে' দুলে'
নগ্ন দেহে, অতি স্নেহে বক্ষে পড়ে ঢুলে',—
ব্রজের আনন্দ যেন উথলে অন্তরে,
গোপাল-মূরতি তব স্বপনে সঞ্চরে !

কত রূপে কত ছাঁদে এস তুমি নিতি,
জনম-সফল করে তোমার পিরীতি !

২৫।১১।১১ বসিরহাট

—

কংস-কারাগার

বিষয়ের কারাগার পাষাণ-নির্ম্মিত ;
অনুরাগ-বসুদেব, ভকতি-দেবকী
বসি' সে কারার মাঝে ধূলি-বিলুণ্ঠিত,
রোদনে নয়ন অন্ধ, উঠিছে চমকি'।

কাম-কংস-দূতী ওই পিশাচী কামনা
অট্ট হাসে রঙ্গ করে তাদের বিলাপে ;
অবিশ্বাস-দ্বারী দ্বারে দেয় প্রহরণা,
নীরব বেদনে দোঁহে দুখ-নিশি যাপে।

বন্দী-যুগ-বক্ষ 'পরে সংশয়-প্রস্তর
চাপায়ে, রেখেছে বান্ধি' বাহু দুজনার ;
সে নিবিড় অন্ধকারে বদ্ধ নারীনর
জপিতেছে কৃষ্ণ-নাম কাঁদি' বারবার।

অনুরাগ ভক্তি যবে ঢালে অশ্রুধার,
থাকিতে কি পারে কৃষ্ণ না করি উদ্ধার?

২৬।১১।১১ বসিরহাট

বৈরাগ্য

শান্তি-সুধা

শান্তি-শতকের ভাবাবলম্বনে

কতবার জেনেছি ত বীভৎস বিষয় পঙ্ক, তবু বলবতী
আয়ুষ্মতী বিষয়-বাসনা ;
কতবার বুঝিয়াছি চিরস্থায়ী নহে দেহ, তবু তাহে মতি,
হ্রাস-হীনা প্রমোদ-কামনা !
হৃদয়ে স্ফুরয়ে যদি আত্ম-বোধ, তবু হৃদি
নহে নি-র্ব্বাসন,
মানব-জীবনে হায় ! এ কি দৈব-বিড়ম্বনা—
নাহি নির্দ্ধারণ !

পতঙ্গম নাহি জানে দাহ-জ্বালা, পড়ে তাই প্রদীপ-শিখায়,
অবিদিতে ঘটয়ে মরণ ;
বড়িশ আমিষ-মাখা মৃত্যু-বাণ নাহি জানি' লোভ-বশে হায়
কণ্ঠে মীন করয়ে ধারণ ;—
কিন্তু মোরা কামনারে বিপজ্জাল-বিজড়িত
জেনে' শুনে' মরি
ছাড়িতে না পারি যবে, অহো কি জটিল ভবে
মায়া মোহকরী !

৩

ডুবিয়া বিষয়-রসে ভাবে মন মোহ-বশে— ভোগের ইন্ধনে
প্রবৃত্তিরে করিবে দহন,
তাই তারে দহিবারে নানাসুখ-উপাচারে কামিনী-কাঞ্চনে
নিতি নিতি করে আয়োজন ;
কিন্তু নাহি জানে হায় ঘৃতাহুতি দিলে তায়
অনল প্রবল ;
কাম-সুরা করি' পান বাড়ে তৃষা লেলিহান্,
করয়ে পাগল !

পদ্ম-পত্রে টল টল করে যথা বিন্দু জল, তেমতি জীবন
নর-দেহে সতত চঞ্চল ;
এ ছার জীবন তরে এ জগতে কি না করে মুগ্ধ জীবগণ
হারাইয়া বিবেক উজ্জ্বল !
ধন-মোহে অন্ধ-আঁখি দ্রবিণ-কণার লাগি'
পরের সদন
লাজের খাইয়া মাথা নিজ মুখে গুণ-গাথা
গায় রে আপন !

৫

বিষাক্ত বিষয়-রস, ঘৃণিত শরীর, আয়ু অতীব চঞ্চল ;
পথ মাঝে পথিকের প্রায়
বন্ধু সহ সম্মিলন, জগতে প্রণয়-সুখ বিয়োগ-বিহ্বল,
স্বপ্ন সম নিমেষে লুকায় ;

রস-হীন এ সংসার প্রয়োজন পরিহার
কহে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু সে কথার কথা, নাহি স্থান পায় কোথা
হৃদয়ে কখন !

৬

ক্ষণিকা ক্ষণদা সম ভবের বিষয়-সুখ সতত চঞ্চল,
এই আছে—এই পুন নাই ;
চপলা-চমক-শেষে বাড়ে যথা অন্ধকার নিবিড় প্রবল,
সুখ-নাশে দুখ তথা পাই।
ত্যজি' এ বাসনা-সুখ শান্তির বিমল মুখ
উচিত দর্শন ;—
এ শুধু মুখের কথা, না বুঝিয়া শুক যথা
গায় শূন্যমন !

৭

মত্ত মনো-মাতঙ্গের দুর্দ্দম দুর্ব্বার মদ উছলে যখন,
আকাঙ্ক্ষার ঘন আন্দোলনে
ভেঙে যায় কুলাচার লজ্জার শৃঙ্খল তার, ধৈর্য্যের বন্ধন
টুটি' ধায় বিষয়-কাননে ;
বিবেক-অঙ্কুশ মরি নিস্ফল পারশে পড়ি'
রহে বল হীন,
সম্বরিতে নারে আর সুবুদ্ধি-মাহুত তার
বারণ স্বাধীন !

৮

ভিক্ষান্ন ভোজন যার, ভবন মন্দির-দ্বার, শয্যা ভূমি-তল,
পরিজন নিজ কলেবর,

জীর্ণ পট-খণ্ডে বাঁধা শত ছিন্ন কন্থা যার বসন কেবল,
পান-পাত্র শুধু ছুটি কর,
সংসার শশ্মান-বোধে সন্ন্যাসী সাজিয়া যেবা
ভ্রমে নিরন্তর,
হা ধিক্ ! তাহারো বুকে বিষয় বসতি করে,
কাম বিষ-ধর !

৯

হা উদর ! তুই সাধু, সন্তোষ সামান্য শাকে লভিস্ যখন
শ্রেষ্ঠ তুই হইতে হৃদয় ;
অগণিত বাঞ্ছারাশি নাহি পারে গর্ভ তার করিতে পূরণ,
চিত- কুক্ষি কি বিপুল হয় !
আশা-বাত-বিক্ষোভিত কাম-উর্ম্মি-বিলোড়িত
জীবন-জলধি ;
নাহি কূল, নাহি পার, সীমা-হীন অন্ধকার
ঘিরি' নিরবধি !

১০

নিঃস্ব চায় শত মুদ্রা, শতী চায় দশ শত, লক্ষ সহস্রেশ,
লক্ষ-পতি রাজ্য করে আশ,
রাজা সে সম্রাট হ'তে পুষে বাঞ্ছা সদাচিতে, সম্রাট সুরেশ,
ব্রহ্মা-পদ ইন্দ্রে অভিলাষ,
ব্রহ্মা চায় বিষ্ণু হ'তে ; এইরূপে থরে থরে
সজ্জিত বাসনা ;
আশার অবধি অহ ! কে কোথা পেয়েছে কহ ?
অনন্ত কামনা !

১১

শুক্র ও শোণিতে গড়া এই নর--দেহ মরি মরণ অধীন,
দুখে শোকে সদা অভিভূত,
রোগের আরাম-ভূমি , জেনে' শুনে' তবু জীব বিবেক-বিহীন
মায়াম্বুধি মাঝারে মজ্জিত
এ ছার দেহের সুখ খুঁজে সদা, চায় নিতি
সঙ্গ রমণীর,
তনয় কামনা করে, বিষয় সম্পদ তরে
হৃদয় অধীর !

১২

শ্মশানে খট্টাঙ্গ পাশে ওই যে হেরিছ তুমি কপাল-কঙ্কাল
প্রকটিত-ধবল-দশন,
বায়ু তার মাঝে পশি' উচ্চে তুলি' হা হা ধ্বনি হাস্য বিকরাল
শোন শোন কহে কি বচন—
"কোথা সে বদন-বিধু ? কোথা সে অধর-মধু ?
মৃদুল আলাপ ?
কোথা কাম-ধনু সম ভ্রূভঙ্গ হৃদয়-রম,
কটাক্ষ-কলাপ ?"

১৩

এই যে রমণী-দেহ সৌন্দর্য্যের সার বলি' ধরিছ হৃদয়ে,
কহ কোথা সৌন্দর্য্য তাহার ?
অতি তুচ্ছ মাংস-পিণ্ড অস্থি-মজ্জা-বিমণ্ডনে শোণিত-সঞ্চয়ে
পূরিয়াছে প্রতি কোষ তার !

ভেদি' চর্ম্ম-আবরণ বীভৎস কঙ্কাল যদি
কর দরশন,
দেখিবে সে রূপ তার নয়নেরি ভ্রম তব,
মায়ারি রচন।

১৪

এ ভব-সংসার মরি রমণীয় রূপ ধরি' ভুলায় নয়ন,
অনিত্যেরে নিত্য ভাবে নর ;
কিন্তু যদি একবার ভেদ করি' বাহ্য তার করে দরশন
অভ্যন্তর, দেখিবে নশ্বর ;
বুঝি কেহ করি' ছল সুত বন্ধু মিত্রদল
করিল সৃজন,
কেবা কার আপনার ? স্বপনের ইন্দ্রজাল
বিরাট ভুবন !

১৫

যৌবন-চঞ্চল চিতে মোহিনী-মূরতি ধরি' আগে আসে নারী,
ধরে চক্ষে সোনার স্বপন ;
তার পর ধীরে ধীরে নাগ-পাশে বাঁধি' বক্ষ, অন্তর বিদারি'
হলাহল করয়ে বর্ষণ ;
দুরাশা, বিষয়-তৃষা পরে পরে বাঁধে বাসা
হৃদয় মাঝার ;
দুদণ্ডের ভব-সুখ, পিছে তার বহু দুখ,—
বিধান মায়ার !

১৬

পঞ্চভূত-বিরচিত এই দেহ ছিল না ত, না র'বে আবার,
মাঝে শুধু ক্ষণ পরিচয় ;
দু'দিনের তুচ্ছ সুখ না ভুঞ্জিতে, মৃত্যু মরি পরিণতি যার,
তার লাগি' আরেরে হৃদয় !
কেন এত কাতরতা ? কেন আশঙ্কার ব্যথা ?
কেন উচাটন ?
প্রেমের আধার কোথা, শোকের বিষয় কোথা
ধরে এ ভুবন ?

১৭

অশুচি শূকর আর সুরপতি অমরার দোঁহার মাঝার
সুখে দুখে প্রভেদ কোথায় ?
মিটা'তে জঠর-ক্ষুধা হেয় বিষ্ঠা পেয় সুধা তুল্য দোঁহাকার,
তুলে মুখে উভয়ে স্বেচ্ছায়।
ইন্দ্রে যথা তোষে শচী, শূকরীতে অভিরুচি
শূকরে তেমন ;
মরণে সমান ভয়, কর্ম্ম-ভার দোঁহে বয়,
অভিন্ন দুজন !

১৮

কৃমিকুল-সমাবৃত লালা-কীর্ণ বিগন্ধিত মাংস-লেশ-হীন
নর-অস্থি সতৃষ্ণ নয়নে
নেহারে কুক্কুর যথা, মোহান্ধ মানব তথা লোভের অধীন
চেয়ে রয় বাঞ্ছিত-বদনে ;
সেই কুক্কুরের প্রায় ভয়ে ভয়ে ফিরে' চায়
পশ্চাতে আবার,

দেখে—কেহ আছে কি—না কাড়িতে অধিক বলে
সে ধন তাহার !

১৯

কিন্তু দোঁহে নাহি জানে—যে ধন লভিতে প্রাণে বাসনা দোঁহার,
তুচ্ছ হ'তে অতি তুচ্ছ সেহ ;
যে দেহের ভোগ তরে সাবধানে রক্ষা করে বিষয় অসার,
নিতান্ত ভঙ্গুর সেই দেহ !
ক্ষণেকে উদয় হয়, ক্ষণ পরে পায় লয়
পলক-পরাণ,
নদী গিরি পারাবার, নিত্য নহে কেহ তার,
স্বপন সমান !

২০

পুত্রের জনম আগে নর-হৃদে দুখ জাগে সন্তান কারণ,
ভাবে বসি'—হ'বে কি তনয় ?
জনমিলে পুত্র পরে, তাহার পীড়ার তরে শঙ্কা-নিমগন,
পীড়া-কালে আকুল হৃদয় ;
মূর্খ যদি হয় সুত, তাহে দুঃখ উপজিত
গুণে মৃত্যু-ভয় ;
পুত্র-নাম-ধারী মরি নরের প্রধান অরি
নাহি ধরাময় !

২১

মাণিক্য-খচিত হর্ম্ম্য, বৃথা সে নিবাস রম্য ; বেণু বীণা গান
বৃথা হয় শ্রুতি-সুখকর ;
প্রাণ সম প্রিয়তমা মিলন-পূর্ণিমা রমা বৃথা তোষে প্রাণ ;
ওরে তারা নিতান্ত নশ্বর !

দীপালোকে যথে হায় পতঙ্গ পতিত-প্রায়,
পক্ষ-বাতে তার
শিখাছায়া কাঁপে যথা, আহা রে! চঞ্চল তথা
সকলি ধরার!

২২

অকণ্টক বসুধার একচ্ছত্র অধিকার নাহি সাধ আর,
তৃণ সম গণি রে বিষয়;
ধাবিত হ'তেছে চিত শৈল-বন যথা স্থিত, কন্দরে যাহার
বিচরিছে কুরঙ্গনিচয়;
সংসারের কোলাহল যথা নাহি পায় স্থল
তিলেক কারণ,
মানবের কৃত্রিমতা লেশমাত্র নাহি যথা,
শান্তি-নিকেতন।

২৩

পাগল হ'য়েছে প্রাণ লভিতে বিরাম-স্থান সেই বন-ভূমে—
নির্ঝরিণী গায় যথা গান,
যাহার উপান্ত মরি হরিণ-চরণ ধরি' প্রেম ভরে চুমে,
নব শষ্প যার পরিধান,
সুরভি পবন ধীর পুষ্পিত বিটপি-শির
দুলায় যাহার,
বিচিত্র বিহঙ্গ লক্ষ ধ্বনিত করয়ে বক্ষ
আনন্দে অপার।

২৪

এ হেন বিজন বনে শান্তিময় তপোবনে করিব রে বাস,
লোকালয়ে না পশিব আর;

বাসনার হলাহল নাহি তার নদী জলে, সে মুক্ত বাতাস
স্পৃহাঙ্কুর না বহে মায়ার
কাম-ক্ষুধা নাহি দহে, আশা কাণে নাহি কহে
ভবিষ্যের সুখ,
বিলাসের মাদকতা নাহি লালসার ব্যথা,
ভোগ-শেষে দুখ।

২৫

সাধিবারে প্রয়োজন কি না ধরে তপোবন সন্তোষ-নিলয় ?
ঢাকে অঙ্গ বিটপি-বল্কল,
শয়ন শষ্পিত বন, শুচি শিলা সুখাসন, নব কিশলয়
আস্তরণ, বাস তরু-তল ;
ফল-মূলে মিটে ক্ষুধা, নির্ঝরিণী-নীর-সুধা
তৃসা করে দূর,
কুরঙ্গ ক্রীড়ার সঙ্গ, বিহঙ্গ সুহৃদ্-সংঘ,
প্রদীপ বিধুর।

২৬

কিন্তু হায় এ সংসার কি বিচিত্র মায়াগার ! বৃদ্ধ মৃত্যু-মুখ
নাহি চায় ছাড়িতে ভবন !
কোন মতে স্থূল ধটী ঢাকে ভগ্ন পৃষ্ঠ-কটি, লোল-কম্প্র বুক,
আশে তবু বাঁধে সে জীবন !
অশ্রু-কাশ-লালা-রসে কুঞ্চিত বদন ভাসে,
অস্ফুট বচন,
তবু তুচ্ছ বিষয়েরে আঁকড়ি' ধরিতে চাহে
যাবত জীবন !

২৭

এ সংসার, অগ্রে কার, কারো পুন চারিধার, পশ্চাতে কাহার,
নানারূপে রহে বিরাজিত ;
শিশুর নয়ন আগে বিরাজে অদৃষ্ট পূর্ব্ব মোহন আকার,
তেঁই তারে যাচে শিশু-চিত ;
যুবকের চারিধারে, তাই যুবা আশে তারে
চাহে সেবিবারে ;
বৃদ্ধের পশ্চাতে রহে, তবু বৃদ্ধ ফিরে ফিরে
কেন দেখে তারে ?

২৮

বিষয়ে বিরতি যদি জাগে বনে, বনবাস তবে রে সফল,
শান্তি-সুধা পান করে মন ;
বিষয়ে প্রণয় যার, কি করিবে বন তার ? ভোগের গরল
করে পান, কাননে সে জন !
চিত্ত মাঝে নিরঞ্জন কাম-হীন আছে বন,
সকাম ভবন ;
নিবসে যে চিত্ত-বনে কাম-ভূমি ছাড়ি', তার
সার্থক জীবন।

২৯

মূঢ়-চিত্ত মানবেরে পুত্র-দার-পরিবৃত মায়ার সংসার
নিয়ে যায় আত্মা হ'তে দূরে ;
সুখে দুখে শুভাশুভে সমজ্ঞান সমুদিত হৃদয়ে যাহার,
গৃহে বনে রহে আত্মা-পুরে।
সকাম করম ছাড়ি' কামহীন কর্ম্ম যে বা
করে অনুক্ষণ,

বন্ধন না রহে আর, ভবন কানন তার,
গৃহ তপোবন।

৩০

ভয়াবহ কাল-স্রোতঃ বহিতেছে অবিরত নিকটে তোমার
দিবা রাত্রি ভাঙ্গি' দুটি কূল,
আছে তাহে ঘূর্ণী বক্র কামময় কর্ম্মচক্র ; যদি একবার
গ্রাসে সেই আবর্ত্ত বিপুল,
না পা'বে নিস্তার কভু ; মোহ-বশে কেন তবু
আছ অচেতন ?
সময় থাকিতে পান্থ ! পন্থা তব লহ চিনে',
হ'য়োনা মগন।

৩১

বিষয়ের মোহ-জাল রহে যদি বহুকাল, নহে চিরতরে,
একদিন ছিঁড়িবে নিশ্চয় ;
কেন এত মায়া তবে টুটিতে সে ছার মোহ ? কেন নাহি নরে
স্ব-ইচ্ছায় ছাড়ে রে বিষয় ?
ঘটে ঘোর পরিতাপ যবে সে বিষয়-জাল
নিজে ছিঁড়ে' যায় ;
স্বতঃ যদি পরিহরি, বন্ধনের ব্যথা মরি
হৃদয় না পায় !

৩২

ভীষণ সংসার-বন, বিরাজে তাহার মাঝে গৃহ-কলেবর,
মুক্ত তার ইন্দ্রিয়-দুয়ার,
হরিবারে শান্তি-ধন করে সদা বিচরণ বিষয়-তস্কর,
মোহ-রাত্রি ছড়ায় আঁধার ;

জাগ জাগ গৃহ-বাসি ! ধর করে জ্ঞান-অসি,
বিরতি-ফলক,
যম-বর্ম্ম পর বক্ষে, রুধি' দ্বার এক লক্ষ্যে
রহ অপলক।

৩৩

কে তোমরা আমাদের, কে আমরা তোমাদের ওহে পুত্রগণ ?
পরস্পরে কোথা রে বন্ধন ?
এ ভব-জলধি-জলে করম-কল্লোল-মালা হ'য়ে সংঘর্ষণ
ফেন-পুঞ্জে মোদের মিলন !
আঘাতিয়া সিন্ধু-বেলা টুটিলে তরঙ্গ-মেলা
মিলাব আবার :
ক্ষণেকে মিলন হায়, ক্ষণে ভেঙ্গে'চূরে' যায়
কুহকে মায়ার !

৩৪

হেন বিভঙ্গুর যদি বিষয়-প্রপঞ্চ ইহ, কি কাজ সেবনে ?
পরিহর বিষয় সত্বর ;
কর চিত্তসমাধান, নিরোধ করহ প্রাণ, ভাব একমনে
আত্মা রূপী ব্রহ্ম নিরন্তর ;
প্রবৃত্তির করি' নাশ, নিবৃত্তির সহ বাস
করি' অনুক্ষণ,
কর কর্ম্ম সুধাময় নিষ্কাম, যাহাতে হয়
বন্ধন-মোচন।

৩৫

এ সংসার পাক-শালা, জ্বলন্ত-অঙ্গার-জ্বালা দুখরাশি তায়,
ইতস্ততঃ রহে বিসর্পিত,

বিষয়-আমিষ-লুব্ধ মার্জ্জার-ধরমী চিত্ত! দাহ লাগি' হায়
কেন তথা হ'তেছ ধাবিত?
মোহের কটাহ মাঝে কাম-দর্ব্বী ধরি' করে
অবিদ্যা সুন্দরী
বিষয়ের বিষ-সার ত্রিতাপে বাহির করে
দিবস-শর্ব্বরী!

৩৬

আসে যায় দিবাকর, ক্ষীণ তায় নিরন্তর হ'তেছে জীবন,
মৃদু পদে আসিছে মরণ;
সকাম-করম-মত্ত বিষয়-ব্যাপৃত চিত্ত না করে ধারণ
কাল কোথা করিছে গমন;
মরণ-বিয়োগ-জরা- পরিপূর্ণ বসুন্ধরা,
তবু ত্রাস-হীন;
—কি এ মোহ! কি এ মায়া!— প্রমোদ-মদিরা পানে
মত্ত নিশিদিন!

৩৭

বিনোদ তরঙ্গ ভরে যবে টলটল করে উন্মদ মদির
সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছ সরোবর,
কেন রে মানস-হংস! ঘটে তোর চিত-ভ্রংশ, হও রে অধীর
বিলসিতে তাহে নিরন্তর?
কেন সুখ-পদ্ম পানে ধাও উল্লসিত প্রাণে
কি মধুর তরে?
জান না কি বেড়ি' তায় আছে কাল-ভুজঙ্গম,
গরল উগরে?

৩৮

কপট ইন্দ্রিয়দল সর্ব্বাগ্রে করিয়া ছল কৃত্রিম প্রণয়
মন সহ করয়ে স্থাপন ;
সুখ-ছবি ধরি' চোখে, বিষয়-আমিষ-ভোগে নিজে তৃপ্ত হয়,
আশে মন রহে-ততক্ষণ ;
কিন্তু তারা ভোগশেষে রহে যবে উদাসীন,
বিষয়-বিরত,
ইহ-জন্ম-উপার্জ্জিত কর্ম্ম-জাল অন্ধ মনে
জড়ায় নিয়ত !

৩৯

উচ্চ অন্তরীক্ষ-দেশে কিংবা যদি মেরুশেষে করে পলায়ন,
সিন্ধু মাঝে পশে যদি নর,
জন্মান্তর কর্ম্ম তার অনুসরে অনিবার ছায়ার মতন,
নাহি ত্রাণ হ'তে তার কর ।
এ জীবনে যেই বীজ রোপিত করয়ে জীব,
আয়ামি জনমে
অঙ্কুরি' ধরিবে ফুল, শুভাশুভ ফল তায়
ফলিবে নিয়মে ।

৪০

রোপিলে পাপের বীজ, বিকশে অতৃপ্তি-ফুল, ফলে দুখ-ফল,
পুণ্য-বীজে সুখের সঞ্চার ;
বীজ যথা, ফল তথা, কভু নাহি ভিন্ন প্রথা, এ মহীমণ্ডল
সম নীতি সর্ব্বত্র প্রচার ;
শালি-ধান্য-বপনে কি কভু ক্ষেত্র-ভিন্নতায়
স্ফুরে জবাঙ্কুর ?

এক কর্ম্মে বিপরীত নাহি ফল কদাচিত,
কটুতে মধুর।

৪১

চঞ্চলা কমলা-বালা সুখাধিক দুখ-জ্বালা করে বিতরণ
যে বা তার লয় রে শরণ ;
সকামা কামিনী সম ধরে ছবি মনোরম প্রথমে কেমন,
ধায় নর, করে পলায়ন।
বিদ্যার চরণ যে বা এক চিত্তে করে সেবা,
সুখ-দুঃখাতীত
অন্তরে সঞ্চরে তার আনন্দ-অমৃত-ধার
গোপনে সঞ্চিত।

৪২

বিষয়েরে বার বার ভজিয়া, দেখেছি তার অসার অন্তর,
সুখ-ছলে দুখ করে দান ;
সংসার ছাড়িয়ে তাই সম্বল করেছি আজি কৌপীন-অম্বর,
পাণি-পাত্রে করি বারি পান ;
নাহি করি জনসঙ্গ, ছাড়িয়াছি অন্তরঙ্গ
নরের প্রণয় ;
অশন তরুর ফল, শয়ন বিটপি-তল,
সন্তোষ আলয়।

৪৩

ভূতল শয়ন যার, উপাধান কর-ভার, নভ চন্দ্রাতপ,
অনুকূল অনিল বীজন,
সুধাংশুর দীপালোকে ধৃতিরে ধরিয়া বুকে করে যে বা জপ,
কে সুখী রে তাহার মতন ?

তুচ্ছ তার তুলনায় ধরণীর অধীশ্বর
চিন্তায় কাতর,
শিহরে সে নিদ্রা মাঝে, যোগীর হৃদয়ে রাজে
তৃপ্তি নিরন্তর।

৪৪

যোগীর জীবন ভবে সঙ্গহীন কে বা ক'বে? ছাড়ি' পরিজন
স্বজনের অভাব কি তার?
ধৈরযে জনক-পদে নিবৃত্তিরে মাতৃ-পদে করিয়া বরণ,
করে পূজা চরণ দোঁহার;
করুণা সোদরা সম, সংযম সোদরোপম
সদা পাশে রয়,
সঙ্গোপনে মর্ম্ম মাঝে হৃদয়-সঙ্গিনী রাজে
শান্তি সুধাময়।

৪৫

হেন শান্তি পরিহরি' বিষয়ের সুখ তরে ব্যাকুল যে জন
করে বাস সংসার-কারায়,
কৃমি-নির্ব্বিশেষ দেহে করে যে যতন সদা, ধিক্ সে জীবন,
সোণা ফেলি' কাচে মন ধায়!
নাহি রে সে কাল আর, তুচ্ছ বোধ এ সংসার,
তৃণ কলেবর,
প্রাণ লাগি' ভিক্ষাব্রত ধরিতেও নাহি সরে
আজি রে অন্তর!

৪৬

সুধাময়ী সত্যবাণী নহে ত দুর্লভ জানি, কেন তবে আর
পুষি পাপ অনৃতবচনে?

পিতৃগণ-তোষ তরে নির্ম্মল সলিলাঞ্জলি নদীর মাঝার
মিলে যদি, কি বা কাজ ধনে ?
পূজিবারে ইষ্টদেবে কি বা কাজ যাগ যজ্ঞ
মন্দির-ভবন,
হৃদয়-আসনে যবে ধ্যান-যোগে দেবতার
ঘটে দরশন ?

৪৭

হে কমলে ! আর কেন হৃদয়-দুয়ারে মম কর প্রদর্শন
গর্ব্ব-ভরা বদন তোমার ?
করি' মোরে পরিহার, যাও সে ভোগীর দ্বার, যার তনু মন
বিনশ্বর-বাসনা-আগার।
কামনারে করি' লয় দেখেছি বিত্তার মুখ,
নাহি চাহি আর
গলিত-পলাশ-পত্রে স্বাগত কণিকা বিনা
অপর আহার।

৪৮

লো রসনে ! কেন আর বিষয়ের রস ছার করি' আস্বাদন
আপনারে কর কলুষিত ?
কামনার কাম-গন্ধ বাসনার পূতিবাস করিতে গ্রহণ
হে নাসিকে ! কেন উচাটিত ?
নিমেষে দিবে যে ফাঁকি, কেন তার তরে আঁখি !
এত আকিঞ্চন ?
রূপ রস গন্ধ যাঁর অফুরন্ত, পদে তাঁর
লও রে শরণ।

৪৯

অতনু, নারীর তনু ধরিয়া, মোহিনী-বেশে নয়নে আমার
মোহাঞ্জন করিয়া লেপন,
কটাক্ষে কুসুম-বাণ সন্ধান করিয়া প্রাণ বিঁধি' বারবার,
চিত্ত-জয় করিত তখন ;
এবে সে হৃদয় মম প্রবীণা কমঠী সম
করেছি কঠিন,
আঁখি-শর আর তারে আকুল করিতে নারে,
কাম বল-হীন ।

৫০

সদসৎ-ভাব-রণে আজি রে হ'য়েছে মনে প্রবোধ উদয়,
বিশ্ব-বশ নহে আর মন ;
বিষয়-ব্যাহৃত সব ইন্দ্রিয়ের কলরব না পশে হৃদয়,
চিত্ত-সিন্ধু শান্ত অনুক্ষণ ;
জনমে নাহি রে লোভ, মরণে নাহি রে ক্ষোভ,
কাল পরাজিত ;
কর্ম্ম-চক্র-বিঘূর্ণন- সমুত্থিত গরজন
নাহি শুনে চিত ।

৫১

আজি কি বা শুভ দিন ! ইন্দ্রিয়ের পরাধীন নহি আমি আর,
তরঙ্গ না তুলিছে কামনা ;
ডুবা'য়ে জগৎ-বেলা আনন্দ-সাগর বহে আমার মাঝার,
ধীরে ফুটে তপন-চেতনা !
মন বুদ্ধি অহঙ্কার যোগ-নিদ্রা-অভিভূত,
নিবৃত্ত তুফান,

চিদ্-ভানু একে একে আলোকিত করে কি বা
সকল পরাণ !

৫২

চল্ মন ! তোরে লয়ে' যাই জাহ্নবীর তটে, হিমাদ্রি-উপলে
বসি সুখে বদ্ধ পদ্মাসনে ;
লভিতে পরম জ্ঞান আত্মার করিব ধ্যান মর্ম্ম-গুহা-তলে,
তুমি র'বে নিষ্পন্দ নয়নে ;
প্রবীণ হরিণকুল নিঃশঙ্কে ঘষিবে দেহ
মম কলেবরে,
নিশ্চল নেহারি' মোরে স্থাণু-ভ্রমে বিহঙ্গম
র'বে স্কন্ধ'পরে।

৫৩

এ দেহ-জননী মায়া, শরীর-জনক মোহ, কাম সহোদর,
বাসনা সে সোদরা তাহার ;
টুটিলে দেহাত্ম-বুদ্ধি, স্ফুরিলে স্বরূপ-বোধ, ভুলা'তে অন্তর
ইন্দ্রজাল নাহি ধরে আর ;
যাও মদ ! পিশুনতা ! লোভ ! রোষ ! নাহি স্থান
বিবিক্ত হৃদয়ে,
কর সবে পলায়ন, আপনি সে নারায়ণ
অতিথি আলয়ে !

৫৪

অয়ি মাতঃ বসুন্ধরে ! ওহে মিত্র সমীরণ ! সখা হে কিরণ !
ভ্রাতঃ নভ ! বারি বন্ধুবর !
তোমাদের সম্মিলনে সঞ্চিত সুকৃতি-বশে হয়েছে স্ফুরণ
চিত মাঝে জ্ঞান-দিবাকর ;

সেই জ্ঞানালোকে আজি ঘুচিয়াছে তমোরাজি,
অবিদ্যা মায়ার ;
বিদায় দাও হে সবে, আত্মায় হইব লীন
আপনা মাঝার।

৫৫

কি প্রবলা আশা-নদী পরিপূর্ণ নিরবধি বাসনার নীরে,
তাহে তৃষ্ণা তরঙ্গ চঞ্চল ;
মোহাবর্ত্তে সুদুস্তরা, নিতান্ত ভীষণাকারা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তীরে
চরে হিংস্র ইন্দ্রিয় সকল ;
সে নদীর তুঙ্গ তটে ধৈর্য্য-তরু উৎপাটিত
স্রোত-বেগ-ভরে,
বিতর্ক-বিহঙ্গকুল ইতস্ততঃ সমাকুল
সতত সঞ্চরে।

৫৬

সে নদীর পর পারে আনন্দের নিকেতন আছে আত্মাধাম
শুভ্র-চিৎ-স্ফটিক-নির্ম্মিত ;
সে সৌধ-শিখর হ'তে সংযম-কেতন ধরি' বিদ্যা অবিরাম
ভ্রান্ত জীবে করিছে ইঙ্গিত ;
মায়া-পুরী পরিহরি' সন্তরি' আশার নদী
ধাও পর পার ;—
উত্তরি' সে আত্মা-ধামে অক্ষয় আনন্দ-সুধা
ভুঞ্জ অনিবার।

২৮ । ১০ । ১৯০৬ বসিরহাট।

ভজন
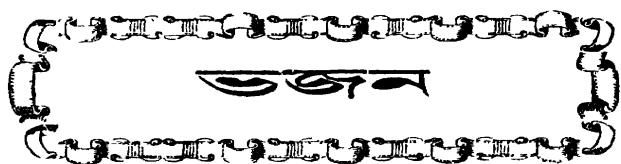
শিব-মহিমা-স্তোত্র

[মহিম্ন-স্তবের ভাবাবলম্বনে।]

১

হে পিনাকি ! নাহি জানে যে বা তব মহিমার পার,
স্তুতি তার নহে যদি তব যোগ্য, লোকেশ ব্রহ্মার
স্তব তবে নিতান্ত নিষ্ফল ;
না দেখি কাহারে হেন বিদিত যে স্বরূপ তোমার,
কিন্তু নাথ ! নিজ জ্ঞানে করে যে বা ও চরণ সার,
লহ তার পূজা তুমি ; সে সাহসে এনেছি আমার
গন্ধ-হীন ভক্তি-বিল্বদল।

২

বাক্যাতীত, চিন্তাতীত, প্রভু ! তব অপার মহিমা,
সন্তর্পণে শ্রুতি নিজে প্রকটয়ে তাহার গরিমা,
নহে গম্য ধ্যান-ধারণার ;
কিন্তু কহ এ সংসারে কে বা হেন আছে মহামূঢ়,
চাহেনা যে একবার পূর্ণ করি' মরম নিগূঢ়
ধরিতে ভুবন-ভোলা মূর্ত্তি তব, ওহে চন্দ্রচূড়,
গুণ-গান করিতে তোমার ?

৩

অমৃত-মধুর বাণী মালাকারে গাঁথি' রাশি রাশি,
না পারিলা প্রকাশিতে মর্ম্ম তব, হে মরম-বাসী,
কণামাত্র সুর-গুরু কভু ;
বর্ণিতে নিগূঢ় তত্ত্ব তেঁই নহে বাসনা আমার,

জ্ঞানের বিটপি-মূলে না খুঁজিব স্বরূপ তোমার,
শুধু সে' তরুর মরি ভক্তি-ফুলে গাঁথি' স্তোত্র-হার
দিব পায়, এই সাধ প্রভু!

৪

কোটি কোটি সূর্য্য জিনি' জ্যোতির্ম্ময়ী মহিমার তব
নির্দ্ধারিতে পরিমাণ, ঊর্দ্ধ অধঃ বিরিঞ্চি কেশব
ভ্রমি', তার না পাইলা সীমা;
পরিশ্রান্ত পরাজিত শেষে দোঁহে অজ্ঞতা আপন
অনুভবি,' ভক্তি-ভরে পদ-প্রান্তে লুটা'ল যখন,
হে ভক্ত-বৎসল হর! শ্রদ্ধা হেরি' করিলে স্ফুরণ
দুঁহু হৃদে তোমার মহিমা!

৫

নিরঞ্জন আত্মা তুমি; গুণত্রয় সত্বরজস্তম
প্রকটিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রূপে, হে পুরুষোত্তম,
কর সদা সৃষ্টি স্থিতি লয়;
কেহ কন্—তুমি নিত্য, অনিত্য এ জগৎ সংসার;
কেহ কন্—দোঁহে নিত্য; কেহ পুন করয়ে বিচার—
চৈতন্য জড়েরি ক্রিয়া, জড়াতীত নাহি কিছু আর,
অন্ধ শক্তি রচে সমুদয়।

৬

সূক্ষ্ম নেত্রে হেরে যে বা, বুঝে সেই উদার উন্নত:—
বেদ সাংখ্য দরশন এক-বাদ বহু-বাদ যত
মোক্ষ-কামী নরের নয়নে
ধরয়ে বিবিধ পন্থা, ভিন্ন-রুচি চলে পান্থগণ,
কেহ ঋজু, কেহ বক্র, নানা পথ করি' আরোহণ,

একত্রে মিলয়ে শেষে,— নানা-পথ- বাহিনী যেমন
সিন্ধু-মুখে পড়ে নদীগণে !

৭

যদিও জনমে, জানি, ইন্দ্র ভোগ্য ঐশ্বর্য্যনিকর
ভ্রূ-ভঙ্গে, উপেক্ষি' তবু সে বৈভব, তুমি হে শঙ্কর !
ভিক্ষা মাত্র করিয়াছ সার ;
অমঙ্গল-হেতু বলি' সর্ব্ব লোকে অনাদর যার,
তাই তব অতি প্রিয় ; রঙ্গ-ভূমি শ্মশান তোমার ;
সঙ্গ তব ভূত সহ ; গলে তব দোলে ফণী-হার ;
নৃ-কপাল পান-পাত্র আর।

৮

মহাবৃষ আরোহণ, প্রেত-শয্যা নিভৃত শয়ন,
চিতা-ভস্ম অঙ্গ-রাগ, পরিধান অজিন-বসন,
বম্ বম্ ঘন বাজে গাল ;
হলাহল করি' পান নীল কণ্ঠ, জ্বলে নেত্রানল,
আত্ম-লগ্ন, অন্তর্মুখ, চিদানন্দ- সুধায় বিহ্বল,
নিশ্চল, সমাধি-মগ্ন, যেন স্তব্ধ রজত-অচল,
কটি হ'তে খসে বাঘ-ছাল !

৯

সমুদ্র-মন্থন-কালে মন্থ-দণ্ড সর্প বাসুকীর
উদ্গীরিত কালকূটে জর্জ্জরিত হইল অধীর
সর্ব্বসহা বসুন্ধরা যবে,
অকাল-প্রলয়-ডরে ত্রস্ত ভীত অসুর অমর,—
সে ত্রাস করিতে দূর, দয়া-বশে, ওহে দিগম্বর,
আকণ্ঠ করিলে পান শ্বেত কণ্ঠে গরল-লহর,
নীলকণ্ঠ নাম ধরি' ভবে !

১০

বিষ্ণু-পদ-সমুদ্ভূতা মন্দাকিনী, মায়ার মূরতি,
সহসা বিপুল-কায়া, রঙ্গেভঙ্গে সুর-পুর মথি',
ঊর্দ্ধলোক করি' বিপ্লাবিত,
পূর্ণ করি' মহাব্যোম, তুলি' যবে উচ্চ কলকল,
ঝরিতে লাগিল নিম্নে লক্ষধারে, —তুমি অচঞ্চল
পাতি' দিলে শির তব, জটাজূটে হইয়ে বিহ্বল
বিন্দু সম হ'ল লুক্কায়িত !

হে নিরত ! হে সংযমী ! ওহে মহা পুরুষ-রতন !
ধরি' তব নেত্র-পথে গিরিজার উদ্ভিন্ন যৌবন,
লক্ষ্য করি' হৃদয় তোমার,
হানিল মদন যবে সর্ব্ব-জয়ী কুসুমের শর,—
জ্বলিল ললাট-বহ্নি ধ্বক্ ধ্বক্, নিমেষ ভিতর
ভস্মীভূত হ'ল কাম ; মদনের দগ্ধ কলেবর
বিশ্বময় হইল বিথার !

১২

সেই তুমি কাম-জয়ী, কিন্তু মরি প্রেমের কিঙ্কর,
সেবিকা গৌরীর যবে তপ শীর্ণ দিব্য কলেবর—
যেন মরি শ্রদ্ধা শরীরিণী—
অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হ'ল রাঙ্গা চরণে তোমার,
অমনি তাহারে নিলে বক্ষে টানি' প্রেমে মাতোয়ার,
আধ তার তনুখানি মিশি' তব দেহের মাঝার
হ'ল অর্দ্ধ পুরুষ কামিনী !

১৩

তোমারে ছাড়িয়া যবে দক্ষরাজ যজ্ঞ-বিশারদ
আরম্ভিলা মহা যাগ, জায়া তব ওহে শরণদ!
উপনীত জনক-ভবনে;
পিতৃ-মুখে পতি-নিন্দা শুনি' কাণে, ত্যজিলা পরাণ;—
মহাভাবে শিরে তুলি' সতী-দেহ, পাগল সমান
ভ্রমিলে ব্রহ্মাণ্ডময়; বিষ্ণু-চক্র করি' খান্ খান্
প্রতি অঙ্গ ছড়া'ল ভুবনে!

১৪

সতী-শূন্য হ'য়ে শেষে, হিমাদ্রির হিমময় পুরে,
হৃদয়ের বিক্ষিপ্ততা একে একে নিক্ষেপিয়া দূরে,
যোগ-মগ্ন বসিলে ধেয়ানে;
জগৎ-প্রপঞ্চ-ভান চিত্ত হ'তে হ'ল বিগলিত,
বহিল আনন্দ-সিন্ধু, মন মাঝে হইল উদিত
চিন্ময়ী মূরতি মরি! যেন পুন পাগল সহিত
পাগলিনী মিলিল পরাণে!

১৫

শকতি সারথি তব, সপ্তলোক তোমারি সে রথ,
রবি শশী রথ-চক্র, অন্তহীন নভ তব পথ,
গতি তব ইহ পর কাল;
'অ-উ-ম' শবদ-ত্রয়, ভিন্নরূপে করয়ে প্রচার
গুণ-বেদ-দেব-ত্রয়, বর্ণত্রয়, একত্রে আবার
চন্দ্র-বিন্দু ধরি' শিরে, প্রকটিয়া প্রণব ওঙ্কার,
হে চিন্ময়! শোভে তব ভাল!

১৬

রুধিয়া কুম্ভক-যোগে চিত্ত মাঝে মন দুর্নিবার
কৃতার্থ-জীবন হয় যোগিগণ দরশনে যাঁর,
আনন্দাশ্রু-পূরিত-নয়ন,
চিদ্-ঘন মূর্ত্তি যাঁর নিরখিয়া নিগূঢ় অন্তরে,
আঁখি মুদি', কণ্টকিত কলেবরে, সুধা-সরোবরে
নিমজ্জিত রহে নিত্য,— সুদুর্লভ জগত ভিতরে
নিরঞ্জন তুমি সেই ধন !

১৭

এত দূরে আছ তুমি, বেদ তব না জানে সন্ধান,
অতি কাছে আছ তুমি পূর্ণ করি' হৃদিমনপ্রাণ,
কাছে দূরে না পাই কোথায় !
এত সূক্ষ্ম, নহ তুমি কণামাত্র নয়ন গোচর,
অতি স্থূল, আছ ব্যাপি' সপ্তলোক, সর্ব্বচরাচর,
অতি বৃদ্ধ, আদিহীন, অতি যুবা, জরা-মৃত্যু-হর,
হে অজ্ঞেয় ! নমি তব পায় ।

১৮

তুমি সূর্য্য,—বিশ্ব তাহে প্রতিদিন হয় পরকাশ ;
তুমি চন্দ্র,—আন বিশ্বে সুধাময় আনন্দ-উল্লাস ;
তুমি বায়ু, ব্যাপি' চরাচর ;
তুমি বহ্নি, হব্য-বহ ; তুমি বারি, অতি সুশীতল ;
তুমি পৃথ্বী, মূলাধার ; তুমি নভ নক্ষত্র-উজ্জ্বল ;
তুমি এক, তুমি বহু, সৎ, চিৎ, আনন্দ নির্ম্মল,
কি যে তুমি না জানে অন্তর !

১৯

নাথ! লীলা-বশে বহুল রজসে
স্থজিছ ভুবন কভু,
লীলার লাগিয়া পুন সত্ত্ব দিয়া
পালন করিছ প্রভু;
পুন লীলা-রসে প্রবল তমসে
নাশ' নিজ নিরমাণ,
হে নির্গুণ শিব! জগতের জীব
তোমা হ'তে নহে আন।

২০

ক্ষীণাদপি ক্ষীণ রিপু-পরাধীন
হীন মতি যার প্রভু,
অগম্য অপার মহিমা তোমার
বুঝিতে কি পারে কভু?
অতি অশরণ মম মূঢ় মন
না সরে পূজিতে তোয়,
কিন্তু নাথ! নিতি তোমার পিরীতি
ঘিরিয়া রেখেছে মোয়।
অসিত অচল করিয়ে কজ্জল,
মহাসিন্ধু মসী পাত্র,
সুর-তরু ডাল লেখনী বিশাল
ধরি' করে দিবারাত্র,
মহী-পত্র 'পরে বিহ্বল অন্তরে
লিখেন্ যদ্যপি প্রভু,

আপনি সারদা তব গুণ-কথা,
ফুরায়ে না যায় কভু !
তব শরণদ ! পদ-কোকনদ
সাজা'তে যতন করি',
এনেছি আমার এ ভকতি-হার
হৃদয়-সাজিটি ভরি'।
নাহি গন্ধ-লেশ, তবু প্রমথেশ !
মোরে না ফিরা'বে তুমি ;
হ'বে মালা মোর সৌরভে বিভোর
তোমার চরণ চুমি' !

১৭।২।১৯০৪ বসিরহাট

শিবস্তোত্র

[শঙ্কর কৃত শিবাষ্টক]

তুমি প্রভু ঈশ, তুমি হে অনীশ,
মহিমার নাহি পার,
তুমি নির্গুণ, গুণময় পুন,
আভরণ ফণী-হার।
অতি দুরজয় দৈত্যনিচয়
পরাজিলে রণ করি,'
মঙ্গল-ভূমি সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

২

গিরি-রাজ-সুতা বামতনু-যুতা,
মরি কি মাধুরী তায়,—
রজত-ভূধর জিনি' কলেবর,
হেরিতে নয়ন ধায়!
অন্তর-তল কর নির্ম্মল
পঙ্কিল পাপ হরি',
মঙ্গল-ভূমি সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

৩

তব শির'পরে চন্দ্র বিহরে,
রজত-কিরণ ঝরে;
কটিতটে ভাল দোলে গজ-ছাল
মন্থর গতি ভরে।
পিঙ্গল জট করে লটপট
গঙ্গা-লহরে মরি!
মঙ্গল-ভূমি সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

৪

শুভ্র বৃষভ ভবন-বিভব,
আদি গুরু অবনীর;
বিভূতি-ভূষিত তব তনু সিত,
বিষপানে রহ ধীর!
ত্রিশূল বিষাণ পিনাক মহান্
বরাভয় করে ধরি';

মঙ্গল-ভূমি সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

৫

ও চারু বদন ধরে ত্রিনয়ন
উজল কিরণময়,
আনন-কমলে নিয়ত নিকলে
কোটিভানুকরচয়।
চন্দ্রিকা-জালে মণ্ডিত ভালে
উথলে আলোক মরি!
মঙ্গল-ভূমি সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

৬

মত্ত-বারণ- মকর-কেতন-
গরব হরণ কর;
করীর চরম বিলাস-করম,
পরম পুরুষবর!
লট পট দোলে হাড়-মালা গলে,
সমাধি-মগন মরি!
মঙ্গল-ভূমি সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

৭

তুমি প্রমথেশ ওহে হৃদয়েশ!
ভকত-চিত্ত-হর;
শক্তি-যুগল- চরণ-কমল-
মধু-রত মধুকর।

যে ভজে তোমারে, ভব-ভয় তারে
বাঁধিতে না পারে মরি !
মঙ্গল-ভূমি সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

৮

বিশ্ব-উদয়- পালন-বিলয়
লীলা তব লীলাময় !
ত্রিগুণ কারণ কর তা' সাধন
তুমি হে করুণালয় !
সাধুর হৃদয় তোমার আলয়,
প্রাণ-প্রিয় তব হরি ;
মঙ্গল-ভূমি সুর-তরু তুমি,
তোমারে প্রণাম করি।

৬।৪।১৯০৬ বসিরহাট

অপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্র (দেবপক্ষে)

[শঙ্কর কৃত]

বিগত জনমে সকাম করম
কত যে করিনু, তাহে অনুখণ
কলুষে পূরিল মন ;
মাতৃ-গর্ভে পশি' পুনরায়
মূত্র-পুরীষ-পূর্ণিত-কায়
সহি ক্লেশ অসহন ;

সেথা জননীর জঠর-অনল
কত যে দহিল, কহিতে সকল
শকতি নাহিক মম ;
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর !
ওহে মহাদেব চির সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম।

২

মাতৃ-কুক্ষি করি' পরিহার
পড়িনু যখন পৃষ্ঠে ধরার
শিশুর আকার ধরি',
দুখের অবধি না ছিল তখন,
লুণ্ঠিত বপু পুরীষে আপন,
স্তন-পানে তৃষা মরি !
শক্তি-বিহীন ইন্দ্রিয়-দল,
ক্ষুধার তাড়না সতত কেবল,
আর কিছু নাহি মম ;
নানা রোগ-ভোগ, মশ-দংশন,
শঙ্কর ! তব নাহি চিন্তন,
অপরাধ মোর ক্ষম।

৩

যৌবন কি বা প্রৌঢ়তা যবে,—
মর্ম্ম-সন্ধি দংশিল তবে
বিষয়ের বিষধর ;
তাহে জর জর প্রজ্ঞা বিকল,
সুত ধন আর যুবতী কেবল
সম্ভোগ সুখকর !

শৈবী চিন্তা না করিল মূঢ়
মান-সম্ভ্রম-গর্ব্বাধিরূঢ়
ভ্রান্ত হৃদয় মম ;
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর !
ওহে মহাদেব ! চির সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম।

বৃদ্ধ বয়সে ত্রিতাপ-তাপিত
ইন্দ্রিয়-দল শ্লথ বিগলিত,
শকতি হইল ক্ষীণ ;
স্বজন-বিয়োগ-বিষাদ-কাতর
পাপ-পঙ্কিল হ'ল কলেবর
রোগ-ভূমি নিশিদিন ;
মায়া-মোহ-ঘোরে ঘুরে মম মন,
ধূর্জ্জটি-ধ্যান না করিনু ক্ষণ,
কি হ'বে উপায় মম ?
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর !
ওহে মহাদেব চির সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম।

স্মার্ত্ত করম অতীব গহন
না করিনু কভু করিয়ে যতন,
উপেখিনু পায় পায় ;
সাত্বিকোচিত ব্রহ্ম-সূচিত

শ্রৌত করম ভব-সার-ভূত,
মতি না হই'ল তায় ;
আস্থা ধরমে না হ'ল কখন,
ধেয়ান ধারণ শ্রবণ মনন
কেমনে হইবে মম ?
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর !
ওহে মহাদেব চির সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম ।

৬

অতি প্রত্যুষে শুদ্ধ শরীর
অবগাহি', করে গঙ্গার নীর
না করিনু নিবেদন ;
পূজিতে তোমার চরণ-যুগল
বনে বনে ভ্রমি' বিল্বের দল
না তুলিনু ত্রিলোচন !
না তুলিনু সরে বিকচ কমল,
না জ্বালিনু ধূপ গন্ধ-উতল,
পূজিতে চরণ কম ;
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর !
ওহে মহাদেব চির-সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম ।

৭

মধু ঘৃত দধি শর্করা আর
দুগ্ধের ধারে অঙ্গ তোমার
কভু না করা'নু স্নান ;

চন্দন দিয়ে না লেপিনু কায়,
জবাফুল দুটি না রাখিনু পায়,
ভকতি-বিহীন প্রাণ ;
কর্পূর-দীপে আরতি না হ'ল,
যতনে সরস নানাবিধ ফুল
না ধরিনু প্রিয়তম !
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর !
ওহে মহাদেব চির সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম।

৮

ওহে দয়াময় ! তব প্রীতি তরে
না করিনু দান দরিদ্র-করে
কপর্দ্দ মোর ধন ;
উচ্চারি' বীজ-মন্ত্র সঘন
হুতবহ-মুখে আহুতি কখন
না করিনু অরপণ ;
গঙ্গার তীরে ব্রত-সংযমে
তোমার রুদ্র মূরতি মরমে
পূজিত না হ'ল মম ;
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর !
ওহে মহাদেব চির সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম।

৯

কুম্ভক-যোগে বসি' যোগাসনে
ওঙ্কারময় রুদ্ধ পবনে

না জাগিল কুল-ফণী ;
একে একে একে কমলনিকর
না ফুটিল মম দেহের ভিতর
পরশি' পরশ-মণি ;
সূক্ষ্ম কমলে শান্তি-প্রলীন
হংস ! তোমাতে না হ'ল নিলীন,
দুখে দিন যায় মম ;
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর।
ওহে মহাদেব চির সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম।

১০

ত্রিগুণ-অতীত ! সঙ্গ-শূন্য !
শুদ্ধ ! বুদ্ধ ! সর্ব্বপূর্ণ !
হে মোহ-তিমির-হর !
না পরশে তোমা মায়ার কলুষ,
অন্ত-রহিত অনাদি পুরুষ
তুমি হে দিগম্বর !
নাসাগ্রে আঁখি, বিগলিত-মন,
না লইনু কভু তোমার শরণ,
কি হ'বে উপায় মম ?
শিব শিব শিব শিব শঙ্কর !
ওহে মহাদেব চির সুন্দর !
অপরাধ মোর ক্ষম।

১১

চন্দ্র-কিরণ-মণ্ডিত মরি
উথলে শিরসি গঙ্গা-লহরী,
লট পট জটাজাল ;
জ্বলে ধক্ ধক্ বহ্নি নয়নে,
সর্প ভূষণ কণ্ঠ শ্রবণে,
পরিধান গজ-ছাল ;
মোক্ষ-কামুক যে আছ ভুবনে,
মদন-বিজয়ী শম্ভু-চরণে
লুটাও শরীর ভার ;
চিত্ত-বৃত্তি করি' অরপণ
যে তোমারে ভজে, কি বা প্রয়োজন
অন্য করমে তার !

১২

হস্তি তুরগ পশু অগণন,
সৌধ-ভবন, অসংখ্য ধন,
রাজ-সম্পদরাশি,
দেহ, সুতদারা, কি বা প্রয়োজন ?
নাহি দরশন মুদিলে নয়ন,
কেন তবে ভালবাসি ?
ক্ষণ-ভঙ্গুর জানি' এ সকল
তাহে মতি কেন ? যেন রে পাগল
ভ্রমিতেছি অবিরাম !
গুরু-উপদেশে লভিয়ে সুমতি,
ভজ ভজ মন ! পার্ব্বতী-পতি
ত্র্যম্বক শিব নাম।

১৩

প্রতিদিন আয়ু হ'তেছে ক্ষরণ,
কে রোধিবে কহ ক্ষণ যৌবন?
গেলে দিন নাহি ফিরে;
সংহার-রূপ কাল বিকরাল
করে কবলিত ইহ পরকাল,
মৃত্যু স্বজন ঘিরে!
জল-তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপল
সম্পদ সুখ লুটে অবিরল,
জীবন বিজলি সম;
তেঁই শরণদ! লইনু শরণ,
রক্ষ আমারে ওহে ত্রিলোচন!
তুমি এক গতি মম।

১৪

শিব শিব শিব শিব শঙ্কর!
কর-পদ-বাণী-করমনিকর
শ্রবণ-মনোজ পাপ
কত যে করিনু নাহি তার শেষ,
হে অনঘ হর! অনাদি অশেষ!
কর তাহা অপলাপ।
অবিহিত কিবা যা' কিছু বিহিত
করিনু জগতে হে জগদতীত!
ক্ষম সে সকলি মম,
জয় জয় জয় করুণা-সাগর!
অজ্ঞানময়ে করুণা বিতর,
তুমি হে সকলি মম।

২২।৮।১৯০৯ বসিরহাট

অপরাধ ভঞ্জন-স্তোত্র (দেবী পক্ষে)

[শঙ্কর কৃত]

বিগত জীবনে না নিনু শরণ,
না পূজিনু তব যুগল চরণ,
হে আদি জননি মোর ;
এ জনমে তাই জঠরে দহন,
অকীর্ত্তিরাশি, দুখ অগণন
দিতেছে যাতনা ঘোর।
পুন এ জনমে চরণ তোমার
না সেবিনু হায়, না করিনু সার,
কি হবে উপায় মম ?
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

২

শৈশবকালে শিশু-বাসনায়
বিজড়িত মতি ছিল জড় প্রায়,
করিলাম ছেলে-খেলা ;
হে কলি-কলুষ-হরণ কারিণি !
মোক্ষ-দায়িনি ! তোমারে না চিনি'
করিনু কত যে হেলা ;
না আছে আচার, না জানি পূজন,
না যজন-কথা, না নাম-স্মরণ,

সেবা-বিধি নাহি মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

৩

যৌবনে পুন কম কলেবর
ইন্দ্রিয়দল যেন বিষধর
দংশন করে হায় !
সম্বিত তাহে হারাইনু ক্ষণে,
পর নারী পর ধনের হরণে
সর্ব্বদা চিত ধায়।
চরণ-কমল-যুগল তোমার
ভুলে' মনে নাহি পড়িল আমার,
এমনি বিকার মম !
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম !

৪

প্রৌঢ় বয়সে ধন-অভিলাষী
অশন-বসন-গ্রহণ-প্রয়াসী
সুতা সুত দারা তরে ;
কোথা যাই, অহো কেমনে মিলাই,
চিন্তা সতত, একি মা বালাই,
অঙ্গ জীর্ণ করে।

নাহিক শ্রদ্ধা, না জানি ধেয়ান,
নাম-কীর্ত্তন, ভজন-বিধান,
কিছুই নাহিক মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

৫

স্থবির জীবনে সদা মতিহীন,
অলস বিবশ তনু করে ক্ষীণ
শ্বাস কাস অতিসার ;
স্খলিত দশন, অন্ধ নয়ন,
ক্ষুধা-তৃষাতুর সতত জীবন,
শকতি নাহিক আর ;
অনুতাপানল করিছে দহন,
নিশিদিন শুধু ধেয়াই মরণ,
উপায় না দেখি মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

৬

কত না প্রভাতে করিনু গাহন,
ফুলে বা সলিলে না দিনু কখন
অঞ্জলি পদে তবু ;
নৈবেদ্য কভু না ধরিনু পায়,
ভকতি হৃদয়ে না উদিল হায়
তোমার স্মরণে কভু ;

অর্চ্চিনু নাহি পদ করুণার,
চর্চ্চিনু নাহি মহিমা তোমার,
ন্যাস না হইল মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

৭

সংসার-ভয়-হরণ-কারিণি !
সতত সকল সিদ্ধি-দায়িনি !
চির-আনন্দময়ি !
নিতি নব লীলা লীলাময়ি ! তব,
নিগম পুরাণ তোহে উদ্ভব,
করুণা-সিন্ধু অয়ি !
না পাইনু তব স্বরূপ-আভাষ,
বিফল করমে করি' অভিলাষ
দুখ দহে চিত মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

৮

প্রলয়-নীরদ-বরণ অঙ্গে
গলিত চিকুর দুলিছে রঙ্গে,
খড়্গ-মুণ্ড-ধরা !

দীঘল লোচন ত্রাস-ত্রাণ-কর,
বাসনা-পূরণে সদা সত্বর,
রাক্ষস-শির-করা !
সংসার মাঝে তুমি এক সার,
না জাগিল কভু ভাবনা তোমার
অন্তর মাঝে মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

৯

বিরিঞ্চি আর মহেশ শ্রীপতি
ও পদ-কমলে করেন প্রণতি
সতত ভকতি ভরে ;
ভাগ্য-বিহীন এ অধম তবু
হে ভব-জননি ! না লুটিল কভু
তোমার চরণ'পরে ;
নিতি লোভে ভুলি', মাতি' মোহে নিতি,
এ কামুক মতি লভিল বিকৃতি,
কি হ'বে উপায় মম ?
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

১০

প্রমত্ত আমি রাগ-দ্বেষবশে,
জর্জ্জর দেহ পাপের পরশে,
ভোগ-নিমগন প্রাণ ;

সদসৎ-জ্ঞান নাহিক আমার,
নাহিক ভকতি, নাহি কুলাচার,
না জানি তোমার ধ্যান ;
তব নাম-জপ, তব আলোচনা,
না করিনু কভু তব অর্চ্চনা,
না হ'ল কিছুই মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

১১

শোন গো জননি! আমি দুখী দীন,
ত্রিতাপ-তাপিত, ইন্দ্রিয়াধীন,
পাংশুল, পাপমতি ;
নিদ্রা-বিবশ, রোগ-ভোগ-দাস,
জঠর-ভরণে সতত প্রয়াস,
অভাবে আকুল অতি ;
পূজা জপ বিধি জানিনা কেমন,
অনুরাগ তোতে না হ'ল কখন,
বিশ্বাস নাহি মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

১২

কল্পিত মোহে সতত কাতর,
ভব-যন্ত্রনা দহে অন্তর
দব-বহ্নির প্রায় ;

ক্ষুধা তৃষা ঘুমে নিয়ত আকুল,
পদে পদে শুধু করিতেছি ভুল,
পাপ পানে চিত ধায়।
হেন দীন যে বা, জানিবে কেমনে
তোমার ভজন? না হ'ল জীবনে
সাধু-সহবাস মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি!
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি!
অপরাধ মোর ক্ষম।

১৩

তাত-তনু হ'তে জননী-জঠরে
জনমি', লভিনু নর-কলেবরে,
তোমারি করুণা চুমি' ;
কর্ত্রী করণ কারণ সকলি,
যা' কিছু জগতে তুমি মা কেবলি,
করম-শরীর তুমি।
তুমি মা বুদ্ধি চিত-বিহারিণী,
সবি যে তোমাতে আত্ম-রূপিণি!
কর মা উপায় মম ;
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি!
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি!
অপরাধ মোর ক্ষম।

১৪

তুমি জলধারা, হুতাশন তুমি,
তুমি বায়ু-রূপা, তুমি নভ, ভূমি,
জীব-দেহে তুমি মন ;

তুমি মা প্রকৃতি, অবিদ্যা তুমি,
তুমি মা বিদ্যা, আনন্দ-ভূমি,
আত্মা নিরঞ্জন ;
তুমি ছাড়া ইহ নাহি কিছু আর,
নাহিক দ্বিতীয় ওগো মা তোমার
চরণে মিনতি মমঃ—
অয়ি প্রকটিত-বদনা জননি !
অয়ি কাম-রূপা কালের ঘরণি !
অপরাধ মোর ক্ষম।

১৫

তুমি মহাকালী, তুমি মাগো তারা,
তুমি মা ষোড়শী সুন্দরী-সারা,
ভুবনেশ্বরী তুমি ;
ওগো মা দুর্গা দুর্গতি-হরা !
তুমি মা কমলা করুণায় ভরা
চির মঙ্গল-ভূমি ;
ছিন্নমস্তা তুমি কাম-কলা,
মাতঙ্গী, ধূমা, তুমি মা বগলা,
মহাভৈরবী মম ;
তুমি প্রকটিত-বদনা জননী,
তুমি দশ-রূপা কালের ঘরণী,
অপরাধ মোর ক্ষম।

২।৪।১৯০৬ বসিরহাট

গঙ্গা-স্তোত্র

(বাল্মীকি-কৃত)

শৈল-দুহিতা- সপত্নী মাতঃ ! বসুধা কণ্ঠ-হার !
স্বরগ-সোপান চরণে তোমার নিবেদন বারবার ঃ—

করিয়ে বসতি মা তোমার তীরে,
পান করি' তব নির্ম্মল নীরে,
তরঙ্গ তব করি' দরশন,
তব নাম মনে করিয়ে স্মরণ,

তোমারে আঁখিতে আঁকিতে আঁকিতে বিসর্জ্জি তনু-ভার ;-
এ মম কামনা কর মা পূরণ জাহ্নবী জগসার !

জাহ্নবী ! তব তট পরিহরি' না চাহি নৃপতি-মান ;

সিন্দূর-মাখা ঘণ্টা-রণনে
সঞ্চারি' ভীতি অরিদল-মনে,

বৈরী-বনিতা- বন্দনা-গানে না চাহি তুষিতে প্রাণ

যদি তব তীরে তরুর কোটরে
বিহঙ্গরূপে নিবসি ভিতরে,
অথবা কমঠ মীন রূপ ধরি'
তব নির্ম্মল নীরে বাস করি,

গৌরব বলে' মানিব তা হ'লে, জীবন সফল জ্ঞান ;—
নরক-নিবারী তব তীর ছাড়ি' না চাহি নৃপতি-মান।

৩

কহ শুনি কবে হেন দিন হ'বে ত্রিপথ-গামিনী! মোর—
অক্ষি-কোটর ছিঁড়িবে বায়স,
ভক্ষিত র'ব কুক্কুর-বশ,
লুণ্ঠিত হ'ব শৃগাল-চরণে,
তরঙ্গে তব দুলিয়া সঘনে
কত জনমের সুকৃতি কারণে লাগিব কূলেতে তোর।
সুর-নারী তোমা করিবে বীজন,
চারু করে ধরি' চামর মোহন,
সে বীজন বাতে জুড়া'ব তোমাতে দগ্ধ শরীর মোর:—
কহ শুনি মাতঃ! হেন দিন কবে তনয়ের হ'বে তোর?

৪

কৃষ্ণ চরণ কমলের তুমি মৃণাল-তন্তু মরি!
তুমি মা মোহন মালতীর মালা ধূর্জ্জটি-শিরোপরি।
মোক্ষ-বহন বিজয়-কেতন
উড়িছে মা তোর, চুম্বি' গগন,
নির্ম্মল মরি গাঙ্গ জীবন
কলি-কল্মষ করিছে ক্ষালন,
পাপ-তাপ ময় বাসনা-নিলয় নর-দেহ পূত করি';—
কৃষ্ণ-চরণ- কমলের তুমি মৃণাল-তন্তু মরি!

৫

তমালিকা, তাল, সরলিকা, শাল, সুনিবিড় লতাকীর্ণ,
তপন কিরণ তট-উপবন নাহি করে কোথা দীর্ণ;
প্রচ্ছায় হেন পুলিন-উপল
চুম্বি' উছলে তব পূত জল,

শঙ্খ-চক্র- কুন্দ-ধবল, সুন্দর. পরিপূর্ণ।
অবগাহে যবে কিন্নরামর
বনিতানিকর, মৃদু মন্থর
পরশ-পীড়নে পড়য়ে লহর হইয়ে শতধা চূর্ণ ;
পাপ-তাপ-হর মা তোর সলিলে
স্নান-সুখ যেন অনুদিন মিলে,
অন্তে যেন মা! মরি তব কোলে, কামনা কর মা পূর্ণ ;
আর যেন ভব- ঘূর্ণিত জলে চিত নাহি হয় চূর্ণ।

৬

গঙ্গে! তোমারি মনোহারী বারি মুরারি-চরণ-চ্যুত,
ত্রিপুরারি-শির-চিকুর-বিহারী,
সুধা-সঞ্চারী, পাপ-তাপহারী,
জনম-নিবারী ; পরশে তাহারি জীবন কর মা পূত ;
গঙ্গে! তোমারি মনোহারী বারি মুরারি-চরণ চ্যুত।

৭

পাপতাপ-হারী সদা দূরিতারি শুভ-কারী তব নীর
তরঙ্গ-ধারী, বহুদূরচারী,
হরি-পদরজ-লুণ্ঠন-কারী,
গিরিরাজ-গূঢ়গুম্ফ-বিদারী,
পবিত্র করে নর-কলেবরে ধরি' মুখে মধু ক্ষীর ;
পাপতাপ-হারী সদা দূরিতারি নির্ম্মল তব নীর।

৮।৪।১৯০৬ বসিরহাট।

হর-গৌরী-স্তোত্র (শঙ্কর-কৃত-হর-গৌর্য্যষ্টক)

[সর্ব্বত্র হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদে পঠিতব্য]

আধ বিলেপন
কস্তুর চন্দন,
ভস্ম-বিমণ্ডিত আধা ;
এক শ্রবণতল
কুন্তল দলমল,
উহ ফণি-কুণ্ডল-বাধা ;
জয় জয় শঙ্করি ! শম্ভো !

২

আধ উরস ’পর
সুরতরু-ফুলথর,
আধই কর্পর দোলা ;
আধ অঙ্গ ’পর
স্বর্গীয় অম্বর,
আধ দিগম্বর ভোলা ;
জয় জয় শঙ্করি ! শম্ভো !

৩

এক হি কন কন
নূপুর কঙ্কন,
ভুজঙ্গ-গর্জ্জন আরা ;
আধ অঙ্গ ’পরি
সুবর্ণ-মাধুরি,
আধই ফণাঙ্গ-তারা ;
জয় জয় শঙ্করি ! শম্ভো !

৪

এক নয়ন জনু
নীল-কমল-তনু,
উহ ফুট পঙ্কজ লালা ;
তৃতীয় লোচন
তুঁহুকর মেলন
ঢারত জল জল জ্বালা ;
জয় জয় শঙ্করি ! শম্ভো !

৫

এক হি জগতল
বিপদ-শরণ-থল,
ধ্বংস-বিতাণ্ডব আরা ;
এক'র দরশন
মদনক বিরচন,
উহ তছু নাশ-বিকারা ;
জয় জয় শঙ্করি ! শম্ভো !

৬

আধ কলেবর
চম্পক-সুন্দর,
আধই কর্পুর-চূর্ণ ;
আধ শিরস 'পর
কবরী চাঁচর,
আধ জটা-পরিপূর্ণ ;
জয় জয় শঙ্করি ! শম্ভো !

৭

এক'র কুন্তল
জলধর-শ্যামল,
ভস্ম-জটাধর আরে ;
জগজ্জনন ইহ,
জগত্তরণ উহ,
পুরুষ প্রকৃতি মিলিতা রে!
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

৮

এক সদাশিব-পঙ্কক-ভূষণ,
উহ কুল-ভুজগি-বিলাসী ;
এক চরণতল নাথ বিমর্দ্দন,
উহ তছু চরণ-তিয়াষী ;
জয় জয় শঙ্করি! শম্ভো!

১০। ৪। ১৯০৬ বসিরহাট

উহ—উনি, আরা—অপর, জনু—যেন, ফুট—স্ফুট, দুহুঁকর দোঁহাকার, ঢারত—ঢালিছে, থল—স্থল, তছু—তাহার। ছন্দের অনুরোধে দুই একটি শব্দের আকার এবং বানান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিশ্ব-রূপ-স্তোত্র

[কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তি—গীতা।]

ওহে দেব ! তব দেহ মাঝে হেরি এ কি অপরূপ দৃশ্য!
নাভি-উৎপল-আসন উপর
চতুর-আনন লোক-ঈশ্বর ;
দিব্য উরগ, ঋষি ভাস্বর,
সর্ব্ব অমর, জঙ্গমাচর
বিরাজে বিরাট- শরীরে তোমার নিখিল বিপুল বিশ্ব !

২

বিশ্বের ওহে ঈশ্বর ! তুমি ধরেছ বিশ্ব-রূপ ;
বহু সহস্র হেরি বাহূদর,
বক্ত্র-বিসর, নেত্রনিকর,
অন্ত মধ্য আদি অগোচর,
সপ্ত ভুবন তোমারি ভিতর
লুটিছে, টুটিছে, উঠিছে, পড়িছে, এ কি অনন্ত রূপ !

৩

তোমারি দত্ত দিব্য নেত্র তুলি' হেরি কোন মতে :—
সর্ব্বত রবি-বহ্নি-দীপন
অনন্ত জ্যোতি ঝরিছে কেমন,
ভেদি' তা', আলোক-পুঞ্জ-গঠন
চক্র-কিরীট-গদা-সুশোভন
অপূর্ব্ব তব মূরতি মোহন ফুটিছে নয়ন-পথে !

৪

হেরি' ও বিরাট তেজ-কলেবর, হয় হেন অনুমান,—
তুমি অক্ষয় পুরুষ-প্রবর,
তোমারেই চাহে মুমুক্ষু নর,
তুমি সনাতন, অজর, অমর,
নিত্য, ধরম-রক্ষণ-পর,
বিশ্ব তোমাতে ওহে শাশ্বত! করয়ে অধিষ্ঠান!

৫

না পাই অন্ত মধ্য বা আদি বিশ্ব-রূপের তব;
অসীম বীর্য্য, অসংখ্য কর,
নেত্র-যুগল রবি সুধাকর,
মুখ-মণ্ডল দীপি' অ-ক্ষর
ঝরে হুতাশন-শিখা ভাস্বর,
আপন কিরণে করিছ তপ্ত ভূলোক হ্যলোক সব।

৬

ভূতল হইতে স্বরগ অবধি অসীম শূন্যাকাশ
—একি বিচিত্র—তুমি অদ্বয়
রহিয়াছ সদা ব্যাপি' দিক্‌চয়,
হে মহান্! তব মহাতেজোময়
ঘোর রূপ হেরি' ভুবনত্রয়
স্তম্ভিত রহে বিস্ময় ভরে, কম্পিত করে ত্রাস!

৭

ও বিরাট বপু হেরিয়া তোমার ভূভার-হরণ-কামী
সুর-বীরগণ লইছে শরণ,

স্তুতি করে কেহ অতিভীত-মন
অঞ্জলি বাঁধি,' করিছে পঠন
রচি' বহুতর স্বস্তি-বচন
যতেক সিদ্ধ মহর্ষিগণ ভক্তির অনুগামী।

৮

ও বিপুল কায় দর্শন করে অতি বিস্ময় ভরে
আদিত্য, বসু, রুদ্র, পবন,
পূর্ব্ব পুরুষ উষ্ণ-অশন,
অশ্বিনী-সুত, দিতি-নন্দন,
কিন্নর সহ বিশ্বাদিগণ,
সাধ্য, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ, রণ-অঙ্গন 'পরে।

৯

ওহে মহাভুজ ! নেহারি' নেত্রে অতিকায় অতি ঘোর,
অসংখ্য তব বিপুল বদন,
অগণন তব দীপ্ত নয়ন,
বহু বাহু, উরু, উদর, চরণ,
ভীষণ দশন করি' দর্শন
ত্রিলোকের লোক শঙ্কিত অতি, কম্পিত চিত মোর।

১০

বিস্তৃত তব মুখ-গহ্বর গগন করিছে গ্রাস,
স্রস্ত দীপ্ত বর্ণ সকল,
ঝলকে বিশাল নেত্র অনল,
নেহারি' চিত্ত হ'তেছে বিকল,
ধৈর্য্য ধরিতে নাহি আর বল,
অশান্ত মম অন্তর হ'তে প্রবোধ হরিছে ত্রাস

১১

অহো কি ভীষণ বদন-নিকর ভীষণ দশন ধরি' !
উগরে দীপ্তি যেন কালানল,
তাহে দিশাহারা হ'তেছি কেবল,
মহা আতঙ্কে হৃদয় বিকল,
নাহি সুখ-কণা অন্তরতল,
ওহে দেব-দেব ! জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হও হরি !

১২

অহো বিচিত্র! অহো ভয়ানক ! এ কি অদ্ভুত দৃশ্য !
ধার্ত্তরাষ্ট্র-যোদ্ধৃ-নিকর
সহ স্বপক্ষ ভূপতি-বিসর
ও তব করাল বদন-বিবর
পশিতেছে অতিভীত-অন্তর—
নির্ভয় ঘোর প্রতাপে যাদের কম্পিত হ'ত বিশ্ব !

১৩

ভীষ্ম ভীষণ, সূত-নন্দন, দ্রোণ রণ-গুরু, তূর্ণ
আমাদের পুন সুযোদ্ধৃগণ
পশিতেছে তব ভয়াল বদন,
দলিত পিশিত-পিণ্ড মতন
ভক্ষিত কেহ রয়েছে লগন
করাল দন্ত- অন্তর মাঝে পিষ্ট শিরস চূর্ণ।

১৪

বিপুল-প্রসর বদনে তোমার পশে নর রণ-বীর—
পতঙ্গদল দীপ্ত-কিরণ

বহ্নির মুখে লভিতে মরণ
চঞ্চল পদে পশয়ে যেমন,
অথবা যেমতি নদনদীগণ
অধীর আবেগে সিন্ধুর মুখে মিশায় আপন নীর

১৫

বিশ্ব-ব্যাপক বিরাট পুরুষ! জ্বলন্ত মুখে তব
দিশি দিশি দিশি সর্ব্ব ভুবন
রসনার রসে করিছ লেহন ;
কিরণপুঞ্জে করি' আপূরণ
সকল জগত, উগ্র ভীষণ
ভাস্বর তব দীপ্তিনিকর করিতেছে অভিভব

১৬

নম নম নম ওহে দেব-দেব! প্রসন্ন হও মোরে ;
করুণা করিয়ে কহ দীন জনে—
কে আপনি বট ? কিসের কারণে
উগ্র মূরতি ? আছ কি সাধনে ?
জানিতে বাসনা জাগিতেছে মনে,
জানি না তোমারে হে আদি পুরুষ! আছি অজ্ঞান ঘোরে।

১২। ১১। ১৯১০ পুরী।

সমাপ্ত।
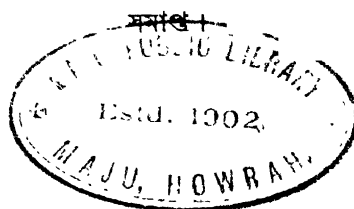
শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী রচিত কাব্য-কলাপ।

১।

২। গোধূলি ৸৹, ভাল বাঁধাই ১৲

৩। শিশির ৷৹

৪। ছায়াপথ ১৲, ভাল বাঁধাই ১৷৹

পোঃ বসিরহাট, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

অভিমত

উপাসনা—[শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদন কালে; ১৩১২ বৈশাখ।] 'মঞ্জীরে' গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। প্রমাণ—'প্রেমসঞ্জীবন' নামক কবিতা। হউক্ কাদম্বরী হইতে গৃহীত, হউক চন্দ্রাপীড়ের পুনর্জ্জন্ম লাভের কথা, কিন্তু এমন সুন্দর কবিতা বঙ্গ-ভাষায় বড় অল্প দেখা যায়।

ভারতী—[১৩১৮ মাঘ।] 'গোধূলির' কবি বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার রচিত 'মঞ্জীর' পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভাষার লালিত্যে, ভাবের মৌলিকতায় ও অভিনবত্বে এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ও ঝঙ্কারে 'গোধূলির' কবিতাগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। 'মঞ্জীরে' কবি যে প্রেমের গান গাহিয়াছিলেন—যৌবনের মোহ-স্বপ্ন, মদিরবিহ্বল হৃদয়ের চপলতার উচ্ছ্বাস সে! 'গোধূলি' শান্ত সংযত হৃদয়ের আনন্দ-সঙ্গীত! আসন্ন সন্ধ্যার গম্ভীর রাগিণী কবিতাগুলির সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। ধ্যান-মগ্ন এক বিচিত্র ভাবের সে ঐক্যতান। কবি

গাহিয়াছেন

"হে রূপসি ! খুলে' লও বারেক তোমার
এ মোহন রূপ-মোহ—স্বপন-বিকার—
মানস-নয়ন হ'তে ; মায়া-অভিনয়
কর সাঙ্গ ; এ উদ্দাম বাসনানিচয়
কর রোধ ; চিত্ত পুন কর নির্ব্বিকার ·
নির্ব্বাণ লভুক্ আত্মা তোমা ...ঝার !"

'ঋতু-সম্মিলন', 'বিশ্ব-রূপা', 'সিন্ধু', 'কাল-বৈশাখী' প্রভৃতি কবিতাগুলি কাব্য-সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যাঁহারা প্রকৃত কাব্য-রস-পিপাসু, তাঁহারা 'গোধূলি' পাঠে সুখী হইবেন, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সুন্দর হইয়াছে।

প্রবাসী—[১৩১৮ মাঘ।] কবি বলিয়া গ্রন্থকারের খ্যাতি আছে। 'গোধূলি' তাঁহার পরিণত রচনা। সুতরাং সে হিসাবে ইহার নাম অন্বর্থ হইয়াছে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি শান্তোজ্জ্বল, আনন্দ-গম্ভীর এবং কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ; সুতরাং এদিক দিয়াও ইহার নাম ব্যর্থ হয় নাই।......কবির বীণা বড় মধুর বাজিয়াছে।—ছন্দে, ভাবে, লালিত্যে কবিতাগুলি মনোরম হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ভালো।

আর্য্যাবর্ত্ত—[১৩১৮, পৌষ।] বাঙ্গালা কবিতার শোচনীয় দুর্দ্দিনে 'গোধূলি' কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি।.. ... ভুজঙ্গধর বাবু ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গ-ভারতীর চরণে 'মঞ্জীর' উপহার দিয়া কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। 'গোধূলি' তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। ইহার অধিকাংশ কবিতাই আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত। ইহাতে প্রথম যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য ও বাসনার তীব্র জ্বালা নাই। সেই হিসাবে ইহার নামকরণ সার্থক হইয়াছে। গোধূলি বলিলেই একটি শান্তি, সংযম ও বিরামের ভাব মনে উদিত হয়। গোধূলি-চিত্রের বিশেষত্ব—কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে জীবগণের গৃহাভিমুখতা। গোধূলি-বেলায়,

শ্রান্ত ক্লান্ত মানব, দিবসের কর্ম্ম সমাপন করিয়া, গৃহে ফিরিয়া আইসে; ধেনুদল গোষ্ঠ হইতে লোকালয়ে ফিরিয়া আইসে; বিহঙ্গকুল বিশ্রামের আশায় কুলায়ে ফিরিয়া যায়। 'গোধূলি' কাব্যের বিশেষত্ব ও ইহার অন্তর্ম্মুখিতা। ইহাতে বৈচিত্র্যময় বহির্জগৎ হইতে ধ্যান-পরায়ণ কবির নিগূঢ় অন্তর্জগতে প্রবেশ লাভের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।......ভাবের স্বচ্ছতা ও ভাষার প্রবাহে 'চিন্ময়ী'—অধ্যায়ের কবিতা কয়টিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। 'কে তুমি' এবং 'বিশ্বরূপা' এই কবিতা দুইটি অন্তর্গূঢ় বিয়োগ-ব্যথায় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। 'বিশ্বরূপা' —আত্মাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি সন্দেহ নাই; কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল—"সঙ্গমে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"...... ঋতু-মঙ্গল' অধ্যায়ের কবিতাগুলি সংস্কৃত কাব্য-কুসুমের সৌরভে সুরভিত।......উপসংহারে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে ভুজঙ্গধর বাবুর কবি-জীবনের গোধূলি সুদূরবর্ত্তী হউক।

মানসী—[১৩১৯, আষাঢ়।] সাধারণ কবিতা পুস্তক হইতে একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া এই গ্রন্থখানি (গোধূলি) রচিত হইয়াছে। যে সমস্ত কবিতা পাঠে মানব-মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ও প্রসার হইতে পারে, হৃদয় প্রীতিতে পূর্ণ হইতে পারে. চিত্ত অন্তর্মুখ হইয়া জীবাত্মার মৃদু প্রতিধ্বনি শুনিতে পারে, এইরূপ কবিতার সমষ্টি লইয়া এই গ্রন্থের সৃষ্টি। গ্রন্থের নামকরণ যথোচিত হইয়াছে। দিবাবসানে গোধূলি-বেলায় যখন পশ্চিমাকাশ রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠে, বিহঙ্গমগণ একে একে আপন কুলায়ে ফিরিয়া আসে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের কলধ্বনি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, যখন পৃথিবীর জড় ও চেতন উভয় প্রকৃতি মিলিয়া একটি শান্ত নীরবতা ও গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করে, তখন মানব-মন ধীরে ধীরে যেমন হয় ত আপনার অলক্ষ্যে ভগবানের চরণ-তলে লুটাইয়া পড়ে—এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা সেইরূপ অনুভব করিয়াছি। 'গোধূলির'

ভিতর এমন একটি শান্ত, সংযত বিশ্ব প্রেমের ফল্গু-ধারা প্রবাহিত আছে, —যাহা পাঠ করিতে চিত্ত স্বতই বিমল আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

অর্চ্চনা—[১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ।] ভুজঙ্গ বাবু বঙ্গ-সাহিত্যে সু-পরিচিত, এই গ্রন্থের (গোধুলি) কবিতাগুলি অতি উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছে। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সূতায় গ্রথিত হইয়া এ [illegible]-কুসুম-মালা বড় সৌরভময় হইয়া উঠিয়াছে ......পুস্তকখানি শিক্ষিত লোকে আদর করিবে আমাদের এ বিশ্বাস আছে।

উদ্বোধন—(১৩১৯, বৈশাখ) 'গোধূলি' পড়িয়া অনেক দিন পরে সাহিত্যে কবিত্বের রসাস্বাদ পাইলাম। 'গোধূলিতে' কবিতুলিকা মস্তিষ্কের কল্পনারূপ মসী-ধারে সিঞ্চিত।

হিন্দু-পত্রিকা—[১৩১৮, অগ্রহায়ণ।] আজকাল কবিতায় গুরুতর বিষয়ের অবতারণা অল্পই দেখা যায়। তরল কবিতায় বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সদ্ভাবোদ্দীপক গম্ভীর আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-পূর্ণ কবিতার বাহুল্য নাই। 'গোধূলি' সৎকবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। কবিতার ভিতর দিয়া অনাবিল সৌন্দর্য্য, নির্দ্দোষ ধর্ম্ম-ভাব, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং দেব-রাজ্যের ভাব-সম্পৎ বঙ্গবাসীকে উপহার দিবার জন্য ভুজঙ্গধর বাবুর গোধূলির অবতারণা।......তাঁহার 'মঞ্জীর' সাহিত্য-সংসারে সমাদৃত।

Bengalee [29. 12. 1911.]—The name of Babu Bhujangadhar Ray Choudhuri, M. A, B. L., is already well-known in our literary circles... ..The poems embodied in Godhul under notice are of great value and we have gone through it with great pleasure. The get-up is excellent. We are quite sure, the book will command an extensive sale.

বাঁকুড়া দর্পণ—[৮।৮।১৯১২] 'শিশির' গ্রন্থখানি শিশুপাঠ্য কবিতা পুস্তক। পাঁচটি কল্পনা-জাত উপাখ্যান এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছন্দের তরল গতি ভাবের প্রাঞ্জলতা ও পবিত্রতা গ্রন্থখানিকে হৃদয়-গ্রাহী করিয়াছে। ইংরাজ-কবির Lucy Grey, We are Seven প্রভৃতি শিশু পাঠ্য কবিতার ন্যায় এগ্রন্থের কবিতাগুলি সুন্দর। বিদ্যালয়সমূহে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির উপযুক্ত আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়।...... মৃত্যুই পার্থিব জীবনের শেষ নহে - এ ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তকে অনেকস্থলে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে এক দিকে কবিতাগুলির ভাব-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপর দিকে কবি নিজ হৃদয়ের উচ্চ পবিত্র ভাব প্রদর্শন করিয়া নিজে ধন্য ও আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম তিনটি আখ্যায়িকা কবি বাঁকুড়ায় অবস্থিতি কালে লিখিয়াছিলেন; "বাঁকুড়া-দর্পণে" তাঁহার কাব্যের আলোচনা হইতেছে; এ কথার উল্লেখ করিতে বাকুড়া জেলাবাসী আমাদের যেন একটু বিশেষ আনন্দ হইতেছে।

প্রবাসী—[১৩১৯, বৈশাখ।] 'শিশিরে' পাঁচটি কল্পিত বালক বালিকার দুঃখ-কাহিনী কবিত্ব ও সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এ জন্য ইহা বালক ও বয়স্ক উভয়েরই উপভোগ্য। রচনা সরল ও হৃদয়-গ্রাহী। ছন্দে লালিত্য ও গতি আছে।

ভারতী—[১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ।] 'শিশির' একখানি কবিতাগ্রন্থ পাঁচটি গাথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভুজঙ্গধর বাবু সুকবি। তাঁহার রচিত 'গোধূলি' ও 'মঞ্জীর' পাঠে আমরা তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। এই গ্রন্থখানিও ভাবে, ভাষায় উপভোগ্য হইয়াছে।......গাথাগুলির মধ্য দিয়া বেশ একটি করুণ রসের ধারা বহিয়া গিয়াছে। ছাপা, কাগজ পরিষ্কার।

অর্চনা—[১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ।]......এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবিত্ব আছে। ভাষায় মধুরতা আছে। কবি শব্দ-যোজনায় সুনিপুণ।

গোধূলি কাব্য পাঠে

১

জীবনগোধূলিকালে গোধূলির কবি !
পথশ্রান্ত গৃহগামী হে পান্থ মহান্ !
আঁকিয়া ভাবের রাজ্যে অপরূপ ছবি ;—
কি শুনা'লে ত্রিদিবের সুধামাখা গান ।

২

তুলিলা যে নবরাগে বীণার ঝঙ্কার,
মধুর কাকলিকণ্ঠ ! কাব্যকুঞ্জবনে,—
অনাহত উঠে যথা আকাশে ওঙ্কার,
বাজিবে বাজিবে তব জীবনে মরণে !

৩

সাধনার বেদিতলে বাণী পূজিবারে
রচিলা মহার্ঘ্য-অর্ঘ্য ; দিয়া পুষ্প হার
অচিরে আদরে ধরি' বরিবে তাহারে
সার্ব্বভৌম ভাব বলি' সকল সংসার ।

৪

রত্ন আশে অন্তরের ধ্যান সিন্ধুতীরে,
রচিলা কি শিরোরত্ন বঙ্গবাসী শিরে ।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী